রদ্দে-শিয়া
ও
হজরতের প্রথম তিন খলিফার গুণাবলী

প্রথম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ্সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্, শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট ''নবনূর কম্পিউটার প্রেস'' ইহতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(তৃতীয় মুদ্রণ সন ১৪১৮)

মূল্য-৬০ টাকা মাত্র।

الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام على رسوله

سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

হজরত নবি (ছাঃ)-এর প্রথম তিন খলিফার খেলাফত কালে য়িহুদী, খ্রীষ্টান, পারশিক ও পৌত্তলিকদিগের বহু রাজ্য মুছলমানদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের বহু সংখ্যক লোক হত ও বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের অর্থ সম্পদ লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের কুমারীগণ ও বালকগণ মুছলমানদিগের দাসদাসী রূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে জিজিয়া কর গ্রহণ করা হইত। তাহারা ইহা লাঞ্ছনার একশেষ বুঝিয়া প্রথম দুই খলিফার খেলাফত কালে যুদ্ধ করিতে প্রাণপণ করিয়াও লাঞ্ছিত হওয়া ব্যতীত আর কিছুই লাভ করিতে পারে নাই। অগত্যা তাহারা তৃতীয় খলিফার খেলাফত কালে ছলনা করিয়া ইছলাম ধর্মে দিক্ষীত হইল, নিজেদিগকে মুছলমান বলিয়া প্রকাশ করিয়া ইছলামের জ্যোতিঃ নিব্বাপিত করিবার ও মুছলমানদিগের মধ্যে কলহ ফাছাদ, দ্বেষ হিংসা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইয়মন দেশের ছানয়া নামক স্থানে একজন বিখ্যাত য়িহুদী আবদুল্লাহ বেনে অহাব বেনে ছাবা মদিনা শরিফে আগমন পূর্ব্বক হজরত ওছমান (রাঃ)-র নিকট মুছলমান হয়। মকরিজি 'খোতাত ও

আছারে' লিখিয়াছেন, আবদুল্লার পিতার নাম অহাব, তাহার দাদার নামা ছাবা ছিল, লোকে তাহাকে এবনো-ছওদায় ছাবা নামে অভিহিত করিত। তাবারি লিখিয়াছেন, এই ব্যক্তি য়িহুদীদিগের বিদ্বান ছিল, য়িহুদীরা তাহাকে নিজেদের নেতা ও পথপ্রদর্শক জানিত, তাহার বংশে বিদ্যা ও তওরাত প্রচার্য্যে অগ্রণী ছিল, নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মান ও সমার্থ রাখিত, কিন্তু যখন ইছলামের পরাক্রম বাতীল মতগুলি ধ্বংস করিতে লাগিল, তখন বিধর্মিদিগের নেতৃত্ব বিনষ্ট হইতেছিল। আবদুল্লাহ বেনে ছাবা এবং তাহার সম্প্রদায় বিধ্বস্ত ও অসম্মানিত হইতে লাগিল, চারিদিক হইতে দলে দলে য়িহুদী ও খ্রীষ্টান ইছলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতেছিল, ইছলাম রাজ্য বিস্তৃত হইতেছিল, বিরুদ্ধবাদিদের আশ্রয় স্থল ছিল না, ইছলাম গ্রহণ ব্যতীত উপায়ন্তর ছিল না, তাহাদের নেতা, দরবেশ ও বিদ্বানগণের কথা কেহ জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিত না। ইছলামের সত্যতা চারিদিকে বিঘোষিত হইতেছিল, অন্য ধর্মাবলম্বীগণ সামান্য ইঙ্গিতে নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করতঃ ইছলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল, নিজেদের বিদ্বান ও নেতাগণের আদেশ লঙ্ঘন করতঃ সত্য ধর্মের আশ্রয় লইতেছিল, বিদ্বান ও পাদরিদিগের রাজনৈতিক চাল ও দ্বীনি ও মজহাবী ভীতি প্রদর্শন একেবারে অকর্ম্মন্য প্রতিপন্ন হইতেছিল, তাহাদের মজহাবি নেতৃত্ব ও পদমর্য্যাদার গৌরব ধলুায় ধুষরিত হইতেছিল, তাহারা ইহা দেখিয়া অগত্যা পিতৃগণের ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইছলাম স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। আবদুল্লাহ বেনে ছাবা তৃতীয় খলিফার হস্তে মুছলান হইয়াছিল। সে নিজ সম্প্রদায়ের নেতা ছিল বলিয়া লোকদিগকে বাধ্য করার ও নিজের মতের দিকে আকর্ষণ করার কৌশল বিলক্ষণ রূপে অবগত ছিল, এই হেতু সে ক্রমশঃ ইছলামি সহানুভূতি, বাধ্যবাধকতা ও শুদ্ধসঙ্কল্প দেখাইয়া সাধারণ লোকদের মধ্যে বিশিষ্ট প্রকারের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছিল। সে তৃতীয় খলিফার নিকট বড় চাকুরি লাভের চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া তাঁহার সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ

করিতে লাগিল, রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে লাগিল, রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি কলঙ্কিত ও দূষিত ভাবে সাধারণ জনসমাজে প্রচার করিতে লাগিল, সাধারণ মুছলমানদিগকে তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিল। সে ইহাও জানিত যে, বনু ওমাইয়া ও বনু হাশেম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মালোমালিন্য আছে। হজরত ওছমান (রাঃ)-র খেলাফত ও মারওয়ান বেনেল হাকামের মন্ত্রিত্ব সাধারণ বনু হাশেম দল সুনজরে দেখেন না, লোকদিগের অন্তর আহলে—বয়েতগণের ভক্তিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। খেলাফতের কর্মচারি ও হাকিমগণ মারওয়ানের পরামর্শে অসন্তুষ্ট হইতেছিল, এই সময় সুযোগ বুঝিয়া এবনো ছাবা খেলাফতের নিন্দাবাদ করা নিজের পেশা করিয়া লইয়াছিল, লোকদিগকে তৃতীয় খলিফার সহিত বিদ্রোহিতা করিতে উত্তেজিত করিতেছিল, তখন তৃতীয় খলিফা তাহার এই ষড়যন্ত্রমূলক চাল প্রকাশ করিয়া তদ্দ্বারা অশান্তির আশঙ্কায় তাহাকে আরব দেশে থাকিতে নিষেধাজ্ঞা করিলেন। সে আরব দেশে থাকিতে না পারিয়া বরাবর মিশর দেশে উপস্থিত হইল, তখন মিশরের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন ছিল। সাধারণ প্রজারা কর্ম্মচারি ও হাকিমদিগের সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করিত এবং মারওয়ানের মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে ছিল তাহার পক্ষ হইতে লোকদিগের উপর কঠিন অত্যাচার উপদ্রব হইতেছিল। প্রপীড়িতদিগের দুঃখের কাহিনী তৃতীয় খলিফার কর্ণগোচর হইতনা, সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপার মারওয়ানের আয়ত্তাধীনে ছিল, প্রজারা তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া ছিল, তাহার নিয়োজিত কর্মচারীদিগের বশ্যতা পছন্দ করিত না। এবনো- ছাবা ইহা অবগত হইয়া মিশরে অবস্থান করা মনোনিতকরিয়া লইল। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, পৃথিবীতে রাজনৈতিক পরিবর্তন ধর্মের রঙ্গে রঞ্জিত না করিলে সম্ভব হইয়া থাকে না, ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাস বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিছিন্ন লোকদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারে, সাধারণের বিদ্রোহিতার জন্য এই মজহাবি বিশ্বাসের আবশ্যক হইয়া

থাকে, এই হেতু ধর্মের নাম ও মুখোশ এই পরিবর্ত্তনের সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি। এবনো-ছাবা এই কৌশল অবগত ছিল, এই হেতু সে মিশরে উপস্থিত হইয়া সাধারণের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের সাহায্য ও সহানুভুতিতে যথেষ্ট চেষ্টা-চরিত্র করিতে লাগিল। নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, পদমর্য্যাদা, বিস্তৃত দক্ষতা ও রাজনৈতিক যোগ্যতা সভায় সভায় নেতৃস্থানীয় লোকদিগের নিকট প্রকাশ করিত। সে সাধারণ চিন্তাধারাকে নিজের চাক্ষষ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত করিয়া দেখাইল—তৃতীয় খলিফার অযথা দোষারোপ, অপযশ ও অসাবধানতা, মারওয়ানের হস্তে খেলাফত কার্য্য সমর্পণ, তাহার গুপ্ত দুষ্টামি সকল প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করিয়া লোকদিগের সহানুভুতি ও পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিল ইহার সঙ্গে নিজের দ্বীনদারি, বিশুদ্ধ ওয়াজ উপদেশ প্রচার করিতে ত্রুটি করিল না। এমন কি অল্প দিবসের মধ্যে তাহার দ্বীনি বুজর্গী, সৎ বিশ্বাস, বিদ্যার পারদর্শীতার ধারণা অনেক লোকের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া পড়িল, মুছলমানদিগের সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট একদল লোক তাহার উপর আস্থাবান হইয়া পড়িল।

এবনো-ছাবা তওরাত ও ইঞ্জিল অভিজ্ঞ ছিল, কোর-আন মজিদের আকিদা শিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু সে মিশর দেশে নিজের ভক্তবৃন্দের সমক্ষে যে মতগুলি প্রকাশ করিয়াছিল তৎসমস্তের সহিত কোর-আনের শিক্ষার আদৌ মিল নাই। এই হেতু বিচক্ষণ লোকদিগের ধারণা এই যে, উক্ত মতগুলি অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে, উহার মধ্যে য়িহুদীদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসগুলির চিত্র পূর্ণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। সে মিশরে প্রকাশ করিল খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, হজরত ঈছা (আঃ) পুনরায় কেয়ামতের পুর্ব্বে পৃথিবীতে আগমন পূর্ব্বক সত্য অসত্যের মীমাংসা করিবেন, আর ইছলামের নবী সমস্ত নবী ও রাছুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, কাজেই মুছলমানদিগকে ইহা বিশ্বাস করা ওয়াজেব যে, তাহাদের নবী কেয়ামতের পূর্ব্বে দুনইয়াতে পুনরাগমন করিবেন।

দ্বিতীয়— আল্লাহতায়ালা দুনইয়াতে হেদাএতের জন্য ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গে উজির ও মন্ত্রী লাজিমি ভাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হজরত মুছা নবীর পারিষদ ও খলিফা ইউশা বেনে নুন ছিলেন, এইরূপ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর অছি ও মন্ত্রি হজরত আলি ছিলেন।

তৃতীয়—খেলাফত হজরত আলির হক ছিল, তিনিই সত্য খলিফা ছিলেন তৃতীয় খলিফা অন্যায় ভাবে খলিফা ও হাকিম বলিয়া মানিত হইতেছেন, হজরত ওমার (রাঃ) খেলাফত সম্বন্ধে মুছলমানগণের পরামর্শের আদেশ দিয়াছিলেন, এই হিসাবে সকলে হজরত আলির হস্তে বয়য়ত করিয়াছিলেন এবং তিনি খলিফা হইয়াছিলেন, আবদুর রহমান বেনে আওফ হজরত আলির হাত ধরিলেন ও লোকদিগকে তাঁহার নিকট বয়য়ত করাইয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু আমর বেনে আ'ছ ধোকা দিয়া লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে ওছমানের নিকট বয়য়ত করিতে উদ্ধুত করিল, তৎপর লোকদিগকে এই দিকে টানিয়া আনিল, এইরূপে এই বাতীল খেলাফত প্রকাশিত হইল।

চতুর্থ— সৎকার্য্যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে ও অসৎকার্য্য নিষেধ করা নামাজ ও রোজার ন্যায় ঈমনাদারদের উপর ফরজ, কোর-আনের আয়ত এই সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে। যদিও আমরা বাতীল খলিফার কোন কার্য্যের ক্ষতিসাধন করিতে পারিবনা, তবু উক্ত আয়ত অনুসারে আমাদের উপর ইহা ফরজ হইবে যে, অন্ততঃ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিব এবং তাঁহার হাকিমগণের অবাধ্যতা করিব, ইহাতে আমরা জুলুম ও অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইব।

এবনো-ছাবা এই চারিটি মত একবারে একসময়ে প্রকাশ করে নাই, বরং ক্রমশঃ একটির পর অন্যটি প্রকাশ করিল। লোকদিগের অন্তরে বিদ্রোহিতার বীজ প্রথম হইতে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এখন খলিফার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহীতার উত্তেজনা অধিক হইতে অধিকতর হইয়া পড়িল। এক বিরাট দল হজরত ওছমান (রাঃ) কে কাফের ও অসত্য খলিফা ধারণায় তাঁহাকে পদচ্যুত ও খেলাফত হইতে অপসারিত করার ষড়যন্ত্র করিতে সচেষ্ট হইল, মিশর ও উহার চারিদিকে এরূপ এক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল যাহা নির্ব্বাপিত হওয়ার যোগ্য নহে। সাধারণ লোক এই বিরাট ব্যাপারের সুব্যবস্থায় সংলিপ্ত হইল, সহস্র সহস্র লোক এই উদ্দেশ্যে মিশরে সমবেত হইল, সাধারণের এই মত স্থিরীকৃত হইল যে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে ভিন্ন ভিন্ন দল এক নির্দিষ্ট তারিখে মদিনা শরিফে উপস্থিত হইতে হইবে, এই বিদ্রোহীদলের সংখ্যা পতিমধ্যে অধিকইহতে অধিকতর হইতে লাগিল। এই বিদ্রোহীতার শেষফল এই হইল যে, হজরত ওছমান (রাঃ) বিদ্রোহীদিগের হস্তে অন্যায় ভাবে শহীদ হইয়া গেলেন তাঁহার পরামর্শদাতা, পারিষদ ও কর্মচারীদিগের কেহই তাঁহার সহায়তা করে নাই। এই ঘটনায় মুছলমানদিগের মধ্যে কঠিন মতভেদ, কলহ, মনোমালিন্য ও দলাদলির সৃষ্টি হইয়া যুদ্ধ ও বিরোধের আকার ধারণ করিল, জোমাল ও ছিফ্‌ফিনের যুদ্ধে বহু সহস্র ছাহাবা শহীদ হইয়া গেল, খেলাফতের বন্ধন ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া পড়িল। ইতিহাস তত্ত্ববিদগণ খলিফা হত্যা ও জোমাল যুদ্ধের দায়িত্ব আবদুল্লাহ বেনে ছাবার পাপের খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

ইহার পরে মুছলমানগণ দুই বিরাট দল বিভক্ত হইয়া পড়িলেন, প্রথম হজরত আলির মিত্র ও সত্য খেলাফতের পক্ষ সমর্থনকারি এই শ্রেণীর মধ্যে অধিক সংখ্যক ছাহাবা, মক্কা ও মদিনা-বাসিগণ ছিলেন।

দ্বিতীয়, আমিরে মোয়াবিয়ার পক্ষপাতি শামবাসিগণ প্রভৃতি। এই বিরোধ কেবল খেলাফত ও বাদশাহির মছলার ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাতে ইছলামের আকায়েদ ও দ্বীনের মুল বিষয় লইয়া মতভেদ ছিল না। উভয়দল কোরআন মান্য করার দাবি করিতেন, ইহার ব্যবস্থাকে দ্বীনের মাপকাটি জানিতেন, ইহা সত্ত্বেও খেলাফতের বিরোধে হজরত আলির

সত্যের উপর থাকা অতি কষ্ট কথা ছিল। বড় বড় ছাহাবা বিশুদ্ধ আল্লাহর সন্তোষলাভোদ্দেশ্যে বনু-হাশেমিদিগের পক্ষপাতি ও তাঁহাদের বিপক্ষদলের উপর নারাজ ছিলেন, এমন কি অনুমান আট শত ছাহাবা ছিফফিনের যুদ্ধে হজরত আলির সহায়তায় শহীদ হইয়া গিয়াছিলেন।

আবদুল্লাহ বেনে ছাবা আহলে বয়েতে শিয়া বলিয়া গণ্য হইল, নিজেকে হজরত আলির খাঁটি মিত্র ও অনুগত বলিয়া দাবী করিতে লাগিল। সে উচ্চশব্দে হজরত আমিরের গুণাবলী ও প্রশংসা প্রচার করিতে লাগিল, সে সত্য খেলাফতের পক্ষপাতি ও হজরত আমিরের সৈন্যগণের মধ্যে বিশ্বাসভাজন বলিয়া নিজ ভক্তগণের মধ্যে এই মত প্রকাশ করিল, হজরত আলি (রাঃ) জনাব নবি (ছাঃ) এর পরে শ্রেষ্ঠতম মানুষ, কোন ছাহাবা তাঁহার তুল্য ও সমকক্ষ নহেন। হজরতের আত্মীয়, ভাই ও জামাতা হওয়াই এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। তিনি হজরত নবি (ছাঃ)এর অছি ও খলিফা।

এই আয়েত তাহার খেলাফতের স্পষ্ট দলীল, কিন্তু ছাহাবাগণ নিজেদের শানশওকত, শক্তি সামর্থ ও গুপ্তষড়যন্ত্র বলে কোর-আনের স্পষ্ট আয়ত ও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর অছিএত অমান্য করিয়া হজরত আলির খেলাফত অন্যায়ভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছেন নবি (ছাঃ) এর আহলে-বায়েতের উপর অত্যাচার করিয়াছেন। প্রথম খলিফা হজরত ফাতেমা (রাঃ) কে পৈত্রিক সম্পত্তি বাগে-ফেদাক হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এবনো-ছাবা খাস ভক্তগণকে উপরোক্ত মত শিক্ষা দিয়া গোপন রাখিতে বড় তাকিদ করিল এবং ইহাও বলিল, এই মত প্রকাশ করার উদ্দেশ্য কেবল প্রকৃত ঘটনা ও সত্যমত প্রচার করা। নাম জাহির করা পদমর্য্যাদা লাভ করা উদ্দেশ্য নহে। যদি লোকদিগের নিকট উল্লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা হয়, তবে আমার নাম প্রকাশ করার এবং শিক্ষা দেওয়ার অবস্থা বলিয়া দেওয়ার আবশ্যক নাই।

সে অনেক সময় লোকদিগকে সংগ্রহ করিয়া জনাব আমিরের

গুণাবলী ও প্রশংসাবলী বর্ণনা করিত, তাঁহার প্রশংসাবলী কোরা-আন ও হাদিছ দ্বারা সপ্রমাণ করিত, সে এরূপ বহু হাদিছ প্রকাশ করিল যাহা— লোকেরা কখনও শ্রবণ করে নাই। তাঁহার কারামাত, অলৌকিক স্বভাবগুলিও আশ্চর্য্যজনক কার্য্যগুলি বর্ণনা করিয়া তাঁহার কামালাতের দিকে লোকদিগকেআকর্ষণ করিত তাহার উল্লিখিত শিক্ষাতে জনাব আমিরের শিক্ষাবলী ব্যতীত ছাহাবাগণের দুর্ণাম, দুনইয়া কামনা, আহলে-বায়েতগণের হক আত্মসাৎ করা, তাহাদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ণ এবং কোর-আন ও হাদিছ হইতে বিমুখ হওয়ার কথা প্রকাশিত হইত। এই মতগুলি দ্বারা তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে বড় বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হইল, মুছলমানদিগের মধ্যে মতভেদ ও দলাদলির সৃষ্টি হইল, একদল ইহার প্রতিবাদ করিতে এবং ইহার উপর অসত্যারোপ করিতে লাগিল এবং পরস্পরে কলহ ফাছাদ, তর্ক বাহাছে-সংলিপ্ত হইল, এমন কি এই ঘটনা হজরত আলির কর্ণগোচর হইল, ইহাতে বড় বড় ছাহাবার প্রতি যাহারা দোষারোপ করিত, তিনি তাহাদের উপর কঠোর নারাজি প্রকাশ করিলেন এবং মিম্বরের উপর একাধিক খোৎবা বর্ণনা করিলেন। যখন হেদাএত ও তাড়না দ্বারা ফলোদ্বয় হইলনা এবং ফাছাদ অধিক হইতে অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, তখন হজরত আমির তাহাদিগকে কোড়া মারিতে ও কঠিন ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং এবনো-ছাবার মতবাদগুলির প্রতি শরিয়তের হদ জারি করিলেন, কিন্তু এবনো-ছাবার শিষ্য শাগরেদগণের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই সমস্ত শাস্তি ও তাড়না কেবল রাজনৈতিক চাল, নচেৎ প্রকৃত ব্যাপার ও সত্য মত এবনো-ছাবার শিক্ষা অনুরূপ, এই হেতু এক বিরাট দল নিজেদের মতবদাগুলির উপর দৃঢ়তা ও স্থিরতা প্রদর্শন করিত এবং হজরত আমিরের তিরষ্কার ও বিতাড়নে প্রভাম্বিত হইত না। দ্বিতীয় দল তাহাদের সহিত তর্ক বাহাছ, কলহ ফাছাদ করিতে বদ্ধ পরিকর হইল। তাবারি লিখিয়াছেন,

হজরত আলি (রাঃ) নিজের সেনা-দলের মধ্যে ঘোষণা করহিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি আমাকে হজরত আবুবকর এবং ওমার (রাঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জানিবে তাহাকে ইসলামি সেনাদল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার পরে ছাবায়ি ভক্তগণ প্রকাশ্যভাবে বাহাছ তর্ক করিতে পারে নাই এবং নিজেদের মতবাদগুলি গোপন করিতে সচেষ্ট হইল। এবনো-ছাবার মতের শিক্ষা এই পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই, বরং সে নিজের ভক্ত ও চেলাগণের মধ্যে খাস ও নির্ব্বাচিত একদলকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা দেখিতেছ, জনাব আমিরের দ্বারা মানুষের সাধ্যাতীত কামালাত প্রকাশ হইতেছে, গায়েবের সংবাদ দেওয়া সৃষ্টিতত্ত্বের গুপ্তভেদ প্রকাশ করা, ভবিষ্যদ্বাণী সফল করা, আলৌকিক কার্য্যগুলি করা, মৃত জীবিত করা, বাস্তব স্বরূপ পরিবর্ত্তন করা,খোদাই মা'রেফাত ফাছাহাত বালাগাত, খোৎবা সমুহ, প্রশ্নকারিদিগের জওয়াবাত, বীরত্ব, দান, সংসার বৈরাগ্য, পরহেজগারি ইত্যাদি এত অধিক পরিমাণ যাহা মনুষ্যের শক্তির অতীত, ইহার ভেদ কি? তাঁহার দ্বারা কিরূপে ইহা প্রকাশিত হয়? এই গুপ্ত রহস্য ভেদ করিতে সকলের বিবেক অক্ষমতা প্রকাশ করিল, সকলেই একবাক্যে বলিল ইহার কারণ আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির বোধগম্য নহে। এবনো-ছাবা শ্রোতাদের অন্তরে জওয়াবের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া এই গুপ্ত রহস্যের এই ভাবে জওয়াব প্রদান করিল যে, এই সমস্ত মানবের সাধ্যাতীত গুণাবলী ও কামালাত খোদাই খাছিএত। জনাব আমিরের পাক জাত খোদাই নুর যাহা মানব আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তোমরা জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আলিই মাবুদ, তাহা ব্যতীত মা'বুদ নাই। এবনো-ছাবা এই দাবীর সহিত শরিয়তের খেলাফ কয়েকটি কথা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিল—যাহা ভুল ক্রমে হজরত আমিরের কথা বলিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে, আমিই চিরস্থায়ী অমর, আমি কেয়ামত কায়েমকারি, আমি গোরবাসীদিগের পুনরুত্থানকারী ইত্যাদি এখনও নিরক্ষর ছুফিগণ বর্ণনা করিয়া থাকে এবং জনাব আমিরের

কথা বলিয়া ধারণা করে। এই বিশ্বাস একদল লোকের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া পড়িল এমন কি তিরষ্কার, তাড়না, ভীতি প্রদর্শনেও ফলোদয় হইল না। জীবিত লোককে অগ্নিতে দগ্ধীভূত করা হইতেছিল, তবু তাহারা এই মত ত্যাগ করিতে রাজি হইতে ছিল না। হজরত আলিকে খোদা বলিতে বলিতে অগ্নীতে নিক্ষেপ করা হইতেছিল, তখন তাহারা উচ্চস্বরে বলিত, অগ্নির মালিক খোদা ব্যতীত আর কেহ অগ্নি দ্বারা আজাব করিতে পারে না।

মকরেজি 'খেতাত ও আছার' কেতাবে লিখিয়াছেন, ছাহাবাগণের জামানায় লোকেরা শিয়া মতে অতিশয় বাড়াবাড়ি করিয়াছিল, যখন হজরত আলি (রাঃ) ইহা শ্রবণ করিলেন, তখন অতিশয় রাগান্বিত হইয়া একদল লোককে অগ্নিতে জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন।

ছহিহ তেরমেজিতে ছহি ছনদে উল্লিখিত হইয়াছে, হজরত আলি (রাঃ) একদল লোককে জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন-যাহারা ইছলাম হইতে মোরতাদ্দ হইয়াছিল।

ছহিহ বোখারিতে একরামা হইতে বর্ণিত হইয়াছে,—

اوتى على بزنادقة فاحرقهم

"(হজরত) আলির নিকট কতকগুলি জিন্দিককে আনয়ন করা হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন।"

কোস্তালানি 'বোখারি'র টিকায় লিখিয়াছেন, ইহারা রাফেজি ছাবাইয়া ফেরকা ছিল।

ফৎহোল-বারিতে উহার টিকায় লিখিত আছে, একজন লোক হজরত আমিরকে বলিয়াছিল, মছজেদের দ্বারদেশে কতকগুলি লোক সমবেত হইয়া আপনাকে মা'বুদ ও রব বলিতেছে। হজরত আমির তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি বলিতেছ? তাহারা বলিল, আপনি আমাদের প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা ও জীবিকাদাতা। ইহাতে হজরত আলি (রাঃ) বলিলেন, তোমরা খোদাকে ভয় কর, এরূপ কথা

হইতে বিরত হও তওবা কর। তাহারা হজরত আমিরের কথা মানিল না। দ্বিতীয় দিবস তাহারা উপস্থিত হইল, কাম্বর গোলাম আসিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, খোদার কছম, সেই লোকগুলি অদ্যাও সেইরূপ কথা বলিতেছে। হজরত আমির তাহাদিগকে মছজেদের ভিতরে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। তাহারা তাঁহার সম্মুখে উক্ত কাফেরি মূলক কথাগুলি পুনরায় উল্লেখ করিল। ইহাতে তিনি বলিলেন, যদি তোমরা এরূপ কথা ত্যাগ না কর, তবে আমি তোমাদিগকে জঘন্য ভাবে হত্যা করিব। তাহারা আদৌ কোন ভয় করিল না, যাহা পূর্ব্বে বলিতেছিল, তাহাই বলিতে লাগিলেন। তিনি কাম্বারকে বলিলেন, শ্রমিকদিগকে কোদালসহ আসিতে বল' তৎপরে মছজেদ ও অট্টালিকার মধ্যস্থলে নালা খনন করা হইল এবং উহাতে অগ্নি জ্বালান হইল। তৎপরে তিনি সেই জিন্দিকদিগকে বলিলেন, তোমরা ফিরিয়া এসো তওবা কর, কিন্তু তাঁহার কথা মানিল না, অবশেষে তিনি তাহাদের সমস্ত লোককে অগ্নিতে জ্বালাইয়া দিলেন।

শিয়াদের রেজালে-কশি নামক গ্রন্থে আছে, এমাম মোহাম্মদ বাকের (রাঃ) বলিয়াছেন, জোৎসম্প্রদায়ের ৭০ জন লোক সমবেত হইয়া হজরত আমিরের নিকট উপস্থিত হয়। তিনি বলেন, আমি খোদার বান্দা, সৃষ্ট বস্তু। তাহারা এই কথা না মানিয়া বলিল, আপনি সেই খোদা, সেই খোদা তাহারা এই কথা হইতে ফিরিল না, এমন কি তাহাদিগকে জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

আরও উপরোক্ত এমাম বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ বেনে ছাবা নবুয়তের দাবি করিয়াছিল এবং হজরত আলি (রাঃ) কে খোদা বলিত।

হজরত জাফর বলিয়াছেন, খোদা আবদুল্লাহ ছাবার উপর, লা'নত করুন, সে জানিয়া শুনিয়া হজরত আমিরের নাম লইয়া মিথ্যা কথা প্রচার করিত।

শিয়া ছুন্নিদিগের ইতিহাসগুলিতে হজরত আমিরের আবদুল্লাহ

বেনে ছাবাকে অন্যান্য মোরতাদ্দদিগের সহিত জ্বালাইয়া দেওয়ার কথা পাওয়া যায় না, বরং কোন রেওয়াএতে আছে, ইসলামী সৈন্যদিগের মধ্যে এই অনিষ্ট ও ফাছাদ সৃষ্টি হইলে, হজরত আমির তাহাকে শহর হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন, তৎপরে সে মাদাএন শহরে উপস্থিত হয়, তথায় তাহার একদল ভক্ত গঠিত হয়, তাহারা আজার-বাএজান প্রভৃতি স্থানে নিজেদের মত প্রচার করে।

ইহার পরে জনাব আমির শাম ও ইরাকের বিদ্রোহিদিগের খারিজি ও নাছিবিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সংলিপ্ত হন, তিনি সেই যুদ্ধে সংলিপ্ত থাকায় ছাবাই দলের ফাছাদের প্রতিকার করার সুযোগ পান নাই। এবনো ছাবার চেলা ও শিষ্যগণ ইহা সুবর্ণ সুযোগ বুঝিয়া নিজেদের মত প্রচার করিতে লাগিল এবং বিরাট এক দলকে স্বমতাবলম্বী করিয়া লইল। ক্রমশঃ এই দলের আকাএদ সংক্রান্ত মতভেদ সকল এক মজহাব আকারে পরিণত হইল। তাহারা বিশিষ্ট আকায়েদের সহিত প্রসিদ্ধ হইয়া গেল। এবনো-ছাবার পরে এই মতের প্রচারকগণ বহু নূতন মত সৃষ্টি করে—যদ্দারা বহু মতভেদের সৃষ্টি হইয়া ছাবাই ফেরকা বহু দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল, প্রত্যেক দলের মজহাবের আসল মত পৃথক পৃথক বিধিবদ্ধ হইয়া গেল।

শিয়াদের বিশ্বাসযোগ্য রচিত পুস্তক রেজালে কশির ৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

ذكر بعض اهل العلم ان عبد الله بن سبا كان يهوديا فاسلم و والیٰ عليا عليه السلام وكان يقول و هو على يهوديته فى يوسع بن نون وصى موسیٰ بالغلو فقال فى اسلامه بعد وفات رسول الله صلى الله عليه واله فى على عليه السلام مثل ذٰلك وكان اول من اشهر القول بفرض امامة على و اظهر البراءة من

اعـدائـه و كـاشف مـخـالفيه و اكفرهم فمن ههنا قال من خالف الشيعة اصل التشيع ماخوذ من اليهودية ☆

"কোন আলেম বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় আবদুল্লাহ বেনে ছাবা য়িহুদী ছিল, তৎপরে সে মুছলমান হইয়াছিল সে (হজরত) আলি (আঃ) কে ভালবাসিয়াছিল, যখন সে য়িহুদী ছিল, তখন সে (হজরত) মুছার অছি ইউশা' বেনে নুন সম্বন্ধে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে খোদাই অংশ থাকার দাবি করিয়া ছিল, তৎপরে সে মুছলমান হওয়াকালে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর এন্তেকালের পর (হজরত) আলি (আঃ) এর সম্বন্ধে ঐরূপ মত ধারণ করিয়াছিল। সে-ই প্রথমে (হজরত) আলির এমামতের আ'কিদা ফরজ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার শত্রুদিগের তাবার্রা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার বিপক্ষদিগের সহিত শত্রুতা কায়েম করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে কাফের বলিয়াছিল, এই হেতু শিয়াদের বিরুদ্ধবাসিগণ বলিয়াছেন শিয়া মজহাবের মূল য়িহুদী ধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে।"

আল্লামা কশি 'এবনো ছা'বার কতকগুলি আকায়েদের কথা মোটামুটি ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার নবুয়তের দাবির কথা কেবল শিয়াদের কেতাব হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ছুন্নিদিগের কেতাবে ইহার উল্লেখ নাই।

মকরেজি নিজের তারিখে এবনো-ছাবার নিম্নোক্ত মতগুলি উল্লেখ করিয়াছেন,—

(১) "রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পরে এমামতের জন্য হজরত আলি (রাঃ) কে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন এবং এজন্য অছিএত করিয়াছিলেন, এই হেতু তিনি অছি ও উম্মতের খলিফা ছিলেন, তাঁহার এমামত স্পষ্ট ভাবে হাদিছে আছে।

(২) জনাব রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও হজরত আলি (রাঃ) দ্বিতীয় বার দুনইয়াতে আসিবেন, মৃত্যুর পরে রাজয়াত হইবে।

(৩) হজরত আলি (রাঃ) নিহত হন নাই, বরং তিনি জীবিত আছেন, তাঁহার মধ্যে খোদাই অংশ আছে, তিনি সর্ব্বদা মেঘের আড়ালে আছেন, তাঁহার শব্দ বজ্র, তাঁহার কোড়া বিদ্যুৎ, তিনি নিশ্চয় জমিতে নাজেল হইবেন এবং ন্যায়বিচারে দুনইয়াকে পূর্ণ করিবেন, যেরূপ অত্যাচারে পূর্ণ হইয়াছিল।”

আল্লামা শহরস্তানি 'মেলাল-অন্নেহাল' কেতাবে লিখিয়াছেন, ছাবাইয়া ফেরকা আবদুল্লাহ বেনে ছাবার অনুসরণকারি দল, সে হজরত আলি (রাঃ) কে খোদা বলিয়া দাবি করিয়াছিল, হজরত আমির তাহাকে মাদাএনের দিকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। সে য়িহুদী ছিল, পরে মুছলমান হইয়াছিল। য়িহুদী থাকা কালে ইউশা বেনে নুনের সম্বন্ধে যেরূপ মত পোষণ করিত, মুছলমান হওয়াকালে হজরত আলির সম্বন্ধে সেইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিল। হজরত আলির এমামতের মছলা তাহার কল্পিত মত। হজরত আলি নিহত হন নাই, তাঁহার মধ্যে খোদাই অংশ আছে, এই হেতু কেহ তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে না। তিনি মেঘের মধ্যে আছেন, তাঁহার শব্দ ও কোড়া বজ্র ও বিদ্যুৎ, তিনি অচিরে দুনইয়াতে আসিয়া অত্যাচারের মুলোৎপাটন করিবেন। এবনো-ছাবা হজরত আমিরের এন্তেকালের পরে উক্ত মতগুলি প্রকাশ করিয়াছিল। যে ফেরকা এই মতাবলম্বী হইয়াছিল, তাহাদের মত এই—এমামত হজরত আলির উপর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তিনি বিনা মৃত্যু দুনইয়া হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন, দুনইয়াতে তিনি দ্বিতীয়বার আগমন করিবেন। হজরত আলির পরে খোদাই অংশ অন্যান্য এমামগণের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল। এবনো-ছাবার মূল মন্ত্রগুলির হিসাবে ক্রমশঃ তাহার ভক্তগণ তিন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

(১) জনাব নবি (ছাঃ) এর পরে হজরত আলি (রাঃ) সমস্ত উম্মত হইতে শ্রেষ্ঠতম ইহা এবনো-ছাবার শিক্ষা। যে দলের মধ্যে এই মতবাদ সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহারা 'তফজিলিয়া' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই

ফেরকা এই মত ব্যতীত এবনো-ছাবার অন্য মত গ্রহণ করেন নাই।

(২) বড় বড় ছাহাবা মোরতাদ্দ ও কাফের হইয়া গিয়াছিলেন (নাউজোবিল্লাহে মিনহো)। তাঁহারা রাছুলের আহলেবয়েতের, বিশেষতঃ হজরত আলির সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। জনাব আমির হজরত নবি (ছাঃ) এর অছিএতের হিসাবে স্পষ্ট নির্দেশিত এমাম ও প্রথম খলিফা ছিলেন, প্রতিপক্ষ ছাহাবাগণ এই খেলাফতের পদটি অন্যায়ভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, নবি (ছাঃ) এর আহলে-বয়েতের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, হজরত আলি (রাঃ) 'তকইয়া' করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। সমস্ত তাবারীহিয়া ও ছাবাইয়া ফেরকার ইহাই আকিদা, ইহা এবনো-ছাবার মধ্যম শিক্ষা। ইরাক, ইরান ও হিন্দুস্থানের বিরাট দল এই মতের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছে। বাদা, গায়বাত, রাজয়াত, 'তকইয়া' তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত, এমামতের মছলার বিরোধের জন্য তাহারা ৪৫ দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগকে এমামিয়া বলা হয়।

(৩) হজরত আলির জাত খোদার বিকাশ স্থল, তিনিই উপাস্য খোদা (নাইজোবিল্লাহ)। ইহাই এবনো-ছাবার শেষ শিক্ষা, যাহারা এই মতাবলম্বন করিয়াছে, তাহাদিগকে 'গালি' বলা হয়। হাদিছ শরিফে এই গালি ফেরকাকে জিন্দিক ও মোরতাদ্দ বলা হইয়াছে। ইহারা ৩৪ দলে বিভক্ত হইয়াছে। উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, ছাহাবাগণের জামানায় হজরত আমিরের সৈনগণের মধ্যে এবনো-ছাবার ভক্তগণ তফজিলিয়া, তাবারীহিয়া ও গালি এই তিন দলের সৃষ্টি হয় ইহার পরে প্রশাখা রূপে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়া ৮০ দলে বিভক্ত হইয়াছে। মকরেজি ও শহরাস্তানি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এবনো-ছাবার শিক্ষার ফলে এই তিন দলের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাদের ভিত্তি একই ছাবাই প্রস্তরের উপর স্থাপিত হইয়াছে। শেষ দুই দলের মধ্যে অনেকটা ঘনিষ্ঠতা আছে, এমামিয়া দল গালি দলকে সুনজরে দেখিয়া থাকে— যদিও মুখে ইহা স্বীকার না করে।

সমস্ত বিচক্ষণ বিদ্বান এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, শিয়া মজহাবের মূল প্রবর্ত্তক য়িহুদী এবনো ছাবা। শিয়াদের বড় নেতা আল্লামা কাশি নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, হজরত আলির নির্দ্দেশিতঅছি ও খলিফা হওয়া এবং বড় বড় ছাহাবাকে কাফের বলা এবনো-ছাবার নিজ কল্পিত মত, ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহা কোর-আন, হাদিছ ও আহলে-বয়েতের মত নহে।

যাহারা শিয়া মজহাবের আদ্যোন্ত পাঠ করিবেন, তাহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, ইহার প্রবর্ত্তক কোন ইছলামের শত্রু ছিল যাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইছলাম ধর্মকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলা। এই মজহাবের তিনটি মত এস্থলে লিখিত হইতেছে— তদ্দারা প্রত্যেক বুদ্ধিমান উপরোক্ত কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

(১) শিয়াদের মতে চারি পাঁচজন ব্যতীত সমস্ত ছাহাবা কাফের ও বেদ্বীন হইয়া গিয়াছিলেন, উক্ত চারিজন কাফের বেদ্বীন না হইলেও মিথ্যাবাদী ছিলেন, তাহারা মিথ্যা কথাকে 'তকাইয়া' বলিয়া থাকে।

এক্ষণে চিন্তা করুন, যখন হজরতের সমস্ত ছাহাবার এই অবস্থা হইল, তখন হজরতের নবুয়ত, নবুয়তের দলীল, শিক্ষা দীক্ষার চক্ষে দেখা উপযুক্ত সাক্ষী কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? আর কোন বিষয়ে উপযুক্ত চাক্ষুশ সাক্ষী না থাকিলে উক্ত বিষয়ের উপর কোন লোকের বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। মূল মন্তব্য এই যে, হজরতের নবুয়ত ও নবুয়তের শিক্ষা দীক্ষা উভয় সন্দেহ স্থল হইয়া গেল, কোর-আন বিশ্বাসযোগ্য থাকিল না, তাঁহার মো'জেজাগুলির কোন দলিল থাকিল না, দ্বীনের কোন কথা বিশ্বাসের যোগ্য থাকিল না।

(২) শিয়াদের মতে কোর -আন শরিফে পাঁচ প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কোর-আনের অনেক আয়ত ও ছুরা বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাতে নিজ হইতে মনগড়া কথা যোগ করা হইয়াছে, আয়ত ছুরা ও শব্দ

সকল অগ্র পশ্চাৎ করা হইয়াছে, ইহাতে দ্বীনের পরিবর্ত্তে বে-দ্বীনি ও ইছলামের পরিবর্ত্তে কোফর ও এলহাদের মর্ম্ম যোগ করা হইয়াছে। যখন শিয়াদের মতে কোর-আনের এই অবস্থা হইল, তখন দ্বীনি ইছলামের কি বাকি থাকিল?

(৩) নবি (ছাঃ) এর পরে ১২ জন ইমাম হইয়াছেন, তাঁহারা হজরতের ন্যায় বেগোনাহ, তাঁহাদের আদেশ পালন করা ফরজ তাঁহাদের বোজর্গী নবি (ছাঃ) এর তুল্য, তাঁহারা ইচ্ছামত হালাল হারাম করিতে পারেন।

এক্ষণে নবি (ছাঃ) এর শেষ নবি হওয়া বাতীল হইয়া গেল, তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা সমস্ত নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

ইহাতে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, শিয়া মতের প্রবর্ত্তক আল্লাহ্‌র শত্রু, নবির শত্রু, কোর-আনের শত্রু ও ইছলামের শত্রু।

ছাহাবাগণের উচ্চ দরজার প্রমাণ

(১) কোর-আন ছুরা তওবা, ৩ রুকু—

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ لا اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ☆

"যাহারা ইমান আনিয়াছেন ও হেজরত করিয়াছেন এবং নিজেদের অর্থ ও প্রাণ দ্বারা জেহাদ করিয়াছেন, তাঁহারা আল্লাহর নিকট উচ্চ দরজা বিশিষ্ট এবং তাহারাই সফল মনোরথ হইবেন, তাঁহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে নিজের রহমত, সন্তোষ ও বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান

করিতেছেন, তাঁহাদের জন্য তথায় স্থায়ী সম্পদ আছে, তাঁহারা তথায় অনন্ত কাল স্থায়ী হইবেন।"

এই আয়তে হেজরত ও জেহাদকারি ছাহাবাগণের কত বড় দরজার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, প্রথম তিন খলিফা হজরত আবুবকর, ওমার ও ওছমান উক্ত দলের অগ্রণী ছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের দরজা প্রমাণিত হইল।

(২) ছুরা আনফাল, ১০ রুকু—

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ☆

"এবং যাহারা ইমান আনিয়াছেন ও হেজরত করিয়াছেন ও খোদার পথে জেহাদ করিয়াছেন এবং যাহারা (তাঁহাদিগকে) স্থান দিয়াছেন এবং সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারা সত্যই ইমানদার তাঁহাদের জন্য ক্ষমা ও মহৎ জীবিকা আছে।"

এই আয়তে মোহাজের ও আনছারগণের ইমানদার হওয়া প্রমাণিত হইল।

(৩) ছুরা তওবা, ১৩ রুকু—

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ☆

"মোহাজের ও আনছারদিগের মধ্যে যাহারা অগ্রগামি এবং সত্যপরায়ণতার সহিত যাহারা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন আল্লাহ

তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাঁহারা আল্লাহতায়ালার উপর সন্তুষ্ট এবং তিনি তাঁহাদের জন্য বেহেশত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, উহার নিম্নদেশ হইতে প্রস্রবণ সকল প্রবাহিত হইতেছে, তথায় তাঁহারা চিরস্থায়ী হইবেন।

যে ছাহাবাগণ হোদায়বিয়াতে বৃক্ষের নীচে বয়য়ত করিয়াছিলেন, কিম্বা উভয় কেবলার দিকে নামাজ পড়িয়া ছিলেন, অথবা বদরের যুদ্ধে যোগদান করিয়া ছিলেন, তাঁহারাই অগ্রগামী দল, আর যাহারা কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের তাবেদারি করিয়াছেন, তাঁহারাই অনুসরণকারি দল, খোদা উভয় সম্প্রদায়ের উপর রাজি, যাহারা প্রথম তিন খলিফার উপর নারাজ, তাহারা খোদার এই আয়তের মোনকের, তাহারা বেহেশতের অধিকারী নহেন।

(৪) ছুরা তওবা, ১১ রুকু—

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ؗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ☆

"কিন্তু রাছুল এবং যাহারা তাঁহাদের সঙ্গে ইমান আনিয়াছেন, নিজেদের অর্থ ও প্রাণ দ্বারা জেহাদ করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ লোক যে, তাঁহাদের জন্য কল্যাণ সকল আছে এবং তাঁহারাই মুক্তি প্রাপ্ত। আল্লাহ তাহাদের জন্য বেহেশত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, উহার নিম্নদেশে ঝরণা সকল প্রবাহিত হইতেছে, তাহারা তথায় চিরস্থায়ী হইবেন।"

(৫) ছুরা আল-এমরান, ২০ রুকু—

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ☆

"অনন্তর যাহারা হেজরত করিয়াছেন এবং নিজেদের ঘরবাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন এবং আমার পথে যাতনা প্রদত্ত হইয়াছেন ও জেহাদ করিয়াছেন ও নিহত হইয়াছেন, অবশ্য আমি তাহাদের গোনাহগুলি ক্ষমা করিব এবং তাহাদিগকে বেহেশ্‌ত সমূহে দাখিল করিব— যাহার নিম্নদেশে ঝরণা সকল প্রবাহিত হইতেছে।"

(৬) ছুরা হাদিদ, ১ম রুকু—

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ ۖ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ ۢ بَعْدُ وَ قَاتَلُوْا ۖ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ☆

"তোমাদের মধ্যে যাহারা মক্কা অধিকারের পূর্ব্বে ব্যয় করিয়াছেন এবং জেহাদ করিয়াছেন, তাঁহারা (অন্যদিগের) সমান নহেন তাঁহারা যাহারা মক্কা অধিকারের পরে ব্যয় করিয়াছেন এবং জেহাদ করিয়াছেন, তাহাদের চেয়ে উচ্চ দরজা বিশিষ্ট এবং খোদা প্রত্যেক দলের সহিত কল্যাণের ওয়াদা করিয়াছেন।"

(৭) ছুরা নেছা, ১৩ রুকু—

وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَّ رَحْمَةً ☆

"আল্লাহ যুদ্ধ বিরত লোকদিগের উপর জেহাদকারিদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন—বড় ছওয়াব, নিজের পক্ষ হইতে দরজা সকল, ক্ষমা ও রহমত (দান করিয়াছেন)।"

(৮) ছুরা হোজোরাত, ১ম রুকু—

وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ☆

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের পক্ষে ইমান প্রীতিজনক করিয়া তোমাদের অন্তরে উহা সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের পক্ষে কোফর, ফেছ্‌ক ও গোনাহ্ ঘৃণার্হ করিয়াছেন, তাঁহারাই সত্য পথগামী।"

(৯) ছুরা তহরিম, ২ রুকু—

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ ☆

"সেই দিবস আল্লাহ নবি ও তাঁহার সঙ্গে যাহারা ইমান আনিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন না। তাঁহাদের জ্যোতিঃ তাঁহাদের সম্মুখে ও ডাহিন দিকে ধাবিত হইবে।"

ছুরা ফৎহ ৩ রুকু;—

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ☆

(১০) "নিশ্চয় আল্লাহ ইমানদারদিগের উপর রাজি হইয়াছেন- যে সময় তাহার বৃক্ষের নীচে তোমার নিকট বয়য়ত করিতেছিলেন, অনন্তর তিনি তাঁহাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা জানিয়া তাহাদের উপর শান্তি নাজেল করিলেন এবং নিকটবর্ত্তী জয়লাভের বিনিময় তাহাদিগাকে প্রদান করিয়াছেন।"

উপরোক্ত আয়তগুলিতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, মোহাজের ও আনছার ছাহাবাগণ সত্যবাদী, ইমানদার, সত্যপথ প্রাপ্ত, মুক্তি প্রাপ্ত, চির বেহেশতী, খোদার সন্তোষ লাভকারী, মহা দরজা প্রাপ্ত, প্রথম তিন খলিফা এই দলের অগ্রণী ছিলেন। এক্ষণে যাহারা ছাহাবাগণকে বিশেষতঃ প্রথম তিন খলিফাকে কাফের, মোরতাদ্দ, পথভ্রষ্ট, পরের হক নষ্টকারী ইত্যাদি বলিয়া দাবি করিয়াছেন, তাহারা কোর- আনের উক্ত আয়তগুলি এনকার করিয়া ইছলাম হইতে খারিজ হইবেন কিনা, তাহা পাঠকগণের বিচার সাপেক্ষ।

(১১) ছুরা ফৎহ, ৪ রুকু —

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ☆

মোহাম্মদ আল্লাহর রাছুল, আর যাহারা তাঁহাদের সঙ্গে আছেন, তাঁহারা কাফেরগণের উপর কঠিন, নিজেরা পরস্পরে দয়াশীল, তাঁহাদিগকে তুমি রুকু ছেজদাকারী দেখিবে, তাঁহারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষ অন্বেষণ করেন।"

(১২) ছুরা আনফাল, ১০— রুকু

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْآ اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ☆

"নিশ্চয় যাহারা ইমান আনিয়াছেন, হেজরত করিয়াছেন, নিজেদের অর্থ, ও প্রাণ দ্বারা খোদার পথে জেহাদ করিয়াছেন, আর যাহারা (তাঁহাদিগকে) স্থান দিয়াছেন ও সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারা একে অন্যের বন্ধু।"

উপরোক্ত দুই আয়াতে বুঝা যায়, চারি খলিফা পরস্পর অকপট বন্ধু ছিলেন, শিয়ারা লিখিয়াছেন যে, প্রথম তিন খলিফা আহলেবয়েত ও হজরত আমিরের শত্রু ছিলেন, ইহা কোরানের উক্ত আয়তদ্বয়ের খেলাফ মত, শিয়ারা এই সম্বন্ধে যে সমস্ত রেওয়াএত পেশ করেন, সমস্তই জাল।

শিয়াদের কাফি কেতাবে লিখিত আছে—

كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ☆

"যে হাদিছটি কোরাণের মোয়াফেক না হয়, উহা মিথ্যা।"

(১৩) ছুরা হাশরের ১ম রুকুতে সত্যপথ প্রাপ্ত তিন দল লোকের বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে—

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ☆

(১) (এই অর্থে) দরিদ্র হেজরতকারীদিগের জন্য যাহারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও অর্থ সম্পদ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, আল্লাহর অনুগত্যের ও সন্তোষ অন্বেষণ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁহার রাছুলের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সত্যবাদী।

(২) ছুরা হাশরের ১ রুকু—

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ☆

(২) আর যাহা তাঁহাদের পূর্ব্বে (হেজরতের) গৃহ ও ইমান গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভালবাসেন এবং তাঁহারা যাহার প্রদত্ত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নিজেদের অন্তরে বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করেন না এবং যদিও নিজেদের মধ্যে ক্ষুধার যন্ত্রণা থাকে, তবু নিজেদের সুখশান্তি অপেক্ষা তাঁহাদের সুখশান্তি সমধিক পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি নিজের আত্মার কৃপণতা হইতে নিষ্কৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহারাই মুক্তিপ্রাপ্ত।

(৩) ছুরা হাশরের ১ রুকু—

وَ الَّذِيْنَ جَاءُ وْ مِنْ ، بَعْدِ هِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِاِ خْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَاتَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ☆

(৩) আর যাহারা তাহাদের পরে আসিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদিগকে এবং যাহারা ইমানে আমাদের অগ্রগামী হইয়াছেন তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং যাহারা ইমান আনিয়াছেন, তাহাদের হিংসা আমাদের অন্তরে স্থান দিও না, হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় তুমি মহা দয়াশীল ক্ষমাশীল।

দারকুৎনি রেওয়াএত করিয়াছেন, একদল লোক হজরত আবুবকর ওমার ও ওছমান (রাঃ) র নিন্দাবাদ করিতেছিল, ইহাতে এমাম জয়নাল আবেদীন বলিলেন, তোমরা কি ছুরা হাশরের প্রথম আয়ত অনুযায়ী মোহাজের শ্রেণীভুক্ত? তাহারা বলিল, না তৎপরে তিনি বলিলেন, তোমরা পরবর্ত্তী আয়ত অনুসারে কি আনছার সম্প্রদায়ভুক্ত? তাহারা বলিল, না। ইহাতে তিনি বলিলেন, যখন তোমরা এই দুই সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিলে, তখন আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে তোমরা পরবর্ত্তী আয়ত উল্লিখিত তৃতীয় মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় হইতে পার না।

ইহাতে বুঝা যায় যে শিয়ারা তিন খলিফার নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, কাজেই তাহারা সত্যপথ প্রাপ্ত সম্প্রদায় নহেন।

(১৪) ছুরা আল-এমরান, ১২ রুকু—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ☆

"তোমরা শ্রেষ্ঠতম উম্মত— লোকদিগের জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে, সৎ-কার্য্যর আদেশ করিয়া থাক, অসৎ কার্য্য নিষেধ করিয়া থাক এবং আল্লাহর উপর ইমান আনিয়া থাক।"

এই আয়তে বুঝা যাইতেছে যে, ছাহাবাগণ সমস্ত উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, তাঁহারা ইমানদার ছিলেন, সৎকার্য্য করিতে আদেশ করিতেন, অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ করিতেন। আবদুল্লাহ বেনে ছাবার অনুসরণকারীরা বলিয়া থাকে যে, ছাহাবাগণ মোরতাদ্দ হইয়াছিলেন, ইহাতে কোরআনের আয়ত এনকার করা হইল। ছাবাহি দল বলেন, তিন খলিফা আহলে-বয়েতের হক ও খেলাফত নষ্ট করিয়াছিলেন, যদি ইহা সত্য কথা হইত, তবে মোহাজের ও আনছারগণ নিষেধ করিতেন। যদি এই খলিফাগণ কোর-আন পরিবর্ত্তন করিতেন তবে আহলে-বয়েতগণ নিশ্চয় ইহার প্রতিবাদ করিতেন।

(১৫) ছুরা তওবা, ৬ রুকু—

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَ اَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا ☆

"যদি তোমরা উক্ত নবির সহায়তা না কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছেন, যে সময় কাফেররা তাঁহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিল, অথচ তিনি দুই ব্যক্তির দ্বিতীয় ছিলেন, যখন উভয়ে গর্ত্তের মধ্যে

ছিলেন, যখন তিনি নিজের সহচরকে বলিলেন, তুমি দুঃখিত হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন, তৎপরে আল্লাহ্ তাঁহার উপর নিজের শান্তি নাজেল করিলেন এবং তাঁহাকে এইরূপ সৈন্যদলের দ্বারা সহায়তা করিলেন যাহাদিগকে তোমরা দেখ নাই।"

এই আয়তে হজরত আবুবকরকে হজরতের সহচর ও তাঁহার শান্তি নাজেল হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মক্কায় কাফেরেরা হজরত নবি (ছাঃ) এর প্রাণ হত্যা করিতে এক মতাবলম্বী হইয়াছিল, আল্লাহতায়ালা তাঁহাদের এই দুরভিসন্ধির কথা হজরতকে অবগত করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে হেজরত করার অনুমতি দিলেন। সেই সময় হজরত আল্লাহ্তায়ালার আদেশে হজরত আবুবকর (রাঃ) কে নিজের সহচর রূপে লইয়া রওনা হন। যদি হজরত আবুবকর (রাঃ) ইমানে পরিপক্ক ও ইছলামে খাঁটি ও হজরতের জন্য অর্থ প্রাণের উৎসর্গকারি না হইতেন, তবে কি খোদা তাঁহাকে সঙ্গে লইতে আদেশ দিতেন। যদি হজরত নবি (ছাঃ) ছিদ্দিকের প্রেম ও আশক্তির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না করিতেন তবে কি এই প্রবাসে তাঁহাকে লইতেন? যদি হজরত ছিদ্দিক অর্থ ও জীবন হজরতের উপর উৎসর্গ করিতে রাজি না হইতেন তবে এইরূপ বিপদ কালে তাঁহার সঙ্গী হইতেন না এবং নিজেকে ধ্বংসে স্থলে নিক্ষেপ করিতেন না, বরং ছলনা করিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেন। তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়া মদিনা শরিফে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন, হজরতের যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং যেরূপ সহকারিতার হক আদায় করিয়াছিলেন, ইহাতে হজরতের উপর তাঁহার খাঁটি প্রেম ও নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার জ্বলন্ত নিদর্শন প্রমাণিত হয়। যদি হজরতের ছাহাবাগণের মধ্যে তাঁহার গর্ত্তের সহচর হওয়ার উপযুক্ত অন্য কেহ থাকিত, তবে হজরত (ছাঃ) তাঁহাকে এই পদে বরণ করিতেন না। ইহাতে অন্যান্য ছাহাবাগণের উপর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। যদি খোদাতায়ালা তাঁহার ছিদ্দিকিএত, সহকারিতা ও খেদমত পছন্দ না করিতেন, তবে কি জন্য এই প্রসঙ্গ বর্ণনা

করিলেন? যদি হজরত ছিদ্দিক পরিপক্ক ইমানদার না হইতেন, তবে খোদা তাঁহার উপর শান্তি নাজেল করিবেন কেন?

(১৬) ছুরা লাএল—

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۙ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۚ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ۙ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۚ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ☆

"এবং অচিরে শ্রেষ্ঠত্ব পরহেজগার ব্যক্তি উহা (দোজখ) হইতে দুরীকৃত হইবে—যিনি নিজের অর্থকে পবিত্রতা লাভ মানসে দান করেন এবং নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালকের সন্তোষ অন্বেষণ ব্যতীত তাহার নিকট কাহারও কোন নে'মত নাই যে উহার বিনিময় দেওয়া হইবে। আর অচিরে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।"

এবনোল-জওজি বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, এই আয়ত আবুবকরের সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছিল।

এবনে-আবি হাতেম ও তেবরাণি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত আবুবকর (রাঃ) এরূপ সাতজন ক্রীতদাসকে খরিদ করিয়া মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন—যাহারা ইছলাম গ্রহণের জন্য বিধর্ম্মীদিগের হস্তে নির্য্যাতিত ও প্রপীড়িত হইতেছিল, সেই জন্য খোদাতায়ালা উক্ত আয়ত নাজেল করিয়াছিলেন।

এই আয়তে বুঝা যায় যে, হজরত ছিদ্দিক উম্মতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরহেজগার, আর কোর-আন শরিফের অন্য আয়তে আছে যে, যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম পরহেজগার, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম বোজর্গ, সর্বশ্রেষ্ঠ বোজর্গ হইলে সবচেয়ে দরজায় শ্রেষ্ঠ হইবেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হজরত ছিদ্দিক এই উম্মতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোজর্গ ছিলেন।

(১৭) কোর-আন ছূরা জুমর—

وَ الَّذِیْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِہٖۤ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ☆

"এবং যে ব্যক্তি সত্য আনয়ন করিয়াছেন এবং তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন তাহারাই পরহেজ্‌গার।"

বাজ্জাজ ও এবনো আছাকের ইহার তফছিরে বর্ণনা করিয়াছেন যিনি সত্য আনিয়াছেন, তিনি মোহাম্মদ, আর যিনি তাহার সত্যতা গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আবুবকর।

ছহিহ বোখারিতে আছে—

قال النبی صلعم ان الله بعثنی الیکم فقلتم کذبت و قال ابو بکر صدقت و واسانی بنفسه و ماله فهل انتم تارکوالی صاحبی فهل انتم تارکولی صاحبی فما اوذی ابو بکر بعدها ☆

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে তোমাদের নিকট নবি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ইহাতে তোমরা বলিয়াছিলে, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। আর আবুবকর বলিয়াছিলেন, তুমি সত্য কথা বলিয়াছ। আর তিনি নিজের প্রাণ ও অর্থ দ্বারা আমার সহানুভূতি করিয়াছিলেন, তোমরা কি আমার (সেই) সহচরকে ত্যাগ করিবে? ইহার পরে আবুবকরকে কেহ কষ্ট দেয় নাই।"

ছইদ বেনে মনছুর বর্ণনা করিয়াছেন—

عن ابی وهب قال لما رجع رسول الله صلعم لیلة اسری به فکان بذی طوی قال یا جبرائیل ان قومی لا یصدقونی فقال یصدقک ابو بکر و هو الصدیق ☆

"যে সময় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মে'রাজের রাত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জি তোয়ায় উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, ইয়া জিবারাইল, নিশ্চয় আমার স্বজাতি আমার কথা সত্য জানিবে না, ইহাতে তিনি বলিলেন, আবুবকর তোমার কথা সত্য জানিবে, তিনিই ছিদ্দিক। ইহা তেবরাণি ও আওছাতে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকেম উৎকৃষ্ট ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত আএশা বলিয়াছেন, মোশরেকেরা আবুবকরের নিকট আগমন করিয়া বলিল তোমার সহচরের (হজরত মোহাম্মদের) সংবাদ শুনিয়াছ কি? তিনি বলেন যে, অদ্য রাত্রে তিনি বয়তুল-মোকাদ্দেছে নীত হইয়াছিল। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তিনি ইহা বলিয়াছেন কি? তাহারা বলিল, হ্যাঁ, আবুবকর বলিলেন, তিনি সত্য বলিয়াছেন এতদপেক্ষা অসম্ভব কথার প্রতি আমি বিশ্বাস করিয়া থাকি উহা এই যে, প্রত্যেক প্রভাত ও সন্ধ্যায় আছমানের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া থাকে। এই হেতু তিনি ছিদ্দিক নামে অভিহিত হইয়াছেন।

হাকেম বর্ণনা করিয়াছেন—

عن النزال قلنا لعلى يا امير المؤمنين اخبرنا عن ابى بكر فقال ذاك امرؤسماه الله الصديق على لسان محمد لانه خليفة رسول الله صلعم رضيه لدينا فرضينا لدنيانا اسناده جيد وصح عن حكم بن سعيد سمعت عليا يحلف لانزل الله اسم ابى بكر من السماء الصديق ☆

"নাজাল হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আমরা (হজরত) আলি (রাঃ) কে বলিলাম, হে আমিরোল মো'মেনিন, আপনি আবুবকরের সম্বন্ধে সংবাদ দিন।"

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ইনি এরূপ মানুষ যাহাকে আল্লাহ মোহাম্মদের রসনায় ছিদ্দিক নামে অভিহিত করিয়াছেন, কেননা তিনি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর খলিফা, তিনি উক্ত ছিদ্দিককে আমাদের দীনের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, কাজই আমরা আমাদের দুনইয়ার জন্য তাহাকে মনোনীত করিলাম। এই হাদিছের ছনদ উৎকৃষ্ট। হাকাম বেনে জুবৈর হইতে ছহিহ প্রমাণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি (হজরত) আলি (রাঃ) কে হলফ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয় আল্লাহ আছমান হইতে আবুবকরের নাম ছিদ্দিক নাজেল করিয়াছেন। এমামি এছনা আশারি আলি বেনে ইছা আর্দাবিলি কাশফোল গোম্মা কেতাবে লিখিয়াছেন—

سئل الامام ابو جعفر عليه السلام عن حلية السيف هل يجوز فقال نعم قد حلى ابوبكر الصديق سيفه بالفضة فقال الراوى اتقول هكذا فوثب الامام عن مكانه فقال نعم الصديق نعم الصديق نعم الصديق فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله قوله فى الدنيا و الأخرة ☆

"এমাম আবু জাফর (আঃ) তরবারি রৌপ্যজড়িত করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ইহা জায়েজ হইবে কি? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, হাঁ জায়েজ হইবে, নিশ্চয় আবুবকর ছিদ্দিক নিজের তরবারিকে রৌপ্যদ্বারা বিজড়িত করিয়াছিলেন। ইহাতে রাবি বলিলেন, আপনি কি এরূপ বলিতেছেন? ইহাতে এমাম নিজের স্থান হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিয়া বলিলেন, হাঁ তিনি ছিদ্দিক, হাঁ তিনি ছিদ্দিক, হাঁ তিনি

ছিদ্দিক, যে ব্যক্তি তাঁহাকে ছিদ্দিক না বলে, আল্লাহ্ তাহার কথাকে দুনইয়া ও আখেরাতে সত্য না করেন।"

খোদার কোরাণ ও আহলে -বয়েতের হাদিছ দ্বারা হজরত আবুবকরের ছিদ্দিক হওয়া প্রমাণিত হইল, আর কোরানের—

ছুরা নেছা ৯ রুকু—

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ☆

ইহা এই আয়ত দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, নবুয়তের পরে ছিদ্দিকিএতের দরজা, এই দরজা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি উম্মতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

(১৮) ছুরা রহমান—

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ

"এবং যে ব্যক্তি নিজের প্রতিপালকের নিকট দাঁড়ানোর ভয় করে, তাহার জন্য দুইটি বেহেশতের উদ্যান আছে।"

এবনো-আবিহাতেম 'এবনো শওজাব' হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, উপরোক্ত আয়ত আবুবকরের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার বেহেশতী হওয়ার প্রমাণ হইল।

(১৯) ছুরা আল-এমরান —

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ

"এবং তুমি কার্য্যে তাহাদের সহিত পরামর্শ কর।"

হাকেম এবনো-আব্বাছ (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, এই আয়ত আবুবকর ও ওমারের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে।

এক হাদিছে আছে, আল্লাহতায়ালা আমাকে আবুবকর এবং ওমারের সহিত পরামর্শ করিতে আদেশ দিয়াছেন।

তেরমজি আবুছইদ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন—

ان النبی صلعم قال ما من نبی الاوله وزیران من اهل السماء و وزیران من الارض فاما وزیر ای اهل السماء فجبرائیل و میکائیل و اما وزیر ای من اهل الارض فابوبکروعمر ☆

"নিশ্চয় নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক নবীর দুই জন আছমানবাসী উজির ও দুইজন জমিনবাসী উজির ছিল, আমার আছমানবাসী উজিরদ্বয় জিবারইল ও মিকাইল, আমার জমিনবাসী উজিরদ্বয় আবুবকর ও ওমার।"

(২০) ছুরা তহরিম, ১ম রুকু—

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَ جِبْرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ☆

"নিশ্চয় আল্লাহ জিবরাইল ও নেক ইমানদারগণ উক্ত নবির সহায়তাকারি।"

তেবরাণি এবনো-ওমার ও এবনো-আব্বাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, উক্ত আয়ত আবুবকর এবং ওমারের সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছিল।

এবনো-আছাকের হজরত আএশা এবং ওরওয়া হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, যে দিবস আবুবকর মুছলমান হইয়াছিলেন, তাহার নিকট ৪০ সহস্র 'দীনার' ছিল, তিনি তৎসমস্ত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন।

আহমদ আবু হোরায়রা রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, আবুবকরের অর্থ আমার যেরূপ উপকার করিয়াছে, এইরূপ

কাহারও অর্থে আমি উপকৃত হই নাই। ইহাতে আবুবকর ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, ইয়া রাছুলে খোদা আমার প্রাণ ও অর্থ আপনার জন্য। ছহিহ হাদিছে আছে, হজরত ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, এক সময় হজরত আমাদ্দিগকে দান করিতে আদেশ করিলেন, সেই সময় আমার নিকট অর্থ ছিল। আমি বলিলাম, আমি কোন দিবস আবুবকরের চেয়ে অধিক দান করিতে পারি নাই। অদ্য আমি দানে তাহার উপর জয়যুক্ত হইব। পরে আমার অর্দ্ধেক অর্থ আনিয়া উপস্থিত করিলাম, হজরত বলিলেন, তুমি পরিজনের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ত্যাগ করিয়াছ? আমি বলিলাম, অর্দ্ধেক পরিমাণ ত্যাগ করিয়াছি। তৎপরে-আবু বকর তাঁহার সমস্ত অর্থ আনিলেন, ইহাতে হজরত বলিলেন, তুমি নিজের পরিজনের জন্য কি ত্যাগ করিয়াছ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন আমি তাহাদের জন্য আল্লাহ ও রাছুলকে ত্যাগ করিয়াছি। তখন আমি বলিলাম, আমি কখনও কোন বিষয়ে তাঁহার উপর জয়যুক্ত হইতে পারিব না।

তেরমেজি ও হাকেম রেওয়াএত করিয়াছেন, জনাব রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর এবং ওমারকে দেখিয়া বলিলেন, এই উভয়ে আমার কর্ণ ও চক্ষের তুল্য।

শিয়াদের শাএখ এবনো বাবওয়াহে কুম্মি 'মায়ানিল আখবারে' লিখিয়াছেন—

عن الحسن بن علی قال قال رسول الله صلعم ان ابا بکر منی بمنز لة السمع و ان عمر منی بمنز لة البصر وان عثمان منی بمنزلة الفواد ☆

"হাছান বেনে আলি বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় আবুবকর আমার কর্ণের তুল্য, ওমার আমার চক্ষের তুল্য, এবং ওছমান আমার অন্তরের তুল্য—

(২১) ছুরা আহ্জাব, ২ রুকু—

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَ مَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ☆

"তিনি (আল্লাহ্) ও তাঁহার ফেরেশতাগণ তোমাদের উপর পূর্ণ রহমত নাজেল করেন—যেন তোমাদিগকে অন্ধকার রাশি হইতে আলোকের দিকে বাহির করিয়া লইয়া যান।"

আবদ বেনে হোমাএদ, মোজাহেদ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, যে সময় এই আয়ত নাজেল হয় নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁহার ফেরেশতাগণ নবির উপর দরুদ নাজেল করেন। হে ইমানদারগণ তোমরা তাঁহার উপর দরুদ ও ছালাম পাঠ কর।" সেই সময় হজরত আবুবকর বলিয়াছিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ্, আল্লাহতায়ালা যে কোন কল্যাণ আপনার উপর নাজেল করিয়াছেন, আমরা উহাতে শরিক হইয়াছি, (এই স্থলে তাহা হয় নাই) তখন উপরোক্ত আয়ত নাজেল হয়।

(২২) ছুরা আহকাফ, ২ রুকু—

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً لا قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَ عَلٰى وَالِدَىَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَ اَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ج اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِىْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ط وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ☆

"এবং আমি মনুষ্যকে তাহার পিতা মাতার উপর করার অঙ্গিকৃত করিয়াছি, তাহার মাতা কষ্টের সহিত তাহাকে গর্ভেধারণ করিয়াছিল এবং কষ্টের সহিত তাহাকে প্রসব করিয়াছিল। তাহার গর্ভে ধারণ করা ও দুগ্ধপান ছাড়া ৩০ মাস, এমন কি যখন সে তাহার যৌবনে উপস্থিত হইল এবং ৪০ বৎসর উপস্থিত হইল, বলিল হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমতা দাও, যেন তুমি আমার উপর ও আমার পিতার উপর তোমার যে সম্পদ প্রদান করিয়াছ তাহার কৃতজ্ঞতা সম্পাদন করিতে পারি এবং যেন এরূপ সৎকার্য্য করিতে পারি—যাহার উপর তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার এবং আমার জন্য আমার সন্তানদিগের সম্বন্ধে কল্যাণ প্রদান কর।

নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তওবা করিলাম ও নিশ্চয় আমি মুছলমানদিগের অন্তর্গত। তাহারা এরূপ লোক যে তাহারা যে কার্য্য করিয়াছেন তাহার উৎকৃষ্টগুলি তাহাদিক হইতে কবুল করি এবং তাহাদের গোনাহগুলি ক্ষমা করি, (তাহারা) বেহেশতবাসীদিগের অন্তর্গত, সত্য ওয়াদা-যাহা করা হইয়াছিল।"

এবনো-আছাকের এবনো আব্বাছ হইতে রেওয়াত করিয়াছেন, উপরোক্ত আয়তের সমস্ত কথা আবুবকরের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল।

যে ব্যক্তি এই আয়তে অনুধাবন করিবে, ইহাতে তাঁহার এত বড় প্রশংসা দেখিতে পাইবে-যাহা অন্য কোন ছাহাবার জন্য দেখিতে পাইবে না।

(২৩) ছুরা হেজর, ৪ রুকু—

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ☆

"এবং আমি তাহাদের অন্তরে যে বিদ্বেষভাব আছে তাহা বিদুরীত করিয়াছি, তাহারা ভাই ভাই, সিংহাসনগুলির উপর পরস্পর সম্মুখীন অবস্থায় থাকিবেন।"

এমাম জয়নোল আবেদীন বলিয়াছেন, এই আয়ত হজরত আবুবকর, ওমার এবং আলির সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছিল।

ইহাতে বুঝা গেল, হজরত আবুবকর, ওমার ও আলির মধ্যে কোন মনোমালিন্য ছিল না, ইহাতে শিয়াদের সমস্ত দাবি সমূহের উৎপাটিত হইল।

(২৪) ছুরা নূর, ৩ রুকু—

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ☆

"এবং তোমাদের মধ্যে বোজর্গ ও ধনী লোকেরা আত্মীয় দরিদ্র ও খোদার পথে হেজরতকারিদিগের দান (না) করার শফথ যেন না করেন, আর তাহারা ক্ষমা করেন ও দোষ ত্রুটি মার্জ্জনা করেন। তোমরা কি ভালবাসনা, যে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াশীল।"

ছহিহ বোখারিতে আছে, হজরত আবুবকর (রাঃ) তাঁহার আত্মীয় মেজতাহ বেনে আছাছার ভরণ পোষণ করিতেন, সেই মেজতাহ একজন মোনাফেকের কথায় হজরত আএশার উপর মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল। কোর-আন শরিফে হজরত আএশার নির্দ্দোষিতার কথা নাজেল হইলে, হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিয়াছিলেন, খোদার শফথ, আমি ইহার পরে আর কখন তাহার ভরণ পোষণ করিব না। সেই সময় উক্ত আয়ত নাজেল হইয়াছিল, ইহাতে হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিয়াছিলেন, হাঁ খোদার শফথ, আমি ভালবাসি যে, খোদা আমাকে ক্ষমা করেন। তৎপরে তিনি মেজতাহের ভরণ পোষণ করিতে থাকেন। ইহাতে বুঝা গেল, যে গালি শিয়ারা হজরত আএশার উপর ব্যাভিচারের অপবাদ প্রয়োগ করে,

তাহারা কাফের হইবে। আরও উক্ত আয়তে হজরত আবুবকরের মহাদরজা বিশিষ্ট হওয়া প্রমাণিত হয়।

(২৫) ছহিহ্ বোখারি—

عن ابن عمر رضى الله عنهما كنا فى زمن رسول الله صلعم لانعدل بابى بكر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبى صلعم لا نفاضل بينهم ☆

"এবনো-ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর জামানায় আবুবকরের তুল্য অন্য কাহাকেও জানিতাম না, তৎপরে ওমার তৎপরে ওছমান, অবশেষে নবি (ছাঃ) এর ছাহাবাগণকে ত্যাগ করিতাম, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতাম না।"

আবু দাউদের রেওয়াএতে আছে, আমরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর জীবদ্দশায় বলিতাম, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের মধ্যে আবুবকর শ্রেষ্ঠতম, তৎপরে ওমার, তৎপরে ওছমান। তেবরানির রেওয়াএতে আছে, ইহা জনাব রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) শ্রবণ করিয়া এনকার করেন নাই।

ছহিহ্ বোখারির রেওয়াতে আছে, মোহাম্মদ বেনেল হানিফা বলেন, আমি আমার পিতা আলি (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) এর পর কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম? তদুত্তরে তিনি বলেন, আবুবকর। তৎপরে আমি বলিলাম, ইহার পরে শ্রেষ্ঠতম কে? তিনি বলিলেন ওমার। আমি ভয় করিলাম যে, তিনি ইহার পরে ওছমানের কথা বলেন। আমি বলিলাম, তৎপরে আপনি? ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি মুছলমানগণের মধ্যে একজন মাত্র।

এবনো-আছাকের এবনে ওমার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হজরতের জীবদ্দশায় পরপর আবুবকর, ওমার ওছমান ও আলিকে শ্রেষ্ঠ জানিতাম।

(২৬) এবনো-আছাকের বর্ণনা করিয়াছেন—

قال لا يفضلنى احد على ابى بكر و عمر الا جلدته حد المفترى ☆

"হজরত আলি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আবুবকর ও ওমারের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিবে, আমি তাহার উপর মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগকারির ন্যায় কশাঘাত করিব।"

(২৭) আবদ বেনে হোমাএদ ও আবু নইম আবুদ্দারদা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন—

ما طلعت الشمس و لا غربت على احد افضل من ابى بكر الا ان يكون نبيا ☆

"নবি ব্যতীত আবুবকরের তুল্য কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর সূর্য্য উদয় ও অস্তমিত হয় নাই।"

তেবরানি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, জিবরাইল (আঃ) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, তোমার উম্মতের মধ্যে আবুবকর শ্রেষ্ঠতম।

দয়লমি বর্ণনা করিয়াছেন হজরত বলিয়াছেন, আবুবকর আমা হইতে আমি আবুবকর হইতে, আবুবকর আমার দুনইয়া ও আখেরাতের ভ্রাতা।

আবুদাউদ ও হাকেমের রেওয়াএত - হজরত বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আবুবকর প্রথমে বেহেশতে প্রবেশ করিবেন।

তেবরানির রেওয়াএত,—হজরত বলিয়াছেন, আবুবকর স্বপ্নের তাবির করিতে জানেন। তাঁহার সত্য স্বপ্ন নবুয়তের একাংশ।

(২৮) বোখারির রেওয়াএত—

قال ليس في الناس احدا من علي في نفسه و ماله من ابن ابي قحافه و لو كنت متخذا خليلا لا تخذت ابا بكر خليلا و لكن خلة الا سلام افضل ☆

হজরত বলিয়াছেন লোকদিগের মধ্যে আবুবকরের তুল্য প্রাণ ও অর্থ দ্বারা আমার সমধিক উপকারি অন্য কেহ নাই। যদি আমি (কাহাকেও) বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতাম, তবে আবুবকরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতাম, কিন্তু ইছলামের বন্ধুত্ব সমধিক শ্রেয়ঃ।

তেরমেজি ও হাকেমের রেওয়াএত, —হজরত বলিয়াছেন, আবুবকর দোজখ হইতে মুক্ত, এই হেতু তিনি ''আতিক' নামে অভিহিত।

আরও হজরত বলিয়াছেন, আবুবকর, তুমি আমার হেরা গর্ত্তের সহচর ও হাওজ কাওছরের সহচর।

তেরমেজির রেওয়াএত ঃ— হজরত বলিয়াছেন, যে কেহ আমার উপকার করিয়াছে, আমি তাহার বিনিময় প্রদান করিয়াছি, কেবল আবুবকরের উপকারের বিনিময় প্রদান করিতে পারি নাই, আল্লাহ কেয়ামতের দিবস তাহার বিনিময় প্রদান করিবেন। আবুবকরের অর্থ আমার যেরূপ উপকার করিয়াছে, অন্যের অর্থ সেইরূপ আমার উপকার করিতে পারে নাই।

আবদানে মরুজির, রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, আবুবকরের হক সম্বন্ধে আমার উপদেশ মনে

রাখিও, কেননা তিনি যত দিবস আমার সঙ্গলাভ করিয়াছেন, আমাকে অসন্তুষ্ট করেন নাই।

এবনো-আছাকেরের রেওয়াত—

হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, আবুবকরের পূর্ব্বে এই উম্মতের মধ্যে কেহ যেন নিজের আমল-নামা উঠিয়া না লয়।

তেবরাণির রেওয়াএত—

নিশ্চয় আবুবকর জমিতে ভ্রম করেন, ইহা আল্লাহ নাপছন্দ করেন

তেবরাণির রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, আমি এক পাল্লাতে স্থাপিত হইলাম, আর আমার উম্মতগণ অন্য পাল্লাতে স্থাপিত হইল ইহাতে আমি তাহাদের সমান হইলাম। তৎপরে আবুবকর এক পাল্লাতে স্থাপিত হইলেন, আর আমার উম্মতগণ অন্য পাল্লাতে স্থাপিত হইলেন ইহাতে তিনি তাহাদের সমান হইলেন।

তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে ওমার ও ওছমান এক এক পাল্লাতে স্থাপিত হইলেন, অবশিষ্ট উম্মতগণ অন্য পাল্লাতে স্থাপিত হইলেন, ইহাতে উভয়ে তাহাদের সমান হইলেন, পরে তৌলদাঁড়ি উঠাইয়া লওয়া হইল।

তেরমেজির রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ আবুবকরের উপর দয়া করুন তিনি নিজের কন্যাকে আমার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, আমাকে দারোল হেজারাতে (মদিনাতে) লইয়া গিয়াছিলেন, নিজের অর্থ দ্বারা বেলালকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, ইছলামে আবুবকরের অর্থ আমার যেরূপ উপকার সাধন করিয়াছে, এরূপ কাহারও অর্থ আমার উপকার সাধন করে নাই।

এবনো-আছাকের রেওয়াএত—

আকিল বেনে আবিতালেব ও আবুবকরের মধ্যে বচসা হইয়াছিল,

কিন্তু আবুবকর হজরতের আত্মীয়তার খাতিরে বচসা ত্যাগ করিয়া হজরতের নিকট অনুযোগ উপস্থিত করিলেন, ইহাতে হজরত দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, তোমরা কি আমার সহচরের সহিত অসদ্ব্যবহার করা ত্যাগ করিবে না। তোমাদের আর তাঁহার অবস্থা কি, তাহা কি তোমরা জাননা, তোমাদের প্রত্যেকের দ্বার দেশে অন্ধকার রহিয়াছে, পক্ষান্তরে আবুবকরের দ্বারদেশে জ্যোতিঃ রহিয়াছে। তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলে, আর আবুবকর আমাকে সত্যবাদী বলিয়াছিলেন, তোমরা আমাকে আর্থিক সাহায্য কর নাই। আর আবুবকর নিজের অর্থ আমাকে দান করিয়াছিলেন। তোমরা আমার সহায়তা ত্যাগ করিয়াছিলে, আর আবুবকর আমার সাহায্য ও সহানুভুতি এবং আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

মোছলেমের রেওয়াএত—

হজরত ছাঃ বলিলেন, অদ্য প্রভাতে কে রোজা রাখিয়াছে? আবুবকর বলিলেন আমি। হজরত বলিলেন, অদ্য জানাজার অনুসরণ কে করিয়াছেন। আবুবকর বলিলেন, আমি। হজরত বলিলেন, অদ্য দরিদ্রকে কে ভক্ষণ করাইছে? আবুবকর বলিলেন, আমি। হজরত বলিলেন, অদ্য পীড়িতের সেবাদি কে করিয়াছে? আবুবকর বলিলেন, আমি। ইহাতে হজরত বলিলেন, যে কেহ এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছে, সে ব্যক্তি বেহেশতে দাখিল হইবে।

হাছান ছনদে উল্লিখিত হইয়াছে—

হজরত বলিয়াছেন, আমি মেয়ারাজের রাত্রে যে কোন আছমানে উপস্থিত হইয়াছি, উহাতে আমার নামের পশ্চাতে আবুবকর ছিদ্দিকের নাম লিখিত দেখিয়াছি।

এবনো-আছাকেরের রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, ৩৬০ টি সৎকার্য্য আছে, উহাতে আবুবকর বলিলেন, হুজুর আমার মধ্যে উহার কোনটি আছে কি? হজরত বলিলেন,

উহার সমস্তই তোমার মধ্যে আছে। হে আবুবকর তোমার জন্য ধন্যবাদ।

এবনো-আছাকেরের রেওয়াএত—

(১) হজরত বলিয়াছেন, আবুবকরের মহব্বত ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা প্রত্যেক উম্মতের উপর ওয়াজেব।

এবনো আছাকেরের রেওয়াএত—

(২) আবুবকর ইছলামের পূর্ব্বে ও পরে কখন কবিতা বলেন নাই, তিনি ইছলামেও পূর্ব্ব জামানায় মদ্যপান করেন নাই।

আবুনঈমের রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, আমি ইছলাম সম্বন্ধে যাহাকে বলিয়াছি, সে আমার কথা অস্বীকার ও প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু আবুবকরকে যে কোন কথা বলিয়াছি, তিনি স্বীকার করিয়া উহার উপর স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। আমি যে কোন ব্যক্তিকে ইছলামের দিকে আহ্বান করিয়াছি, সে ব্যক্তি সন্দেহ চিন্তা ও বিলম্ব করিয়াছে, কিন্তু আবুবকর অবিলম্বে বিনা দ্বিধায় উহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

আবুনঈমের রেওয়াএত—

ফোরাত বেনে ছাএব বলেন, আমি ময়মুন বেনে মোহরানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নিকট আলি শ্রেষ্টতম, কিম্বা আবুবকর ও ওমার? ইহাতে তিনি কম্পিত হইলেন ও তাঁহার হস্ত হইতে যষ্টিখানা পড়িয়া গেল, তৎপরে তিনি বলিলেন আমি ধারনা করিনা যে, আমি এত দিবস জীবিত থাকিব, যখন তাঁহাদের উভয়ের তুল্য অন্য কাহাকেও বলা হইবে। খোদা তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুন, তাঁহারা ইছলামের মস্তক ছিলেন। আমি বলিলাম, আবুবকর প্রথম মুছলমান, অথবা আলি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, খোদার শফথ, যখন খ্রীষ্টান তাপস বোহাএরের নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলেন এবং খোদায়জার নিকট তাঁহার সম্বন্ধ করিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় তিনি নবি (ছাঃ) এর উপর ঈমান আনিয়া ছিলেন, পরে তিনি তাঁহাকে খোদায়জার সহিত নেকাহ দেন।

ছহিহ গ্রন্থে আছে, জএদ বেনে আরকাম বলিয়াছেন আবুবকর প্রথমেই নবি (ছাঃ) এর উপর ঈমান আনিয়াছিলেন।

তেরমেজির রেওয়াএত—

আবুবকর বলিয়াছেন, আমি কি প্রথম মুছলমান নহি?

তেবরানির রেওয়াত—

শাবি বলেন, আমি ইবনে আব্বাছকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম প্রথম মুছলমান কে ছিলেন? তিনি বলেন, আবুবকর, তুমি কি হাছানের কবিতা শুন নাই, তিনি উহাতে আবুবকরকে প্রথম মুছলমান বলিয়াছেন। এই হেতু বহু সংখ্যক ছাহাবা ও তাবেয়ি তাঁহাকে প্রথম মুছলমান বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, বরং উহার উপর মুছলমান ও বিদ্বানগণের এজমা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকেমের রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, নবী ও রাছুলগণ ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী, জমিবাসী ও আছমান বাসিদিগের মধ্যে আবুবকর ও ওমার শ্রেষ্ঠতম।

আবুনঈমের রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, যখন আমি, আবুবকর, ওমার ও ওছমান মরিয়া যাই, তখন তুমি সক্ষম হইলে, মরিয়া যাইবে।

আহমদ ও তেরমেজির রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, নবি ও রাছুলগণ ব্যতীত বেহেশতবাসী বৃদ্ধদিগের নেতা আবুবকর ও ওমার হইবেন।

তেবরানির রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, প্রত্যেক নবির খাস সহচর ছিল, আমার খাস সহচর আবুবকর ও ওমার।

বোখারির রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, আমি আবুবকর ও ওমারকে অগ্রগণ্য স্থির করি নাই, আল্লাহ ইহা স্থির করিয়াছেন।

এবনো কানেয়ের রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, তোমরা যে ব্যক্তিকে দেখিবে যে, সে আবুবকর ও ওমারের নিন্দাবাদ করিতেছে, সে ইছলাম ব্যতীত অন্য মতের আকাঙ্খা করিতেছে।

এবনো-আছাকেরের রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, চারি ব্যক্তির মহব্বত মোনাফেকের অন্তরে একত্রিত হইবে না, ইমানদার ব্যতীত কেহ তাহাদিগকে ভাল বাসিবে না। আবুবকর, ওমার ওছমান ও আলি।

তেরমেজি, হাকেম ও তেবরানির রেওয়াএত—

এক দিবস হজরত বাহির হইয়া মছজেদে দাখেল হইলেন, আবুবকর তাঁহার ডাহিন দিকে এবং ওমার তাঁহার বাম দিকে তিনি উভয়ের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, আমরা কেয়ামতের দিবস এই অবস্থায় গোর হইতে সমুত্থিত হইব।

এবনো-আছাকেরের রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, আবুবকর ও ওমারের মহব্বত ইমানের চিহ্ন ও তাঁহাদের উপর বিদ্বেষ পোষণ করা কোফরের চিহ্ন।

বোখারির রেওয়াতএত—

হজরত নবি (ছাঃ) আবুবকর, ওমার এবং ওছমান ওহোদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে পাহাড়, কম্পিত হইতে লাগিল, তখন হজরত উহার উপর পদাঘাত করিয়া বলিলেন, হে 'ওহোদ' স্থির হইয়া যাও তোমার উপর আল্লাহ্ তায়ালার একজন নবি, একজন ছিদ্দিক ও দুইজন শহিদ আছেন, ইহাতে পাহাড় স্থির হইয়া যায়।

মালাকির রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ তোমাদের উপর আবুবকর, ওমার, ওছমান ও আলির মহব্বত ফরজ করিয়াছেন, যেরূপ নামাজ রোজা, হজ্জ ও জাকাত ফরজ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাঁহাদের ফজিলত অস্বীকার করিবে, তাহার নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত কবুল হইবে না।

তেবরানি ও বাজ্জাজের রেওয়াএত—

আবুর্জর বলেন নবি (ছাঃ) ৭টি কঙ্কর হস্তে লইলেন, কঙ্করগুলি তছবিহ পড়িতে লাগিল, আমি উক্ত তছবিহের শব্দ শ্রবণ করিলাম।

তৎপরে তিনি তৎসমস্ত আবুবকরের হস্তে স্থাপন করিলেন তৎসমূদয় তছবিহ পড়িতে লাগিল। তৎপরে তিনি তৎসমস্ত ওমারের হস্তে স্থাপন করিলেন, তৎসমস্ত তছবিহ পড়িতে লাগিল। তৎপরে তিনি তৎসমস্ত ওছমানের হস্তে স্থাপন করিলেন, তৎসমুদয় তছবিহ পড়িতে লাগিল। তৎপরে তিনি তৎসমুদয় আমাদের নিকট প্রদান করিলেন, কিন্তু আমাদের কাহারও হস্তে তৎসমুদয় তছবিহ পড়িল না।

হাফেজ ওমার-বেনে মোহাম্মদের রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, আমি, আবুবকর ওমার, ওছমান, এবং আলি আদম সৃষ্টির পূর্ব্বে আরশের দক্ষিণ দিকে নুর ছিলাম, তৎপরে তিনি সৃজিত হইলে, আমরা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হইলাম, আমরা পবিত্র বংশ হইতে স্থানান্তরিত হইতে লাগিলাম, এমন কি আল্লাহ্ আমাকে আবদুল্লাহর ঔরষে, আবুবকরকে আবু কোহাফার ঔরষে, ওমারকে খাত্তাবের ঔরষে, ওছমানকে আফ্যানের ঔরষে ও আলিকে আবু তালেবের ঔরষে স্থানন্তরিত করিলেন।

তাবারির রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, জিবরাইল (আঃ) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন. যখন আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দেহে আত্মা প্রবেশ করাইয়া ছিলেন, তখন আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, আমি বেহেশতের একটি ছেব লইয়া রস বাহির করিয়া তাঁহার গলদেশে ঢালিয়া দিই, ইহাতে আমি উহার রস তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিলাম। তৎপরে খোদা প্রথম বীর্য্যবিন্দু হইতে তোমাকে দ্বিতীয় বিন্দু হইতে আবুবকরকে, তৃতীয় বিন্দু হইতে ওমারকে, চতুর্থ বিন্দু হইতে ওছমানকে ও পঞ্চম বিন্দু হইতে আলিকে সৃষ্টি করিলেন। তখন আদম বলিলেন, হে খোদা এই পঞ্চম বোজর্গ কাহারা? আল্লাহ্ বলিলেন, তোমার বংশধরগণের মধ্যে এই পাঁচ জন

বোজর্গ। তুমি সমস্ত রাছুল ও নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও এই চারিজন রাছুলগণের উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এই পাঁচজনের অছিলায় খোদা তাঁহার তওবা কবুল করেন।

আহমদ তেরমেজি এবনো মাজার এবনো-আছাকেরের তেবরানি ও ওকায়লির রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সমধিক দয়াশীল আবুবকর, আল্লাহর দ্বীনে সমধিক শক্তিশালী ওমার, সমধিক লজ্জাশীল ওছমান, সমধিক বিচারক আলি, কোরানের সমধিক ক্বারী ওবাই বেনে কা'ব, ফারাএজের সমধিক অভিজ্ঞ জায়েদ বেনে ছাবেত, হালাল ও হারামের সমধিক অভিজ্ঞ মোয়াজ বেনে জাবাল, উম্মতের বিশ্বাস ভাজন আবু ওবায়দা বেনেল জাররাহ আবুদ্দারদা আবেদ, রসনায় সমধিক সত্যবাদী আবুজর্র, আবু হোরায়রা এলমের পাত্র ও ছালমান মহা আলেম।

আহমদ, আবুদাউদ ও এবনো-মাজার রেওয়াএত—

হজরত নিম্নোক্ত দশ জনের বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়াছেন;— আবুবকর, ওমার, ওছমান, আলি, তালহা, জোবাএর, ছা'দ বেনে আবি আক্কাছ, আবদুর রহমান বেনে আওফ, ছইদ বেনে জায়েদ,ওবায়েদা (রাঃ) গণ।

(২৯) ছুরা আনফাল, ৮ রুকু—

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ☆

'হে নবি, আল্লাহ এবং ইমানদারগণের মধ্যে যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি তোমার জন্য যথেষ্ট।'

বাজ্জাজ ও হাকেমের রেওয়াএত—

এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, যে সময় (হজরত) ওমার (রাঃ) মুছলমান হন, সেই সময় মোশরেকগণ বলিয়াছিল, অদ্য মুছলমানেরা আমাদের অর্দ্ধেক হইয়াছে, সেই সময় উক্ত আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

তেরমেজি ও তেবরানির রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, হে খোদা তুমি ওমার বেনে খাত্তাব কিম্বা আবুজাহেল বেনে হেশাম এতদুভয়ের মধ্যে একজনের দ্বারা ইছলামকে গৌরবান্বিত কর।

হাকেম ও তেবরানির রেওয়াএত—

হজরত দোয়া করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ খাস ওমার বেনে খাত্তাবের দ্বারা ইছলামকে সম্মানিত কর।

এবনো মাজা ও হাকেমের রেওয়াএত—

এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, যে সময় হজরত ওমার (রাঃ) মুছলমান হন, (হজরতঃ জিবরাইল (আঃ) নাজেল হইয়া বলিলেন, হে মোহাম্মদ, ওমারের ইছলামের জন্য আছমানবাসীগণ আনন্দিত হইয়াছেন।

বোখারির রেওয়াএত—

এবনো মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে দিবস ওমার মুছমান হইয়াছিলেন, সেই দিবস হইতে আমরা গৌরবান্বিত হইয়াছিলাম।

এবনো-ছা'দের রেওয়াএত—

এবনো মছউদ বলিয়াছেন, ওমারের ইছলাম জয়। তাঁহার হেজরত সাহায্য, তাঁহার খেলাফত রহমত। ওমার মুছলমান না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা বয়তুল্লাহতে উপস্থিত হইতে পারিতাম না তিনি মুছলমান হইয়া কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, এমন কি তাহারা আর আমাদের গতি রোধ করে নাই।

আবুনঈম ও এবনো আছাকেরের রেওয়াএত—

এবনো আব্বাছ বলেন, আমি ওমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনার নাম ফারুক হইল কেন? তদুত্তরে তিনি বলেন, আমি মুছলমান হইয়া বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমরা কি সত্য পথে নহি? হজরত বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, তবে কিসের জন্য উহা গোপন করা হইবে?

তখন আমরা দুই সারি হইয়া বাহির হইলাম, এক সারিতে আমি, অন্য সারিতে হামজা। যখন আমরা মক্কা মছজেদে প্রবেশ করিলাম, কোরাএশ সম্প্রদায় আমাকে ও হামজাকে দেখিয়া মহা দুঃখিত ও শোকাকুল হইল। সেই সময় হজরত আমাকে ফারুক (সত্য ও অসত্যের মধ্যে প্রভেদকারী) নামে অভিহিত করিলেন।

এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, ওমার বেনেল খাত্তাব প্রথমে ইছলামে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

এবনো ছা'দ ও হাকেমের রেওয়াএত—

হোজায়ফা বলিয়াছেন, যখন ওমার, মুছলমান হইয়াছিলেন, তখন ইছলাম অগ্রগামী ব্যক্তির ন্যায় ছিল, উহার শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে ছিল। আর ওমার শহীদ হইলে, ইছলাম পশ্চাদগামী ব্যক্তির ন্যায় হইয়াছিল, ক্রমশঃ দুরে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

এবনো ছা'দের রেওয়াএত—

ছোহাএব বলিয়াছেন, যে সময় ওমার মুছলমান হইয়াছিলেন ইছলাম প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তিনি প্রকাশ্যভাবে লোকদিগকে উহার দিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আমরা কাবা গৃহের চারিদিকের চক্রাকারে উপবেশন করিতাম, উহার তওয়াফ করিতাম এবং আমরা অৰ্দ্ধেক হইলাম। যে কেহ আমাদিগকে কর্কশ ভাষা বলিত, আমরা উহার কতকাংশের প্রতিবাদ করিতাম।

এবনো-আছকেরের রেওয়াএত—

(হজরত) আলি বলিয়াছেন, গোপন ভাব ব্যতীত হেজরত করিতে কাহাকেও জানিনা, কিন্তু যখন ওমার বেনে খাত্তাব হেজরত করার ইচ্ছা করেন, গলদেশে তরবারি বন্ধন করিয়া তির ধনুক হস্তে ধারণ করিয়া কা'বার নিকট উপস্থিত হইলেন, কোরাএশের নেতাগণ উহার বারান্দাতে ছিলেন।

তৎপরে তিনি সাতবার কাবাগৃহ তওয়াফ করেন, মাকামে এবরাহিমের পশ্চাতে দুই রাকায়াত নামাজ পড়েন, তৎপরে তিনি এক এক করিয়া প্রত্যেক চক্রে আসিয়া বলিলেন, চক্ষুগুলি জ্যোতিহীন হউক। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, তাহার মাতা তাহার উপর ক্রন্দন করে, নিজের সন্তানকে পিতৃহীন করে এবং স্ত্রীকে বিধবা করে, সে যেন এই ময়দানের পশ্চাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করে। তৎপরে তাহাদের কেহ তাঁহার পশ্চাধ্বাবিত হয় নাই।

(৩০) বোখারি ও মোছলেমের রেওয়াএত—

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি নিদ্রিত অবস্থায় নিজেকে বেহেশতের মধ্যে দেখিলাম, হঠাৎ একটি স্ত্রীলোককে অট্টালিকার এক দিকে অজু করিতে দেখিয়া আমি বলিলাম, এই অট্টালিকাটি কাঁহার? তাহার উত্তরে বলিলেন ইহা ওমারের অট্টালিকা।"

(৩১) ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের রেওয়াত—

قال بين انا نائم شربت يعنى اللبن حتى انظر الى الرى يجرى فى اظفارى ثم ناولته عمر قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আমি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম, এমতাবস্থায় দুগ্ধপান করিলাম, এমনকি দেখিতে পাইলাম যে, স্নিগ্ধত্ব আমার নখ সমূহে প্রবাহিত হইতেছে, তৎপরে আমি উহা ওমারকে দিলাম, ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, ইহার কি মর্ম্ম উদঘাটন করিলেন? তিনি বলিলেন, এলম।"

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত নবি (ছাঃ) এর এলমেলাদুন্নির বৃহৎ অংশ হজরত ওমার (রাঃ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৩২) বোখারি, মোছলেম, তেরমেজি ও নাছায়ির রেওয়াএত—

يقول بينا انا نائم رأيت الناس عرضوا على و عليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدى و منها ما يبلغ دون ذلك و عرض على عمر وعليه قميص يجره قالوا فما اولته يا رسول الله قال الدين☆

হজরত বলিয়াছেন, আমি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম, এমতাবস্থায় লোকদিগকে আমার নিকট উপস্থিত করা হইল, তাহাদের পরিধেয়, পিরহান ছিল, তন্মধ্যে কোন পিরহানটি স্তন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, তন্মধ্যে কোন পিরহানটি উহার নিচে পৌঁছিয়াছিল। ওমারকে আমার নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাঁহার পরিধেয় এরূপ লম্বা পিরহান ছিল যে তিনি উহা টানিয়া লইতেছিলেন। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আপনি এই স্বপ্নের কি তা'বির করিলেন? হজরত বলিলেন, দ্বীন।"

পীর এবনো আবি জামরা বলিয়াছেন, এই হাদিছে যে লোকদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার অর্থ এই উম্মতের ইমানদারগণ। দ্বীনের অর্থ এই উম্মতের ইমানদারগণ। দ্বীনের অর্থ আল্লাহর রাছুলের আদেশ পালন করা ও নিষিদ্ধ বিষয় হইতে বিরত থাকা। ওমারের এই সম্বন্ধে উচ্চ দরজা ছিল।

(৩৩) ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের রেওয়াএত—

قال رسول الله صلعم يا ابن الخطاب و الذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, হে (ওমার) এবনোল খাত্তাব, যাহার আয়ত্বাধীনে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শফথ, শয়তান কখন তোমাকে কোন পথে গমন করিতে দেখিলে, সে তোমার পথ ত্যাগ করতঃ অন্য পথ দিয়া গমন করে।"

(৩৪) বোখারি, মোছলেম, তেরমেজি ও নাছায়ির রেওয়াএত—

قال لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون فان يكن

في امتي احد فانه عمر ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমাদের পূর্ব্বকার উম্মতগুলির মধ্যে কতকগুলি এলহাম প্রাপ্ত লোক ছিল, যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেহ হয়, তবে নিশ্চয় সে ব্যক্তি ওমার হইবে।"

(৩৫) আহমদ, তেরমেজি, আবুদাউদ ও হাকেমের রেওয়াএত—

ان اللّه تعالى جعل الحق على لسان عمر و قلبه قال ابن

عمر و ما نزل بالناس امرقط فقالوا و قال الا انزل القران على

نحو ما قال عمر ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা ওমারের রসনায় ও অন্তরে সত্য কথা স্থাপন করিয়াছেন। এবনো-ওমার বলিয়াছেন, যে কোন ঘটনা যখন লোকদিগের মধ্যে উপস্থিত হয়, তৎপরে লোকেরা (উহাতে) মত প্রকাশ করেন এবং ওমার (উহাতে) মত প্রকাশ করেন, ইহাতে ওমারের মতের ন্যায় কোর-আন নাজিল করা হয়।"

(৩৬) আহমদ, তেরমেজি ও হাকেমের রেওয়াএত—

لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যদি আমার পরে কোন নবি হইত তবে ওমার বেনেল খাত্তাব নবী হইতেন।"

(৩৭) তেরমেজির রেওয়াএত—

انى لا نظر الى شياطين الجن و الانس قد فروا من عمر ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমি জেন ও মনুষ্য শতানদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি যে, তাহারা ওমারকে দেখিয়া পলায়ন করিয়া থাকে।"

(৩৮) এবনো-মাজা ও হাকেমের রেওয়াএত—

اول من - سلم عليه ☆

"হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতে আল্লাহ প্রথমে ওমারকে ছালাম করিবেন।"

(৩৯) এবনো মনির রেওয়াএত—

كنا اصحاب محمد لا نشك ان السكينة تنطق على

لسان عمر ☆

"হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা হজরতের ছাহাবাগণ সন্দেহ করিতাম না যে, 'ছকিনা' ওমারের রসনায় কথা বলে।"

(৪০) তেবরানির রেওয়াএত—

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ওমারের সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করে, সে ব্যক্তি আমার সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করিল। যে ব্যক্তি ওমারকে ভালবাসিল সে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসিল। নিশ্চয় আল্লাহ সাধারণ ভাবে আরফার সন্ধ্যায় হাজিদিগের গৌরব প্রকাশ করেন, এবং বিশেষতঃ ওমারের

গৌরব করেন। আল্লাহ যে কোন নবীকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার উম্মতে এলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তি হইয়াছিল, যদি আমার উম্মতের কেহ এলহাম প্রাপ্ত হয়, তবে তিনি ওমার হইবে। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, এলহাম প্রাপ্ত কিরূপ? হজরত বলিলেন, ফেরেশতাগণ তাঁহার রসনায় কথা বলেন।"

(৪১) তেবরানির রেওয়াএত—

শয়তান ওমারের মুছলমান হওয়ার পরে যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, অধোমুখে পতিত হইয়াছে।"

(৪২) এবনো আছাকেরের ও এবনো আদীর রেওয়াএত—

"আছমানে যে ফেরেশতা আছেন ওমারকে সম্মান করিয়া থাকেন। জমিনে যে কোন শয়তান আছে, তাঁহাকে দেখিয়া পলায়ন করে।"

(৪৩) তেবরানি ও এবনো আদীর রেওয়াএত—

قال عمر معی و انا مع عمر و الحق بعدی مع عمر حیث کان ☆

"হজরত বলিয়াছেন, ওমার আমার সহিত, আর আমি ওমারে সহিত আমার পরে সত্য ওমারের সহিত থাকিবে— যেখানে তিনি থাকুন না কেন।"

(৪৪) বাজ্জাজ, আবুনঈম ও এবনো আছাকেরের রেওয়াএত—

قال عمر سراج اهل الجنة ☆

হজরত বলিয়াছেন, ওমার বেহেশতবাসীদিগের প্রদীপ।"

(৪৫) বাজ্জাজের রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন, ইনি ফাছাদ ও অশান্তির রোধকারী এবং ওমারের দিকে হস্তের দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন, যত দিবস এই ওমার তোমাদের মধ্যে জীবিত থাকেন, তোমাদের মধ্যে ও ফাছাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ একটি দ্বার থাকিবে।"

(৪৬) তেবরানির রেওয়াএত—

হজরতের উক্তি,—জিবরাইল (আঃ) আমাকে বলিয়াছেন, ওমারের মৃত্যুতে ইছলাম ক্রন্দন করুক।

তেবরানির রেওয়াত—

হজরত বলিয়াছেন, যখন ওমার এন্তেকাল করেন, তখন তুমি যদি পার তবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর।

তেবরানির ও নওয়াদেরোল-অছুলের রেওয়াএত—

জিবরাইল (আঃ) নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ওমারকে ছালাম বল এবং তাঁহাকে সংবাদ দাও, তাঁহার ক্রোধ সম্মান ও তাঁহার সন্তোষ হুকুম।

আহমদ ও এবনো মাজার রেওয়াএত—

হজরত নবি (ছাঃ) ওমারকে বলিয়াছিলেন, হে আমার ভ্রাতা, তুমি নেক দোওয়াতে আমাকে শরিক করিও এবং আমাকে ভুলিও না।

(৪৭) ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের রেওয়াএত—

হজরত ওমার বলিয়াছেন, আমি তিনটি বিষয়ে আমার প্রতিপালক খোদার অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছি।

(১) আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, যদি আমরা মাকামে এবরাহিমকে নামাজ গাহ স্থির করিতাম, তবে ভাল হইত। সেই সময় এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

ছুরা বাকারাহ ১৫ রুকু;—

وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى

"এবং তোমরা মাকামে, এবরাহিমকে নামাজগাহ স্থির কর।"

(২) আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, নেককার ও বদকার লোক আপনার বিবিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে, যদি আপনি তাহাদিগকে পরদাতে থাকার আদেশ করিতেন, তবে ভাল হইত সেই সময় পর্দ্দার আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

(৩) হজরতের বিবিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া খোরপোশ ইত্যাদির দাবি করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতেছিল, সেই সময় আমি বলিয়াছিলাম, যদি হজরত তোমাদিগকে তালাক দেন, তবে অচিরে তাঁহার প্রতিপালক তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবিগণকে তাঁহার জন্য পরিবর্তন করিয়া দিবেন, সেই সময় ছুরা তহরিমের অবিকল উপরোক্ত প্রকার আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

(৪৮) আনফাল, ৯ রুকু—

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ط تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا صلے وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

"নবির জন্য উচিত হয় নাই যে, তাঁহার জন্য বন্দী সকল হয়, যতক্ষণ (না) তিনি জমিতে বেশী রক্তপাত করেন। তোমরা দুনইয়ার স্বার্থ চাহিতেছ, আর আল্লাহ্ আখেরাত চান, আর আল্লাহ্ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। যদি আল্লাহ্ হইতে প্রথমে লিখিত না হইত (যে বদরের যুদ্ধে যোগদানকারিদিগকে আজাব দেওয়া হইবে না) তবে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ, উহাতে তোমাদিগের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি উপস্থিত হইত।"

বদরের যুদ্ধে ৭০ জন মোশরেক মুছলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল, হজরত নবি (ছাঃ) সঙ্গিদিগের নিকট এই সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ ইহারা আপনাদের উপর অসত্যারোপ করিয়াছে এবং আপনাকে দেশ হইতে বিতড়িত করিয়াছে, এই হেতু ইহাদিগকে হত্যা করা আবশ্যক। আলি (রাঃ)

কে বলুন, তিনি আকিলকে হত্যা করুন, আমাকে বলুন আমি অমুককে হত্যা করি, এই সমস্ত কোরায়েশদিগের নেতা। হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাছুলে খোদা ইহারা আপনার আত্মীয়, কিছু কিছু প্রাণ বিনিময় টাকা কড়ি লইয়া ইহাদিগকে মুক্তি দিন। হজরত তাহাই করিলেন, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল, হজরত বলিলেন, যদি আছমান হইতে আজাব নাজেল হইত, তবে ওমার ও ছা'দ বেনে মোয়াজ ব্যতীত কেহনিষ্কৃতি পাইত না। ইহা ছুন্নিদিগের তফছিরে বরং শিয়াদের খোলাছাতোল- মানহাজে কাশানি ও মাজমায়োল বাইয়ানে তেবরাছিতে লিখিত আছে।

(৪৯) ছহিহ বোখারিতে আছে—

"যে সময় আবদুল্লাহ বেনে ওবাই মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহার জানাজার জন্য হজরত নবি (ছাঃ) কে আহ্বান করা হয়, ইহাতে তিনি দণ্ডায়মান হইলেন তখন হজরত ওমার তাঁহার বুকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন ইয়া রাছুলুল্লাহ, আপনি খোদার শত্রু এবনো ওবাইর জানাজা পড়িবেন? সে অমুক অমুক দিবস এইরূপ কথা বলিয়াছিল। খোদার শফথ, অল্প সময়ের মধ্যে এই আয়ত নাজিল হয়।

(৫০) "এবং তুমি উক্ত মোনাফেক দিগের মধ্যে কেহ মরিয়া গেলে, কখন তাহার জানাজা পড়িও না।"

(৫১) আবুদাউদ, তেরমেজি ও নাছায়ির রেওয়াএত—

হজরত ওমার বলিয়াছিলেন, হে খোদা, আমাদের জন্য মদ সম্বন্ধে শান্তিদায়ক বিবরণ প্রকাশ কর, সেই সময় আল্লাহ উহা হারাম হওয়ার আয়ত নাজেল করেন।

(৫২) তেরবাণির রেওয়াএত;—

এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) একদল মোনাফেকের জন্য খোদার নিকট অধিক পরিমাণ ক্ষমা চাহিতেছিলেন,

সেই সময় হজরত ওমার বলিয়াছিলেন, আপনি তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহেন, আর না চাহেন, খোদা তাহাদিগকে কখন ক্ষমা করিবেন না, সেই সময় ছুরা মোনাফেকুনে অবিকল ঐরূপ আয়ত নাজেল হয়।

(৫৩) যে সময় নবি (ছাঃ) হজরত আএশার উপর যে ব্যভিচারের অপবাদ প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ছাহাবাগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, সেই সময় হজরত ওমার বলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, কোন্ ব্যক্তি আএশার সঙ্গে আপনার বিবাহ দিয়াছিলেন? হজরত বলিয়াছিলেন, আল্লাহ। তখন ওমার বলেন, আপনি কি ধারণা করেন যে, খোদা এসম্বন্ধে আপনাকে ধোকা দিয়াছেন? খোদা পবিত্র, ইহা মহা অপবাদ। তখন তাঁহার পাকি সংক্রান্ত আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

(৫৪) এবনো আবি হাতেমের রেওয়াএত—

একজন য়িহুদী হজরত ওমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিল, যে জিবরাইল তোমাদের সহচর (হজরত) মোহাম্মদের আলোচনা করেন, তিনি আমাদের শত্রু, ইহাতে হজরত ওমার বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার রাছুলগণ, জিবরাইল ও মিকাইলের শত্রু, নিশ্চয় খোদা এইরূপ কাফেরদিগের শত্রু। সেই সময় অবিকল এইরূপ আয়ত নাজেল হয়।

(৫৫) হজরত বদরের যুদ্ধের সম্বন্ধে ছাহাবাগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, ইহাতে হজরত ওমার যুদ্ধে গমন করিতে পরামর্শ দেন, সেই সময় ছুরা আনফালের প্রথম রুকুর এই আয়ত নাজেল করেন—

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ص وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۙ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُوْنَ ط

"যেরূপ তোমার প্রতিপালক তোমার ঘর হইতে তোমাকে সত্যের সহিত বাহির করিয়াছেন, আর নিশ্চয় একদল ইমানদার নারাজি প্রকাশ করিতেছে। সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরে তৎসম্বন্ধে তাহারা তোমার সহিত কলহ করিতেছে, যেরূপ তাহারা মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করা হইতেছে, অথচ তাহারা নিরিক্ষণ করিতেছে।

(৫৬) এবনো আবিহাতেমের রেওয়াএত—

যখন এই আয়ত নাজেল হয় —

ছুরা মোজাম্মেল ১ম রুকু—

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ ع

"এবং নিশ্চয় আমি মনুষ্যকে দুর্গন্ধময় কর্দ্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।"

সেই সময় হজরত ওমার বলিয়াছিলেন—

فتبارك الله احسن الخالقين ☆

"সৃষ্টিকর্ত্তাদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আল্লাহ্ বরকত বিশিষ্ট।" তৎক্ষণাৎ এইরূপ আয়ত নাজেল হয়।

(৫৭) হজরত ওমার নিদ্রিত ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার ক্রীত দাস তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন, হে খোদা, বিনা অনুমতি প্রবেশ করা হারাম করিয়া দাও। তৎক্ষণাৎ ছুরা নুরের ৪র্থ আয়তের অনুমতি লওয়ার আয়ত নাজিল হয়।

(৫৮) এবনো হাতেমের রেওয়াএত—

দুইটি লোক হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট কোন বিচার মীমাংসার জন্য গিয়াছিল, তিনি ইহার মীমাংসা করিয়া দেন। যে ব্যক্তির বিপক্ষে মীমাংসা করা হইয়াছিল, সে বলিল, আমাদিগকে ওমার বেনে খাত্তাবের নিকট লইয়া চল। ইহাতে উভয়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, এক ব্যক্তি বলিল, রাছুলুল্লাহ

(ছাঃ) ইহার বিপক্ষে আমার ডিগ্রি দিয়াছেন, ইহাতে ঐ ব্যক্তি বলিল, আমাদিগকে (পুনঃ বিচারের জন্য) ওমারে নিকট লইয়া চল। হজরত ওমার বলিলেন এই ঘটনা সত্য কি? সে বলিল, হাঁ।

হজরত ওমার বলিলেন, তোমরা নিজেদের স্থানে স্থির থাক যতক্ষণ না আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত হই। তিনি তরবারি সহ উভয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া যে ব্যক্তি বলিয়াছিল, তুমি আমাদিগকে ওমারের নিকট লইয়া চল, তরবারির আঘাতে তাহাকে হত্যা করিলেন, দ্বিতীয় লোকটি পলায়ণ করিয়া হজরত (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, খোদার শফথ, ওমার আমার সহচরকে হত্যা করিয়াছে। ইহাতে হজরত বলিলেন, আমি ধারণা করি না যে, ওমার একজন ইমানদারকে হত্যা করিতে সাহসী হইবে। তখন এই আয়ত নাজিল হয়—

ছুরা নেছা ৯ রুকু—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"তোমার প্রতিপালকের শফথ, তাহারা ইমানদার হইবেনা যতক্ষণ (না) তোমাদের মধ্যে যে ঘটনা সংঘটিত হয়, উহাতে তোমাকে হাকেম স্থির করে, তৎপরে তুমি বিচার ব্যবস্থা করিয়াছ, তৎসম্বন্ধে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধাবোধ না করে এবং (উহা) মান্য করিয়া লয়।"

তখন হজরত সেই ব্যক্তির রক্তপাত বাতীল করিয়া দেন এবং ওমার উক্ত রক্তপাত হইতে নিষ্কৃতি পান।

হজরত ওমারের কারামত

(৫৯) আবু নঈমের রেওয়াএত—

হজরত ওমার জুমার দিবস খোৎবা পড়িতেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি দুইবার কিম্বা তিন বার বলিলেন, হে ছারিয়া, পাহাড়, পাহাড়, তিনি

ছারিয়াকে আজমদেশের নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন। শ্রোতারা ধারণা করিল, হজরত ওমার উম্মাদ হইয়াছেন। আবদুর রহমান বেনে আওফ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত কথা বলার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, খোদার কছম, ইহা স্বেচ্ছায় বলিলাম, আমি তাহাদিগকে এক পাহাড়ের নিকট যুদ্ধ করিতে দেখিলাম, শত্রুরা তাহাদের সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করিতেছে, ইহাতে আমি অনিচ্ছায় বলিয়া ফেলিলাম, হে ছারিয়া, পাহাড় যেন তাহারা পাহাড়ের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। এক মাসের পরে ছারিয়ার পত্রবাহক এই মর্ম্মের এক খানা পত্র লইয়া আসিল, শত্রুরা জুমার দিবস আমাদের সম্মুখীন হইল, আমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলাম, জুমার সময় একজন ঘোষণা কারিকে দুইবার ঘোষণা করিতে শুনিলাম, হে ছারিয়া পাহাড় পাহাড় তখন আমরা পাহাড়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শত্রুদের উপর পরাক্রান্ত হইলাম, এমন কি আল্লাহ তাহাদিগকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিলেন।

(৬০) মালেকের রেওয়াএত—

হজরত ওমার একজন লোককে বলিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, জামরা (অগ্নিস্ফুলিঙ্গ), হজরত ওমার বলিলেন, তুমি কাহার পুত্র, সে বলিল, এবনো-শেহাবের (শেহাব শব্দের অর্থ উল্‌কাপিণ্ড)। তিনি বলিলেন, তুমি কোন স্থানের অধিবাসী? সে বলিল, হারাকার (হারাকা শব্দের অর্থ প্রজ্বলিত হওয়া) তিনি বলিলেন, কোন এলাকায়? সে বলিল, জাতেলাজার অধীন (লাজার অর্থ অগ্নি) ইহাতে তিনি বলিলেন, তুমি পরিজনের নিকট গমন কর, নিশ্চয় তাহারা দগ্ধীভূত হইয়া গিয়াছে, সে নিজের পরিজনের নিকট গিয়া দেখিল, তাহারা দগ্ধীভূত হইয়া গিয়াছে।

(৬১) আবু শায়খের রেওয়াএত—

মিশর দেশ অধিকৃত হইলে, হজরত আমর বেনেল আ'ছ তথায় উপস্থিত হইলেন, তথাকার অধিবাসীগণ বলিলেন, হে আমর, আমাদের নীল নদীর একটি প্রথা আছে, তদ্ব্যতীত উহার পানি প্লাবিত হয় না। তিনি

বলিলেন, উহা কি? তাহারা বলিল, উহা এই যে, এই মাসের ১১ই দিবসে একটি কুমারী বালিকাকে তাহার পিতা মাতার নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া তাহাকে উপযুক্ত বেশ ভুষায় সজ্জিত করিয়া উক্ত নদীতে নিক্ষেপ করি, ইহাতে উহার পানি উথলিয়া উঠিয়া উভয় তীরদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলে। তৎশ্রবণে হজরত ওমার বেনেল আছ বলিলেন, ইছলামে ইহা হইতে পারে না। আর ইছলাম পূর্ব্ব প্রথা ধ্বংস করিয়া থাকে। তাহারা এই অবস্থায় থাকিলেন, কিন্তু নীল নদী একেবারে প্রবাহিত হইল না, এমন কি তাহারা দেশত্যাগ করার সঙ্কল্প করিলেন। হজরত আমর বেনেল আছ ইহা দর্শন করিয়া হজরত ওমার বেনেল খাত্তাবের নিকট পত্রদ্বারা এই ঘটনা জানাইলেন। ইহাতে তিনি তাঁহাকে লিখিলেন, আপনি যাহা করিয়াছেন, সত্য কার্য্য করিয়াছেন, ইছলাম পূর্ব্বকার প্রথা বাতীল করিয়া থাকে। তিনি পত্রের মধ্যে একখানা কাগজ পাঠাইলেন, এবং হজরত আমরকে লিখিয়া জানাইলেন, আমি আপনার নিকট পত্রের মধ্যে এক খানা কাগজ পাঠাইলাম, উহা নদীতে নিক্ষেপ করিবেন। তাঁহার নিকট উক্ত পত্র খানা পৌঁছিলে, তিনি কাগজ খানা খুলিয়া দেখিলেন, উহাতে লিখিত আছে, "আল্লাহর বান্দা আমিরোল-মো'মিনন ওমার মিশরের নীল নদীর নিকট, পরে তুমি যদি নিজ হইতে প্রবাহিত হইয়া থাক, তবে প্রবাহিত হইওনা। আর যদি আল্লাহ তোমাকে প্রবাহিত করিয়া থাকেন, তবে পরাক্রান্ত অদ্বিতীয় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি তোমাকে প্রবাহিত করেন। তৎপরে তিনি উক্ত কাগজ খানা ক্রুশের দিবসের এক দিবস পূর্ব্বে নীল নদীতে নিক্ষেপ করেন, তৎপরে তাহারা প্রভাতে দেখিলেন, আল্লাহতায়ালা এক রাত্রে ১৭ হাত পানি বৃদ্ধি করিয়া দিয়া নদীর উভয় পার্শ্ব প্লাবিত করিয়াদিয়াছেন, সেই হইতে আল্লাহ মিশরবাসিদিগের সেই কুপ্রথা বিদূরীত করিয়া দিয়াছেন।

(৬২) এবনো-আছাকেরের রেওয়াএত—

হজরত হোছাএন বলিয়াছেন, জাল হাদিছ চিনিবার শক্তি কাহারও থাকিলে, হজরত ওমার বেনেল খাত্তাবের ছিল।

তারেক বেনে শেহাব বলিয়াছেন, যদি কেহ জাল হাদিছ হজরত ওমারের নিকট প্রকাশ করিত, তখন তিনি বলিতেন ইহাকে বন্দী কর। ইহাতে সে জাল হাদিছ রচনা করার কথা স্বীকার করিত।

হজরত ওমারের চরিত্র

(৬৩) এবনো-ছাদের বর্ণনা—

আহ্নেফ বেনে কয়েছ বলিয়াছেন, আমরা হজরত ওমারের দ্বারে উপবিষ্ট ছিলাম, এমতাবস্থায় একটি দাসী গমন করিল। লোকেরা বলিল, এইটি আমিরোল-মো'মেনিনের দাসী। ইহাতে তিনি বলিলেন, ইহা আমিরোল-মো'মেনিনের দাসী নহে, ইহা তাঁহার জন্য হালাল নহে, ইহা বয়তুল-মালের সম্পদ। আমরা বলিলাম, আল্লাহর সম্পদ হইতে তাঁহার জন্য কি পরিমাণ হালাল হইবে? ইহাতে তিনি বলিলেন, আল্লাহর সম্পত্তি হইতে ওমারের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত হালাল নহে। শীত ও গ্রীষ্মের দুইখানা চাদর, হজ্জ ও ওমরার পাথেয়, আমার খোরাক ও আমার পরিজনের খোরাক—ধনী নহে, দরিদ্র নহে, এইরূপ মধ্যম ধরণের একজন কোরায়েশ ব্যক্তির পরিমাণ। তৎপরে আমি একজন মুছলমান।

এবনো-ছাদ ও ছইদ বেনে মনছুরের বর্ণনা—

হজরত ওমার বলিয়াছেন, আমি বয়তুল-মাল সম্বন্ধে নিজেকে একজন এতিমের ওলির ন্যায় ধারণা করি, যদি আমি অবস্থাপন্ন হই, তবে অর্থ হইতে পরহেজ করিয়া থাকি। আর যদি অবস্থাহীন হই, তবে সঙ্গত ভাবে উহা ভক্ষণ করি, তৎপরে অবস্থাপন্ন হইলে উহা পরিশোধ করিয়া থাকি। এক সময় তিনি ঔষধের জন্য মধুর আবশ্যকতা অনুভব করেন, বয়তুল-মালে একটি মধুপাত্র ছিল, তখন তিনি বলিলেন, যদি আপনারা আমাকে অনুমতি প্রদান করেন, তবে আমি উহা ব্যবহার করিতে পারি, নচেৎ উহা আমার জন্য হারাম। ইহাতে লোকেরা তাঁহাকে উহা লইতে অনুমতি দেন। অনেক দিবস পর্য্যন্ত তিনি বয়তুল-মালের কিছু ভক্ষণ করিতেন না, এমন কি খুধায় আধিক্যে কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলেন তৎপরে

তিনি ছাহাবাগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, এই বয়তুল মাল সংগ্রহে ও তত্ত্বাবধানে নিজেকে সংলিপ্ত রাখিয়াছি, উহা হইতে কি পরিমাণ গ্রহণ করা আমার পক্ষে দোরস্ত হইবে। তদুত্তরে হজরত আলি (রাঃ) বলিলেন, দিবস ও রাত্রি এই দুই সময়ের খোরাক পরিমাণ। হজরত ওমার তাহাই লইতেন।

তাঁহার হজ্জের সম্পূর্ণ ব্যয়ের পরিমাণ ১৬ দীনার ছিল, ইহা সত্ত্বেও তিনি বলিতেন, আমি এই তহবিলের অর্থ অতিরিক্ত পরিমাণ ব্যয় করিয়াছি। সেই সময় হাফছা, আবদুল্লাহ প্রভৃতি বলিলেন, যদি আপনি পুষ্টিকর বস্তু (সুখাদ্য) খাইতেন, তবে ইহা সত্য প্রচারে আপনাকে সমধিক শক্তিশালী করিত। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, আপনাদের সকলের কি এই মত? তাঁহারা বলিলেন, হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, আপনাদের উপদেশ অবগত হইলাম, কিন্তু আমি আমার দুই সহচর (হজরত নবি ছঃ) ও হজরত ছিদ্দিক কে একই পথে চলিতে দেখিয়াছি, যদি আমি তাহাদের পথ ত্যাগ করি, তবে আমি আখেরাতে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারিব না।

এক বৎসর লোকদের উপর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সেই বৎসর তিনি ঘৃত ও পুষ্টিকর বস্তু আহার করেন নাই।

দ্বিতীয়বার একজন লোক তাঁহার খাদ্য সামগ্রী সম্বন্ধে আলোচনা করেন, ইহাতে তিনি বলেন, ধিক তোমার উপর আমি দুনইয়াতে সুখাদ্য ভক্ষণ করিব এবং তদ্বারা সুখ সম্ভোগ করিব?

তাঁহার পুত্র আছেম গোস্ত ভক্ষণ করিতেছিল, ইহাতে তিনি তাহাকে বলিলেন, মনুষ্যের অপব্যয়ী হওয়ার ইহার ইহা যথেষ্ট লক্ষণ যে, সে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই ভক্ষণ করে।

তিনি খলিফা অবস্থায় একটি পশমী জোব্বা ব্যবহার করিতেন, উহার কোন কোন স্থলে চর্ম্ম দ্বারা তালি দেওয়া ছিল। আনাছ বলেন, আমি হজরত ওমারের স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যদেশে তাঁহার পিরহানে চারিটি তালি দেখিয়া ছিলাম। আবু ওছমান ফিহরি বলেন, আমি ওমারের তহবন্দে চামড়ার তালি

দেখিয়াছিলাম। যখন তিনি হজ্জ্ব করেন, তখন নিজের চাদরের কিম্বা বৃক্ষের উপর স্থাপিত চামড়ার নীচেব্যতীত অন্য কোন বস্তুর ছায়ায় আশ্রয় লইতেন না। তাঁহার মুখ মণ্ডলের ক্রন্দনের জন্য দুইটি কাল রেখা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অজিফার কোন আয়ত পড়া কালে অচৈতন্য হইয়া যাইতেন, এমন কি কয়েক দিবস তাঁহার শুশ্রুষা করা হইত। তিনি জমিনের একটি তৃণ লইয়া বলিতেন, যদি আমি এই ঘাস হইতাম, যদি আমি কোন জিনিস না হইতাম, যদি আমার মাতা আমাকে প্রসব না করিতেন, তবে কি ভাল হইত।

তিনি উটের পশমের হস্ত প্রবেশ করিয়া দিয়া বলিলেন, তোমার উপর যে বোঝা আছে, তৎসম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসিত হওয়ার আশঙ্কা করি।

এক সময় তিনি নিজের গলদেশে পানির মশক বহন করিয়াছিলেন, লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার নফছ আমাকে গরিমায় নিক্ষেপ করিয়াছিল, এই হেতু আমি উহাকে লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা করিয়াছি, আনাছ বলেন, দুর্ভিক্ষের বৎসরে হজরত ওমারের উদর জৈয়তুন তৈল ভক্ষণে ফুলিয়া গিয়াছিল, তিনি নিজের উপর ঘৃত ভক্ষণ হারাম করিয়া লইয়াছিলেন, এই হেতু নিজের অঙ্গুলী দ্বারা পেটে আঘাত করিয়া বলিলেন, যত দিবস লোকেরা জীবিত না হয়, তত দিবস আমার নিকট জৈতুন তৈল ব্যতীত অন্য কিছু হইবে না। এই হেতু সেই বৎসরে তাঁহার চেহারার রঙ পরিবর্ত্তিত হইয়া গমের বর্ণ হইয়াগিয়াছিল।

তিনি বলিতেন, যে ব্যক্তি আমার দোষগুলি আমার নিকট প্রকাশ করিবে, সেই ব্যক্তি আমার সমধিক প্রিয়পাত্র।

এবনো-ওমার বলিয়াছেন, যখনই হজরত ওমারকে রাগান্বিত হইতে দেখিয়াছি, তৎপরে তাঁহার নিকট আল্লাহর জেকর করা হইত কিম্বা ভয় দেখান হইত, অথবা কেহ তাঁহার নিকট কোরানের কোন আয়ত পড়িত, অমনি তিনি যাহা করিতে মনস্থ করিতেন, তাহা হইতে বিরত

হইয়া যাইতেন। তাঁহার নিকট ঘৃত মিশ্রিত গোস্ত উপস্থিত করিয়াছিল, তিনি উহা খাইতে অস্বীকার করিয়া বলিতেন উভয়ের প্রত্যেকটি এক এক প্রকার খাদ্য।

এক সময় তাঁহার উরুদেশ ফুলিয়া গিয়াছিল, ইহাতে নাজরাণবাসিগণ উহাতে একটি কাল চিহ্ন দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন, আমরা আমাদের কেতাবে দেখিতেছি, এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট লোক আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে।

কা'বোল আহবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমরা তোমার সম্বন্ধে আমাদের কেতাবে দেখিতেছি, তুমি দোজখের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া লোকদিগের উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করিবে, তৎপরে তোমরা মৃত্যু হইলে, অবিরত লোক কেয়ামত পর্য্যন্ত উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকিবে।

তিনি গলদেশে কোড়া লইয়া বাজার সমূহে ভ্রমণ করিতেন, তদ্বারা লোকদিগকে আদব দিতেন, কোন ফলের আঁটি পাইলে, কুড়াইয়া লোকদিগের গৃহে ফেলিয়া দিতেন, যেন তাহারা তদ্বারা লাভবান হইতে পারে। এক সময় তিনি তাঁহার এক পুত্রকে উৎকৃষ্ট বস্ত্রাবলীতে ভূষিত দেখিয়া কোড়া দ্বারা আঘাত করেন, ইহাতে সে ক্রন্দন করিতে থাকে। তিনি বলেন, আমি তাহার নফছের গরিমা দেখিয়া উহাকে তাহার নিকট লাঞ্ছিত করা পছন্দ করিলাম। লোকে তাহার নিকট স্ত্রীলোকদিগের অসদ্ব্যবহারের অনুযোগ উপস্থিত করে, ইহাতে তিনি বলেন, আমিও ঐরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি। ইহাতে এবনো-মছউদ (রাঃ) তাঁহাকে বলেন, হজরত এবরাহিম (আঃ) আল্লাহতায়ালার নিকট ছারা বিবির ব্যবহারের অনুযোগ উপস্থিত করেন, ইহাতে তাঁহাকে বলা হয়, তিনি পার্শ্বদেশের বক্র অস্থি দ্বারা সৃজিত হইয়াছেন, তাহার যেরূপ ব্যবহার পাও উহা সহ্য করিয়া তাহার সহিত

বসবাস কর— যতক্ষণ না তুমি তাহার মধ্যে দ্বীনের হারাম কার্য্য দেখিতে পাও। এই সমস্ত এবনো-ছা'দ ও আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনা।

খতিবের রেওয়াএত—

তিনি ও ওছমান কোন মছলা লইয়া বিরোধ করিতেন, এমন কি দর্শকেরা ধারণা করিত যে, তাঁহারা কখনও একত্রিত হইবেন না, কিন্তু পৃথক হওয়ার সময় অতি সদ্ব্যবহারের সহিত পৃথক হইয়া যাইতেন।

এবনো-আছাকেরের বর্ণনা—

হজরত আবুবকর বলিয়াছেন, ভূ-পৃষ্ঠে আমার নিকট ওমারের তুল্য সমধিক প্রীতি ভোজন লোক নাই।

এবনো-ছা'দের বর্ণনা—

হজরত আবুবকরকে বলা হইয়াছিল, আপনি ওমারকে খলিফা করিলেন, এসম্বন্ধে আপনি খোদার নিকট কি বলিবেন? তদুত্তরে তিনি বলেন, আমি খোদাকে বলিব, লোকদিগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তাঁহাদের খলিফা করিয়াছি।

তেবরানির রেওয়াএত—

হজরত আলি বলিয়াছেন, সে সময় সৎলোকদিগের আলোচনা করা হয়, তখন ওমারের আলোচনা করিও, আমরা ইহা সম্ভব মনে করিতাম যে, 'ছকিনা' ওমারের রসনায় কথা বলিয়া থাকে।

তেবরানি ও হাকেমের রেওয়াএত—

এবনো মছউদ বলিয়াছেন, যদি হজরত ওমারের এলম তৌলদাড়ির এক পাল্লাতে স্থাপন করা হয়, আর জমির জীবিত লোকদের এলম অন্য পাল্লাতে স্থাপন করা হয়, তবে ওমারের এলম তাহাদের এলম অপেক্ষা ভারি প্রতিপন্ন হইবে। লোকেরা ধারণা করিত, তিনি এলমের দশ অংশের নয় অংশ লাভ করিয়াছেন। হজরত মায়াবিয়া বলিয়াছেন, হজরত আবুবকর দুনইয়ার আকাঙ্খা করেন নাই এবং দুনইয়া তাঁহার আকাঙ্খা করেন নাই। হজরত ওমার দুনইয়ার আকাঙ্খা করেন নাই, কিন্তু দুনইয়া তাঁহার আকাঙ্খা করিয়াছিল। আমরা উদর উপর করিয়া উহাতে গড়াগড়ি দিয়াছি।

তেবরানি ও হাকেমের রেওয়াএত—

যখন সজ্জন লোকদিগের আলোচনা করা হয়, তখন হজরত ওমারের আলোচনা কর, কেননা তিনি আল্লাহর কেতাবে আমাদের চেয়ে সমধিক আলেম ও আল্লাহর দ্বীনে সমধিক অভিজ্ঞ।

তেবরানীর রেওয়াএত—

হজরত ওমার (রাঃ) কা'বোল আহবারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি আমার লক্ষণ কিরূপ দেখিয়া থাক? তিনি বলিলেন, আপনার লক্ষণ দেখিয়া থাকি লৌহ, তিনি বলিলেন, লৌহ কি? তিনি বলিলেন, একজন শক্তিশালী নেতা, আল্লাহর সম্বন্ধে কোন ভর্ৎসনাকারির ভৎর্সনা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তৎপরে হজরত ওমার জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎপরে তিনি কি হইবে? তিনি বলিলেন আপনার পরে একজন খলিফা হইবে অত্যাচারিদল তাহাকে হত্যা করিবে। তৎপরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার পরে কি হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ইহার পরে বিপদ আসিবে।

এবনো আছাকেরের রেওয়াএত—

মোজাহেদ বলিয়াছেন, আমরা বলিতাম, হজরত ওমারের খেলাফত কালে শয়তানের দল শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, তাহার শাহাদতের পরে উহারা চারি দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

হজরত ওছমানের ফজিলত

ইনি প্রথমাবস্থায় মুছলমান হইয়াছিলেন, হজরত ছিদ্দিক তাঁহাকে ইছলামে দিক্ষিত করিয়াছিলেন, তিনি একবার হাবাশ দেশে ২য় বার মদিনা শরিফে হেজরত করিয়াছিলেন, তিনি হজরত নবি (ছাঃ) এর কন্যা রোকাইয়ার সহিত বিবাহ করিয়াছিলেন, এই হজরত রোকাইয়া বিবি বদরের যুদ্ধের সময় এন্তেকাল করেন, এই হেতু হজরত ওছমান (রাঃ) তাঁহার সেবা শুশ্রুষা করার জন্য হজরত (ছাঃ) এর অনুমতিক্রমে উক্ত যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই। হজরত (ছাঃ) তাহার জন্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ প্রদান করিয়াছিলেন ও জেহাদের ফল প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই হেতু তিনি বদর যুদ্ধে যোগদান কারিদিগের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন।

যে দিবস তাঁহাকে দফন করিয়াছিলেন, সেই দিবস মুছলমানদিগের বদর যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সংবাদ মদিনা শরীফে পৌঁছিয়াছিল। তৎপরে নবি (ছাঃ) নিজের দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলছুমকে উক্ত হজরত ওছমানের সহিত নেকাহ দিয়াছিলেন। এই হজরত উম্মেকুলছুম নবম হিজরীতে এন্তেকাল করেন। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, হজরত ওছমান ব্যতীত কোন নবির দুই কন্যার সহিত বিবাহিত হইয়াছে এরূপ অন্য কোন লোকের কথা জানা নাই, এই হেতু তিনি 'জিন্নুরাএন' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইনি প্রথম অগ্রগামি ও প্রথম হেজরতকারি দিগের অন্তর্গত ছিলেন, হজরত নবি (ছাঃ) যে দশজন ছাহাবার বেহেশ্‌তী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন।

যে ছয়জন লোকের উপর সন্তুষ্ট থাকিয়া হজরত নবি (ছাঃ) এন্তেকাল করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের একজন। যে ছাহাবাগণ কোর-আন শরিফ একত্রে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের একজন।

হজরত নবি (ছাঃ) জাতেরেকা ও গাৎফানের যুদ্ধ কালে তাঁহাকে মদিনা শরিফে খলিফা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

এবনো-এছহাকের রেওয়াএত—

হজরত আবুবকর, আলি ও জায়েদ বেনে ওছামার পরেই ইনি মুছলমান হইয়াছিলেন, ইনি অতিরিক্ত সুশ্রী ছিলেন।

এবনো-ছা'দের রেওয়াএত—

যে সময় হজরত ওছমান মুছলমান হইয়াছিলেন, তাঁহার চাচা হাকাম বেনেল আছ তাঁহাকে ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্মত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম গ্রহণ করিতেছ, খোদার শফথ, যতক্ষন তুমি উক্ত নব ধর্ম্ম পরিত্যাগ না কর, ততক্ষণ তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব না। ইহাতে হজরত ওছমান বলিলেন, খোদার শফথ, আমি কখনই এই ধর্ম ত্যাগ করিব না। অবশেষে হাকাম তাঁহার ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

আবু ইয়ালির রেওয়াত—

হজরত আনাছ্ বলিয়াছেন, হজরত ওছমান নিজের পরিজনকে লইয়া প্রথমেই হাবশমুল্লুকে হেজরত করিয়াছিলেন, ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, খোদা তাঁহাদের উভয়ের সহকারী হউন। নিশ্চয় হজরত লুত নবির পরে ওছমানই সর্ব্বপ্রথমে নিজের পরিজন সহ খোদার পথে হেজরত করিয়াছেন।

এবনো আদির রেওয়াএত—

যে সময় নবি (ছাঃ) নিজের কন্যা উম্মে কুলছুমকে তাহার সহিত নেকাহ্ দেন, সেই সময় বলিয়াছিলেন তোমার স্বামী তোমার দাদা হজরত এবরাহিম (আঃ) ও তোমার পিতা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সমধিক সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের রেওয়াএত—

ان النبی صلعم جمع ثيابه حين دخل عثمان وقال الا استحی من رجل تستحيی منه الملائكة ☆

"নিশ্চয় নবি (ছাঃ) যে সময় ওছমান তাঁহার নিকট প্রবেশ করিতে ছিলেন, নিজের বস্ত্রগুলি দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া বলিলেন, আমি কি এরূপ ব্যক্তি হইতে লজ্জা করিব না—যাঁহা হইতে ফেরেশতাগণ লজ্জা করিয়া থাকেন?

আবু নইমের রেওয়াএত—

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, ওছমান বেনে আফ্যান আমার উম্মতের মধ্যে সমধিক লজ্জাশীল।

খতিব ও এবনো আছাকেরের রেওয়াএত—

ان الله اوحى الى ان ازوج كريمتى يعنى رقية وام كلثوم من عثمان ☆

হজরত বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে অহি দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আমি আমার রোকাইয়া ও উম্মে কুলছুম এই কন্যাদ্বয়কে ওছমানের সহিত নেকাহ দিই।

এবনো মাজার রেওয়াএত—

হজরত (ছাঃ) ওছমানকে বলিলেন, হে ওছমান, এই জিবরাইল (আঃ) আমাকে সংবাদ দিতেছেন যে, আল্লাহতায়ালা রোকাইয়ার মোহরের তুল্য মোহরে তোমার সহিত উম্মে কুলছুমের নেকাহ দিয়াছেন।

এবনো আছাকেরের রেওয়াএত—

হজরত (ছাঃ) ওছমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি আমার ৪০টি কন্যা হইত, তবে আমি একটির মৃত্যুর পরে অন্যটির এমন কি সমস্ত কন্যার সহিত তোমার নেকাহ দিতাম।

আবু ইয়ালীর রেওয়াএত—

عثمان بن عفان ولى فى الدنيا و لى فى الأخرة ☆

হজরত বলিয়াছেন, ওছমান বেনে আফ্যান আমার দুনইয়ার ও আখেরাতের মিত্র।

তেরমেজি ও এবনো মাজার রেওয়াএত—

لكل نبى رفيق فى الجنة و رفيقى فيها عثمان ☆

হজরত বলিয়াছেন, প্রত্যেক নবির বেহেশতের একজন সহচর আছে, আমার তথাকার সহচর ওছমান।

এবনো আছাকেরের রেওয়াএত—

قال لا يدخلن بشفاعة عثمان سبعون الفا كلهم قد

استوجبوا النار الجنة بغير حساب ☆

হজরত বলিয়াছেন, ওছমানের শাফায়াতে এরূপ ৭০ সহস্র লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে দাখিল হইবেন—যাহারা দোজখের উপযুক্ত হইয়াছিলেন।

ছহিহ বোখারির রেওয়াএত—

ان عثمان حين حوصر اشرف عليهم فقال انشدكم بالله و و لا انشد الا اصحاب النبى صلعم الستم تعلمون ان رسول الله صلعم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم۔ الستم تعلمون ان رسول الله صلعم قال من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها تصدقوا بما قال ☆

"নিশ্চয় যে সময় (হজরত) ওছমান অবরুদ্ধ হইয়া ছিলেন, তখন তিনি লোকদিগের সম্মুখে প্রাচীরের উপর আরোহন করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে খোদার কছম দিতেছি, নবি (ছাঃ) এর ছাহাবাগণকে কছম দিতেছি, তোমরা জান কি যে, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তবুক যুদ্ধে সৈন্যদিগের সাজ-সরঞ্জাম ও রসদ সংগ্রহ করিয়া দিবে, তাহার জন্য বেহেশত হইবে, তৎপরে আমি তাহাদের সাজ-সরঞ্জাম ও রসদ প্রদান করিয়াছিলাম। তোমরা জান কি যে, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি রুমা নামক কূপ খনন করিয়া দিবে, তাহার জন্য বেহেশত হইবে। তৎপরে আমি উহা খনন করিয়া দিয়াছিলাম। তখন ছাহাবাগণ তাঁহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

তেরমেজির রেওয়াএত—

আবদুর রহমান বলেন, যে সময় নবি (ছাঃ) তবুক জেহাদের সৈন্যদিগের সাজ সররঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদান করিতে ছিলেন, সেই সময় আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম, ইহাতে ওছমান বেনে আফ্যান (রাঃ) বলিয়াছিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমার উপর খোদার একশত উট উহার চাদর ও পালন সহ প্রদান করার ভার থাকিল। তৎপরে

হজরত (ছাঃ) উহার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন ওছমান (রাঃ) বলিয়াছিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমার উপর খোদার পথে দুইশত উট পালন ও চাদর সহ দান করার ভার থাকিল। তৎপরে হজরত (ছাঃ) উহার জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন, ইহাতে ওছমান (রাঃ) বলিলেন, আমার উপর তিনশত উট পালন ও চাদরসহ দান করার ভার থাকিল। তখন হজরত মিম্বর হইতে নামিয়া বলিলেন, ইহার পরে ওছমান যে কোন কার্য্য করুক, উহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না।"

তেরমেজি ও হাকেমের রেওয়াএত—

جاء عثمان الى النبى صلعم بالف دينار حين جهز جيش العسرة فنشرها فى حجره فجعل رسول الله صلعم يقلبها و يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ☆

"হজরত ওছমান (রাঃ) নবি (ছাঃ) এর নিকট এক সহস্র দীনার আনয়ন করিয়াছিলেন, যে সময় তিনি তবুক যুদ্ধের সৈন্যগণের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতেছিলেন, তৎপরে তিনি তৎসমস্ত হজরতের ক্রোড়ে ছড়াইয়া দিলেন। তখন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) উহা নাড়াইতে নাড়াইতেবলিলেন, অদ্যকার তারিখের পরে ওছমান যাহা কিছু করিবে, ইহাতে তাঁহার ক্ষতিকর হইবে না।

হাকেমের রেওয়াএত—

আবু হোরায়রা বলেন, হজরত ওছমান হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট হইতে দুইবার বেহেশত খরিদ করিয়াছিলেন, প্রথম বার যখন তিনি রুমাকূপ খনন করাইয়া দিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বার যখন তবুকের জেহাদের সৈন্যদিগের সাজ সরঞ্জাম দান করিয়াছিলেন।

তেরমেজির রেওয়াএত—

لما امر رسول الله صلعم بيعة الرضوان كان عثمان رسول رسول الله صلعم الى مكة فبايع الناس فقال النبى صلعم ان عثمان فى حاجة الله و حاجة رسوله فضرب باحدى يديه على الاخرى فكانت يد رسول الله صلعم لعثمان خيرا من ايديهم ☆

"যে সময় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বয়য়াতোর-রেদওয়ান করিতে আদেশ করেন, সেই সময় ওছমান (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সংবাদবাহক হইয়া মক্কাতে ছিলেন। পরে লোকেরা (ছাহাবাগণ) তাঁহার হস্তে বয়য়ত করিলেন, ইহাতে নবি (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় ওছমান আল্লাহর কার্যে ও রাছুলের কার্যে আছেন, পরে তিনি নিজের এক হস্তকে অন্য হস্তের উপর মারিলেন, রাছুলের হস্ত ও ওছমানের জন্য তাঁহাদের নিজেদের হস্ত অপেক্ষা উত্তম ছিল।

তেরমেজির রেওয়াএত—

ذكر رسول الله صلعم فتنة فقال يقتل فيها هذا مظلوما لعثمان ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) একটি ফাছাদের আলোচনা করিয়া (হজরত) ওছমানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ইনি উক্ত ফাছাদে অন্যায়ভাবে নিহত হইবেন।"

তেরমেজি ও হাকেমের বর্ণনা—

"মোর্রা বেনে কা'ব বলেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) একটি ফাছাদের আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, অচিরে উহা উপস্থিত হইবে, এমতাবস্থায়

বস্ত্রাবৃত একজন লোক উপস্থিত হইলেন। ইহাতে হজরত বলিলেন, ইনি সেই দিবস সত্যের উপর থাকিবেন। তখন আমি দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম যে, তিনি ওছমান বেনে আফফ্যান। আমি হজরতের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম, ইনিই কি? হজরত বলিলেন, হাঁ।"

এবনো আছাকেরের রেওয়াএত—

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার নিকট ওছমান (রাঃ) আগমন করিলেন, আমার নিকট একজন ফেরেশতা ছিলেন। তিনি বলিলেন, ইনি শহিদ হইবেন, তাঁহার সম্প্রদায় তাঁহাকে হত্যা করিবে, নিশ্চয় আমরা তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা করিয়া থাকি।

এবনো আদি ও এবনো-আছাকেরের বর্ণনা—

হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহর একখানি কোশাবদ্ধ তরবারি আছে, যত দিবস ওছমান জীবিত থাকিবে, উহা কোশাবদ্ধ থাকিবে। যখন ওছমান শহিদ হইবেন, উহা কোশ হইতে বাহির করা হইবে, উহা কেয়ামত পর্য্যন্ত কোশাবদ্ধ হইবে না।

আহমদের রেওয়াএত—

যে সময় হজরত ওছমান (রাঃ) অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, সেই সময় মোগিরা বেনে শোবা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় আপনি মুছলমান জগতের খলিফা, আপনার উপর এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, আমি তিনটি পন্থা আপনার নিকট উপস্থিত করিতেছি, তন্মধ্যে আপনি একটি পছন্দ করুন।

(১) আপনি বাহির হইয়া বিদ্রোহি দিগের সহিত যুদ্ধ করুন আপনার শক্তি ও সৈন্য সামন্ত আছে। আপনি সত্যের উপর আছেন এবং তাহারা অসত্যের উপর আছে।

(২) আপনি গৃহের অন্য পার্শ্বে বহির্গমনের পথ প্রস্তুত করিয়া উষ্ট্রের উপর বসিয়া মক্কা শরিফে দাখিল হইবেন, তাহা হইলে বিদ্রোহিরা তথায় গিয়া আপনার হত্যা সাধন করিতে পারিবে না।

(৩) আপনি শামদেশে উপস্থিত হইবেন, তথায় শামের সেনাদল ও হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ) আছেন, বিদ্রোহিরা তথায় উপস্থিত হইতে সাহসী হইবে না।

তদুত্তরে হজরত ওছমান (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি বাহির হইয়া যুদ্ধ করতঃ হজরতের উম্মতের মধ্যে প্রথম রক্তপাতকারী হইয়া তাঁহার বিদ্রোহাচরণ করিতে পারিব না।

আমি মক্কা শরীফের দিকে গমন করার মত পছন্দ করি না, কেননা হজরত (ছাঃ) এর নিকট শ্রবণ করিয়াছি, একজন কোরাইশী মক্কা শরিফে এলহাদ করিবে, তাহার উপর দুনইয়াবাসী দিগের অর্দ্ধেক শাস্তি হইবে, আমি সেই লোক হইতে চাহি না।"

আমি হজরতের গৃহ ও হজরতের নৈকট্য ত্যাগ করিয়া শামদেশে যাইতে পারিব না।

এবনো আছাকেরের বর্ণনা—

"আমি হজরত ওছমানের নিকট তাঁহার অবরুদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট দশটি বিষয় গচ্ছিত রাখিয়াছি। আমি ইসলাবলম্বিগণের মধ্যে চতুর্থ, রাছুলুল্লাহ নিজের কন্যাকে আমার সহিত নেকাহ দিয়াছিলেন, সেই কন্যা এন্তেকাল করিল, হজরত তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার সহিত আমার নেকাহ দিয়াছিলেন। আমি কখন সঙ্গীত করি নাই এবং উহার আকাঙ্খা করি নাই, যে দিবস হইতে হজরতের নিকট ডাহিন হস্তে বয়য়ত করিয়াছি, উহা দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করি নাই। আমি ইসলাম গ্রহণের পরে প্রত্যেক জুমার দিবস এক একটি গোলাম আজাদ করিয়া দিয়াছি, কিন্তু যে দিবস আমার নিকট কিছু থাকিত না, সেই দিবসের কথা স্বতন্ত্র। (তিনি প্রায় ২৪০০টি গোলাম আজাদ করিয়াছিলেন)। আমি ইসলামের পুর্ব্বে ও পরে কখনও ব্যভিচার করি নাই, কখনও চুরি করি নাই, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর জামানায় কোরআন জমা করিয়াছিলাম।"

এবনো-আছাকেরের রেওয়াএত—

হোজায়ফা বলিয়াছেন প্রথম ফাছাদ হজরত ওছমানের হত্যাকাণ্ড,শেষ ফাসাদ দাজ্জালের আবির্ভাব। খোদার শফথ, যে কোন লোকের অন্তরে হজরত ওছমানের হত্যায় এক শরিষা পরিমাণ আকাঙ্খা থাকে, সে দীর্ঘজীবি হইলে দাজ্জালের অনুসরণ করিবে, মরিয়া গেলে গোরে তাহার উপর ইমান আনিবে।

এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, যদি লোকেরা হজরত ওছমানের হত্যার দাদ না চাহিতেন, তবে আছমান হইতে প্রস্তর বর্ষণ হইত।

ছোমরা বলেন, ইছলাম সুদৃঢ় গড়ের মধ্যে ছিল, যে দিবস লোকেরা হজরত ওছমানকে হত্যা করিয়াছে, সেই দিবস তাহারা ইছলামে বৃহৎ ছিদ্র করিয়া ফেলিয়াছে, কেয়ামত পর্য্যন্ত উহা রুদ্ধ করা সম্ভব হইবে না।

আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনা।

''হজরত আবদুল্লাহ বেনে সালাম হজরত ওছমানের অবরোধকারীদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা হজরত ওছমানকে হত্যা করিওনা, কেননা খোদার কছম, তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাঁহাকে হত্যা করিবে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া খোদার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাহার হস্ত থাকিবে না, আল্লাহতায়ালার তরবারি সর্ব্বদা কোশাবদ্ধ থাকিবে, খোদার কছম, যদি তোমরা তাঁহাকে হত্যা কর, তবে আল্লাহ উহা খুলিয়া দিবেন, তৎপরে কখনও তোমাদিক হইতে উহা কোশাবদ্ধ করিবেন না। যে কোন নবিকে হত্যা করা হয়, উহার বিনিময়ে ৭০ সহস্র লোক হত্যা করা হইবে। যে কোন খলিফাকে হত্যা করা হয়, উহার প্রতিশোধে ৩৫ সহস্র লোক হত্যা করা হইবে।

এবনো-আছাকেরের রেওয়াএত—

"আবদুর রহমান বেনে মাহদী বলিয়াছেন, ওছমানের এরূপ দুইটি স্বভাব ছিল—যাহা আবুবকর ও ওমারের ছিলনা।

(১) নিজের জীবনের উপর ধৈর্য্য ধারণ করা—এমন কি তিনি শহীদ হইয়া গিয়াছিলেন,। (২) লোকদিগকে লিপিবদ্ধ কোর আনের উপর একত্রিত করিয়াছিলেন।"

আবু নইমের রেওয়াএত—

"হজরত ওছমান খোৎবা পড়িতেছিলেন, এবতাবস্থায় জাহজাহে গেফারি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে যষ্টি কাড়িয়া লইয়া তাঁহার উরুতে আঘাত করিয়া উরু ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এক বৎসর অতীত না হইতে আল্লাহ উক্ত জাহজাহের পায়ে কীট প্রেরণ করিলেন, ইহাতে সে মরিয়া যায়।"

এবনো-আছাকেরের রেওয়াএত—

"হজরত বলিয়াছেন, আমার ছাহাবাগণের মধ্যে ওছমান স্বভাব চরিত্রে আমার নিকট সমধিক সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন।"

ছাহাবাগণের খেলাফত

হজরত নবি (ছাঃ) খলিফাগণের খেলাফত সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট উক্তি করিয়াছিলেন কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, একদল হাদিছ তত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) ইহার স্পষ্ট উক্তি করিয়াছিলেন, ইহাই সত্যমত,অধিকাংশ ছুন্নত-অল জামায়াত বলিয়াছেন, তিনি ইহার কোন স্পষ্ট উক্তি করেন নাই। বাজ্জাজ মছনদে বর্ণনা করিয়াছেন, হোজায়ফা বলিয়াছেন, ছাহাবাগণ বলিয়াছিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আপনি আমাদের উপর খলিফা নির্ব্বাচন করিবেন না? তদুত্তরে হজরত বলিলেন, যদি আমি তোমাদের উপর খলিফা নির্ব্বাচন করিতাম তৎপরে তোমরা আমার খলিফার অবাধ্যতা করিতে, তবে তোমাদের উপর আজাব নাজিল হইত।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম—

من عمر انه قال حين طعن ان استخلف فقد استخلف من هو خير منى يعنى ابا بكر و ان اتركككم فقد تركككم من هو خير منى رسول الله صلعم ☆

"যে সময় ওমারের উপর দোষারোপ করা হইয়াছিল, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন, যদি আমি খলিফা নির্ব্বাচন করি, তবে যে আবুবকর আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তিনি খলিফা নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন। আর যদি আমি তোমা দিগকে (বিনা খলিফা) ত্যাগ করি তবে নিশ্চয় যে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর, তিনি বিনা খলিফা তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

আহমদ ও বয়হকির উৎকৃষ্ট ছনদের রেওয়াএত—

عن على انه قال لما ظهر يوم الجمل ايها الناس ان رسول الله صلعم لم يعهد الينا فى هذه الامارة شيا حتى رأينا من الرأى ان نستخلف ابا بكر فاقام و استقام حتى حضى لسبيله ثم ان ابا بكر رأى من عمر فاقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه ثم ان الرأى ان يستخلف اقواما طلبوا الدنيا فكانت امور يقضى الله فيها ☆

"(হজরত) আলি জোমালের দিবস জয়যুক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে লোকেরা নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এই খেলাফত সম্বন্ধে আমাদের

নিকট কোন বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই। তৎপরে আমরা নিজেদের মতে স্থির করিলাম যে আবুবকরকে খলিফা স্থির করি, ইহাতে তিনিই উক্ত পদে স্থায়ী হইলেও স্থির প্রতিজ্ঞা ছিলেন, এমন কি তিনি নিজের পথে চলিয়া গেলেন। তৎপরে আবুবকর নিজ মতে স্থির করিলেন যে, তিনি ওমারকে খলিফা স্থির করেন। তিনিও উক্ত পদে স্থায়ী ও স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এমন কি দ্বীন দৃঢ় হইয়া গেল। তৎপরে কয়েক সম্প্রদায় দুনইয়ার কামনা করিলেন, ইহাতে কতকগুলি ঘটনা সংঘটিত হইল, আল্লাহ তৎসমুদয় বিচার করিবেন।"

হাকেমের ছহিহ্ ছনদের রেওয়াএত—

قيل لعلى الا تستخلف علينا فقال ما استخلف رسول الله صلعم فاستخلف و لكن ان يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدى على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم ☆

"(হজরত) আলিকে বলা হইয়াছিল, আপনি কি আমাদের উপর খলিফা স্থির করিবেন না! তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) খলিফা স্থির করেন নাই, তবে আমি কেন খলিফা স্থির করিব। কিন্তু যদি আল্লাহ লোকদিগের কল্যাণ চাহেন, তবে তিনি অচিরে আমার পরে তাহাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির উপর একত্রিত করিবেন, যেরূপ তিনি তাহাদের নবির পরে তাহাদের শ্রেষ্টতম ব্যক্তির উপর তাহাদিগকে একত্রিত করিয়াছিলেন।

এবনো ছা'দের রেওয়াএত—

قال على لما قبض النبى صلعم نظرنا فى امرنا فوجدنا النبى صلعم قد قدم ابا بكر فى الصلاة فرضينا لدنيا فاما رضية النبى صلعم لدينا فقدمنا ابا بكر ☆

"(হজরত) আলি নবি (ছাঃ) এর এন্তেকালের পরে বলিয়াছিলেন, আমরা আমাদের খেলাফত সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, নবি (ছাঃ) নামাজে আবুবকরকে অগ্রনী করিয়াছিলেন, কাজেই নবি (ছাঃ) আমাদের দ্বীনের জন্য যাহা মনোনীত করিয়াছিলেন, আমরা আমাদের দুনইয়ার জন্য তাহাই মনোনীত করিয়াছিলাম, এই হেতু আমরা আবুরকরকে অগ্রনী (খলিফা) স্থির করিলাম।

কতক মোহাদ্দেছ বলিয়াছেন, যাহারা খেলাফত সম্বন্ধে নবি (ছাঃ) এর স্পষ্ট উক্তি না করার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের কথার মর্ম্ম এই যে, তাঁহার এন্তেকালের সময় এইরূপ স্পষ্ট উক্তি করেন নাই।

আর যাহারা তাঁহার স্পষ্ট উক্তি করার দাবি করিয়াছেন, তাঁহাদের দাবীর মর্ম্ম এই যে, এন্তেকালের পুর্ব্বে স্পষ্ট উক্তি কিম্বা ইশারা করিয়াছিলেন। এক্ষণে যে সমস্ত হাদিছে তিন খলিফার খেলাফতের স্পষ্ট উক্তি কিম্বা ইঙ্গিত আছে, তৎসমস্তের উল্লেখ করা হইতেছে।

(১) ছহিহ মোছলেম—

عن عايشة قالت قال لى رسول الله صلعم فى مرضه الذى مات فيه ادعى لى اباك و اخاك حتى اكتب كتابا فانى اخاف ان يتمنى متمن و يقول قائل انا اولى و يابى الله و المؤمنون الا ابا بكر ☆

"(হজরত) আএশা বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পীড়াতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন, তখন আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমার নিকট তোমার পিতা ও ভাইকে ডাকিয়া আন, এমন কি আমি অছিএতনামা লিখিয়া দিব, কেননা আমি আশঙ্কা করি, কোন আকাঙ্খাকারী আকাঙ্খা করিয়া

বলিবে যে আমি উপযুক্ত, আল্লাহ ও ইমানদারগণ আবুবকর ব্যতীত অন্য কাহাকেও স্বীকার করিবেন না।"

আহমদের রেওয়াএত— রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আবদুর রহমানকে আমার নিকট ডাকিয়া আন, আবুবকরের জন্য অছিএত নামা লিখিয়া দেই যেন তাঁহার সম্বন্ধে কেহ মতভেদ না করে। তৎপরে তিনি বলিলেন, তাহাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে না, আবুবকর সম্বন্ধে ইমানদারগণের মতভেদ করা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

ইহাতে হজরত আবুবকরের খেলাফতের স্পষ্ট উক্তি হইয়াছে।

(২) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম—

عن ابی موسی الاشعری قال مرض النبی صلعم فاشتد مرضه فقال مروا ابا بکر فلیصل بالناس قالت عایشة یا رسول الله انه رجل رقیق اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس فقال مری ابا بکر فلیصل بالناس فعادت فقال مری ابا بکر فلیصل بالناس فانکن صواحب یوسف ☆

"আবু মুছা আশয়ারি বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) পীড়িত হইলেন, তাঁহার পীড়া কঠিন হইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা আবুবকরকে আদেশ কর— যেন তিনি লোকদের নামাজের এমামত করেন। আয়েশা বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, নিশ্চয় তিনি কোমল অন্তঃকরণের মানুষ, যখন তিনি আপনার স্থানে দণ্ডায়মান হইবেন না, লোকদিগের নামাজের এমামত করিতে সক্ষম হইবে না। ইহাতে হজরত বলিলেন, তুমি আবুবকরকে বল— যেন তিনি লোকদিগের এমামত করেন। তৎশ্রবণে আএশা উক্ত কথার পুনরুক্তি করিলেন। ইহাতে হজরত বলিলেন, তুমি আবুবকরকে লোকদিগের

নামাজ পড়াইতে বল, নিশ্চয় তোমরা ইউছুফ (আঃ) এর সহচরীগণ হইতেছ।"

আবু জাময়ার রেওয়াএতে আছে, নবি (ছাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি বাহির হইয়া আবুবকরকে বল— যেন তিনি লোকদিগের নামাজ পড়াইয়া দেন। তিনি বাহির হইয়া দেখিলেন যে, ওমার একদল লোকের সঙ্গে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে, তাঁহাদের মধ্যে আবুবকর নাই। ইহাতে তিনি বলিলেন, হে ওমার, আপনি লোকদিগের নামাজ পড়াইয়া দিন। তিনি আল্লাহো-আকবর বলিলেন, তাঁহার শব্দ উচ্চ ছিল, হজরত ইহা শুনিয়া তিনবার বলিলেন, আল্লাহ ও ইমানদারগণ আবুবকর ব্যতীত অন্য কাহাকে পছন্দ করিবেন না।

এই হাদিছটি অসংখ্য রাবি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, আএশা, এবনো মছউদ, এবনো-আব্বাছ, এবনো-ওমার, আবদুল্লাহ বেনে জাময়া' আবুছইদ আলি বেনে আবি তালেব, হাফছা প্রভৃতি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন, ছাহাবাগণ এই হাদিছের প্রমাণে বলিয়াছেন যে, আবুবকর ছাহাবাগণের মধ্যে খেলাফতের সমধিক উপযুক্ত, হজরত ওমার হজরত আবুবকরের খেলাফত কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া কালে এই হাদিছটি প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এবনো-আছাকেরের বর্ণনা—

عن علی لقد امر النبی صلعم ابا بکر ان یصلی بالناس و انی لشاهد وانا بغائب و ماتی مرض فرضینا لدنیانا ما رضیه النبی صلعم لدینا ☆

(হজরত) আলি বলিয়াছেন, নিশ্চয় (হজরত) নবি (ছাঃ) আবুবকরকে লোকদিগের নামাজের এমামত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন,

অথচ নিশ্চয় আমি উপস্থিত ছিলাম, অনুপস্থিত ছিলাম না, আমার কোন পীড়া ছিল না, কাজেই নবি (ছাঃ) আমাদের দ্বীনের জন্য যাহা পছন্দ করিয়াছিলেন, আমরা আমাদের দুনইয়ার জন্য তাহাই পছন্দ করিলাম।"

আহমদ ও আবুদাউদের রেওয়াএত—

عن سهل بن سعد قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ النبى صلعم فاتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم فقال يا بلال ان حضرت الصلوة ولم ات فمر ابابكر فليصل بالناس فلما حضرت صلاة العصر اقام بلال الصلاة ثم امر ابا بكر فصلى☆

"ছাহল বেনে ছা'দ বলিয়াছেন, আমর বেনে আওফের পুত্রগণের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল, হজরত (ছাঃ) ইহা অবগত হইয়া তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে জোহরের পরে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বেলালকে বলিয়া গেলেন, যদি নামাজের সময় উপস্থিত হয় এবং আমি উপস্থিত হইতে না পারি, তবে তুমি আবুবকর লোকদিগের নামাজ পড়াইতে আদেশ করিবে। আছরের সময় উপস্থিত হইলে, বেলাল নামাজে একামত দিয়া আবুবকরকে এমামত করিতে বলেন, তিনি নামাজের এমামত করেন।"

এবনো- আদির রেওয়াএত—

"আবুবকর বেনে আইয়াশ বর্ণনা করিয়াছেন, (খলিফা হারুণ) রশিদ আমাকে বলিয়াছিলেন, হে আবুবকর, কিরূপে লোকে আবুবকরকে ছিদ্দিককে খলিফা স্থির করিলেন? আমি বলিলাম, হে আমিরোল মো'মেনিন, আল্লাহ মৌনাবলম্বন করিলেন, তাঁহার রাছুল মৌনবলম্বন করিলেন, মুছলমানগণ মৌনাবলম্বন করিলেন, তিনি বলিলেন, খোদার

কছম, তুমি আরও জটিলতা বৃদ্ধি করিলে। আবুবকর বেনে আইয়াশ বলিলেন, হে আমিরোল মো'মেনিন, নবি (ছাঃ) ৮ দিবস পীড়িত ছিলেন, তাঁহার নিকট বেলাল উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, কোন ব্যক্তি লোকদিগের নামাজের এমামত করিবে? হজরত বলিয়াছিলেন, আবুবকরকে লোকদিগের নামাজের এমামত করিতে বল। ইহাতে আবুবকর ৮ দিবসলোকদিগের নামাজের এমামত করিলেন, অথচ হজরতের উপর অহি নাজেল হইতেছিল। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহতায়ালার প্রতিবাদ না করার জন্য মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন, ইমানদারগণ হজরত (ছাঃ) এর মৌনাবম্বন করার জন্য মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। ইহাতে খলিফা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দিন।"

(৩) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম—

عن جبير بن مطعم قال اتت امراة الى النبى صلعم فامرها ان ترجع اليه فقالت ارايت ان جئت ولم اجدك كانها تقول الموت قال ان لم تجديني فاتي ابا بكر ☆

"জোবাএর বেনে মোতায়াম বলিয়াছেন, একটি স্ত্রীলোক নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইল, ইহাতে হজরত তাহাকে আদেশ করিলেন, তুমি আমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, আমাকে বলিয়া দিন, যদি আমি আসি, আর আপনাকে না পাই অর্থাৎ আপনি এন্তেকাল করেন, তবে কি হইবে? হজরত বলিলেন, যদি তুমি আমাকে না পাও, তবে আবুবকরের নিকট আসিবে।"

এবনো আছাকেরের রেওয়াএত—

عن ابن عباس قال جائت امرأة الى النبى صلعم تساله شيا فقال لها تعودين فقالت يا رسول الله ان عدت فلم اجدك تعرض بالموت فقل ان جئت فلم تجدينى فاتى ابا بكر فانه الخليفة من بعدى ☆

"এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, একটি স্ত্রীলোক নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু ভিক্ষা চাহিতেছিল, ইহাতে হজরত তাহাকে বলিলেন, তুমি অন্য সময় আসিবে। তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, যদি আমি অন্য সময় আসিয়া আপনাকে না পাই অর্থাৎ আপনি এন্তেকাল করেন, তবে কি হইবে? তদুত্তরে হজরত বলিলেন, যদি তুমি আসিয়া আমাকে না পাও, তবে আবুবকরের নিকট আসিবে, কেননা তিনিই আমার পরে খলিফা হইবেন।

(৪) হাকেমের রেওয়াএত—

عن انس قال بعثنى بنو المنطلق الى رسول الله صلعم ان تاله الى من ندفع صدقاتنا بعدك فاتيته فسالته فقال الى ابى بكر☆

"আনাছ বলিয়াছেন, বনুল-মোস্তালেক আমাকে রাছুল (ছাঃ) এর নিকট এই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিলেন যে, তুমি তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, আপনার এন্তেকালের পরে আমাদের জাকাত গুলি কাহার নিকট প্রদান করিব? ইহাতে আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিছিলেন, আবুবকরের নিকট প্রদান করিও।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার পরে হজরত আবুবকর খলিফা হইবেন।

(৫) ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেম—

عن ابى سعيد الخدرى قال لا يبقين فى المسجد خوخة الا خوخة ابى بكر ☆

আবু ছইদ খুদরি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত বলিয়াছেন, আবুবকরের দ্বার ব্যতীত মছজেদে যেন অন্য কোন দ্বার বাকি রাখা না হয়।

বোখারির রেওয়াএতে আছে—

سدوا عنى كل خوخة فى هذا المسجد غير خوخة ابى بكر ☆

হজরত বলিয়াছেন, আবুবকরের দ্বার ব্যতীত আমার পক্ষ হইতে এই মছজেদে আসিবার প্রত্যেক দ্বার বন্ধ করিয়া দাও?

ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরতের পরে আবুবকরই খলিফা হইবেন, কারণ খলিফার মছজেদের অতি সন্নিকট থাকার আবশ্যক হইয়া থাকে।

(৬) আবুল কাছেম বাগাবির হাছান রেওয়াএত—

يقول يكون خلفى اثنا عشر خليفة ابو بكر لا يلبث الا قليلا☆

হজরত বলিতেছেন, আমার পরে ১২ জন খলিফা হইবে, তন্মধ্যে আবুবকর অল্প দিবস জীবিত থাকিবেন।

(৭) দারকুৎনি, খতিব ও এবনো-আছাকেরের রেওয়াএত-

عن على قال قال لى رسول الله صلعم سألت الله ان يقدمك ثلاثا فابى على الاتقديم ابى بكر ☆

"হজ্রত আলি বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার নিকট তোমাকে অগ্রণী করার জন্য তিন বার প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু আবুবকরকে অগ্রণী করা ব্যতীত আমার দোয়া গৃহীত হয় নাই।

(৮) এবনো আছাকেরের রেওয়াএত—

عن حفصة انها قالت رسول الله صلعم اذا انت ترمت قدمت ابا بكر قال لست انا اقدمه و لكن الله قدمه ☆

(হজরত হাফছা বিবি নবি (ছাঃ) কে বলিয়াছিলেন, আপনি যে সময়ে এন্তেকাল করিবেন, আবুবকরকে অগ্রণী করিবেন। ইহাতে হজরত বলিলেন, আমি তাঁহাকে অগ্রণী করিব না, কিন্তু আল্লাহ তাঁহাকে অগ্রণী করিয়াছেন।

(৯) আহমদ, তেরমেজি, এবনো মাজা, হাকেম ও এবনো হাব্বানের রেওয়াএত—

انی لا ادری ما بقدر بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر ☆

"হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমি জানিনা, আমি তোমাদের মধ্যে কত দিবস জীবিত থাকিব, কিন্তু তোমরা আমার পরবর্ত্তী দুই জনের আবুবকর ও ওমারের তাবেদারি করিবে। ইহাতে আবুবকর ও ওমারের খেলাফতের কথা প্রকাশিত হইতেছে।

(১০) বোখারি ও মোছলেমের রেওয়াএত—

بینا انا نائم و اینی علی قلیب علیها دلو فنزعت منها ماشاء الله ثم اخذها ابن ابی قحافة فنزع ذنوبا او ذنوبین و فی نزعه ضعف و الله یغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فاخذها ابن الخطاب فلم ارعبقریا من الناس ینزع نزع عمر حتی ضرب الناس بعطن ☆

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমতবস্থায় আমি নিজেকে এক নূতন কূপের নিকট দেখিলাম, উহার উপর একটি বালতি রহিয়াছে, তৎপরে আমি, আল্লাহ যে পরিমাণ ইচ্ছা করিলেন উহা ইহতে পানি উত্তোলন করিলাম। তৎপরে আবু কোহাফার পুত্র (আবুবকর) উহা লইয়া কয়েক বালতি কিম্বা দুই বালতি পানি উত্তোলন করিলেন, তাঁহার উত্তোলনে কিছু দুর্ব্বলতা ছিল, আল্লাহ তাঁহাকে তাঁহার দুর্ব্বলতা ক্ষমা করুন। তৎপরে উহা বড় বালতিতে পরিণত হইল, তখন (ওমার) বেনেল খাত্তাব উহা লইলেন, আমি কোন শক্তিশালী মনুষ্যকে ওমারের ন্যায় সজোরে উত্তোলন করিতে দেখি নাই, এমন কি লোকেরা উটের বসাইবার আডডায় চলিয়া গেল।"

অন্য রেওয়াএতে আছে—

'ওমার অবিরত উত্তোলন করিতে লাগিলেন, এমন কি লোকেরা চলিয়া গেল ও হাওজ প্রবাহিত হইতেছিল।"

অন্য রেওয়াএতে আছে—

"আমার নিকট আবুবকর আসিয়া আমাকে শান্তি দেওয়ার জন্য আমার হস্ত হইতে বালতি লইলেন।"

এমাম নাবাবি তহজিব কেতাবে লিখিয়াছেন, এই হাদিছে হজরত আবুবকর ও ওমারের খেলাফতের ইশারা করা হইয়াছে, আবুবকর হজরতের হস্ত হইতে বালতি লইলেন, ইহার অর্থ ইনি তাঁহার পরে খলিফা হইবেন। তাহার উত্তোলনে দুর্ব্বলতা থাকার অর্থ তাঁহার খেলাফতের কাল অল্প হইবে, ওমারের সজোরে বড় বালতি উত্তোলন করার অর্থ তাঁহার খেলাফতের সময় দীর্ঘ হইবে, ইছলামের রাজত্ব বিস্তৃত হইবে, বহু জয় লাভ হইবে, বহু স্থান শহর করা হইবে, প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার তাহাই ঘটিয়াছিল, তাঁহার খেলাফত কালে শাম, ইরাক, পারস্য, রুম, মিশর, এস্কেন্দারিয়া, মগরেব দেশ ইছলাম রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

(১১) এবনো-হাব্বানের রেওয়াএত—

عن سفينة لما بنى رسول الله صلعم المسجد وضع فى البناء حجرا و قال لابى بكر ضع حجرك الى جنب حجرى ثم قال لعمر ضع حجرك الى جنب حجر ابى بكر ثم قال لعثمان ضع حجرك الى جنب حجر عمر ثم قال هؤلاء الخلفاء بعدك ☆

"ছফিনা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যে সময় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি উহার ভিত্তিতে একখানা প্রস্তর স্থাপন করিয়া আবুবকরকে বলিলেন, তুমি তোমার প্রস্তরকে আমার প্রস্তরের পার্শ্বে স্থাপন কর। তৎপরে তিনি ওমারকে বলিয়াছিলেন, তুমি তোমার প্রস্তরকে আবুবকরের প্রস্তরের পার্শ্বে স্থাপন কর। তৎপরে তিনি ওছমানকেবলিলেন, তুমি তোমার প্রস্তরকে ওমারের প্রস্তরের পার্শ্বে স্থাপন কর। তৎপরে হজরত বলিলেন, ইহারাই আমার পরে খলিফা হইবেন।"

এমাম আবু জোরয়া বলিয়াছেন, ইহার ছনদ নির্দ্দোষ, হাকেম মোস্তাদরেক কেতাবে এই হাদিছটি ছহিহ বলিয়াছেন।

(১২) আহমদ ও আবু দাউদের রেওয়াএত—

ان رجلا قال يا رسول الله رايت دلوا ادلى من السماء فجاء ابو بكر فاخذ بها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فاخذ بها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فاخذ بها فشرب حتى تضلع ثم جاء على فانتشطت و رفعت فانتفح عليه منها شئ ☆

"নিশ্চয় এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, যেন একটি বালতি আছমান হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তৎপরে আবুবকর আসিয়া উহা ধরিয়া লইয়া অল্প পরিমাণ পান করিলেন, তৎপরে ওমার আসিয়া উহা ধরিয়া লইয়া পান করিলেন, এমন কি খুব তৃপ্তি লাভ করিলেন। তৎপরে ওছমান আসিয়া উহা ধরিয়া লইয়া পান করিলেন, এমন কি উদর পূর্ণ করিয়া লইলেন। তৎপরে আলি আসিলেন, অমনি উক্ত বালতি টানিয়া উঠাইয়া লওয়া হইল উক্ত বালতি হইতে সামান্য পরিমাণ ছিটা তাহার উপর পড়িল।

ইহাতে চারি ছাহাবার খেলাফতের প্রমাণ হইল, কিন্তু ইহাতে বুঝা যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলিফার খেলাফতে ইছলামের খুব বেশী পরিমাণ উন্নতি লাভ হইবে। আর হজরত আলির খেলাফত কালে ইছলামের উন্নত নাম মাত্র হইবে।

(১৩) আহমদ, আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি ও এবনো হাব্বানের ছহিহ রেওয়াএত—

হজরত বলিয়াছেন—

☆ الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك ☆

খেলাফত ৩০ বৎসর, তৎপরে বাদশাহী হইবে। অন্য রেওয়াএতে আছে তৎপরে অত্যাচার বিশিষ্ট রাজত্ব হইবে।

ত্রিশ বৎসরে চারি ছাহাবা ও এমাম হাছানের খেলাফত কাল ছিল, ইহাতে হজরত আবুবকর, ওমার, ওছমানের খেলাফত সত্য হওয়া প্রমাণিত হইল।

(১৩) ছুরা ফৎহ—

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ
شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ج فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا
حَسَنًا ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

"তুমি যুদ্ধ হইতে পশ্চাৎপদ যাযাবরদিগকে বল, অচিরে তোমরা শক্তিশালী সম্প্রদায়ের দিকে আহুত হইবে, তোমরা তাহাদের সহিত জেহাদ করিবে।

অনন্তরে যদি তোমরা আদেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদিগকে উৎকৃষ্ট বিনিময়ে প্রদান করিবেন, আর যদি তোমরা পশ্চাৎপদ হও যেরূপ ইতিপূর্ব্বে পশ্চাৎপদ হইয়াছিলে, আল্লাহ তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিবেন এবনো-আবিহাতেম জোয়াবের হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে উক্ত শক্তিশালী সম্প্রদায় বনু হানিফা সম্প্রদায়। এবনো আবি হাতেম ও এবনো কোতায়বা প্রভৃতি বলিয়াছেন, এই আয়তে আবুবকর ছিদ্দিকের খেলাফত প্রমাণিত হয়, কেননা তিনিই বনুহানিফা সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। শেখ আবুল হাছান আশয়ারি (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি এমাম আবুল আব্বাছ বেনে-ছোরাএজকে বলিতে শুনিয়াছি, আবুবকর ছিদ্দিকের খেলাফত কোর-আনের এই আয়তে প্রমাণিত হয়, কেননা বিদ্বানগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই আয়ত নাজেল হওয়ার পরে তাহা ব্যতীত কেহ শক্তিশালী সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লোকদিগকে আহ্বান করেন নাই।

হজরত আবুবকরের খেলাফতের বিবরণ

ছহিহ বোখারি, ১।৫১৮ পৃষ্ঠা—

আনছার সম্প্রদায় বনি-ছা'য়েদার গুপ্ত বারান্দায় ছা'দ বেনে ওবাদার নিকট সমবেত হইয়া বলিলেন, আমাদের মধ্য হইতে একজন

খলিফা হইবেন, এবং তোমাদের (কোরাএশদের) মধ্য হইতে একজন খলিফা হইবেন, তৎপরে তাহাদের নিকট আবুবকর, ওমার, আবুওবায়দা উপস্থিত হইলেন। ওমার কথা বলার ইচ্ছা করিলেন, আবুবকর তাঁহাকে চুপ থাকিতে বলিলেন। ওমার বলিলেন, খোদার কছম, আমার উদ্দেশ্য এই ছিল, আমি এরূপ একটি কথা পছন্দ করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম যে, আমার আশঙ্কা হইতেছিল যে, আবুবকর উহা অবগত না থাকিতে পারেন। তৎপরে আবুবকর বক্তৃতা আরম্ভ করেন, অতি পারদর্শী ব্যক্তির ন্যায় বক্তৃতা করেন, তিনি বক্তৃতার মধ্যে ইহা বলিয়াছিলেন, আমরা খলিফা হইব, তোমরা মন্ত্রি হইবে। ইহাতে হোবাব বেনেল মোঞ্জের (আনছারি) বলিলেন না, খোদার কছম, ইহা করিব না। আমাদের মধ্য হইতে একজন খলিফা হইবে, আর তোমাদের মধ্য হইতে একজন খলিফা হইবে। ইহাতে আবুবকর বলিলেন, না, আমরাই খলিফা হইব, তোমরা মন্ত্রি হইবে, উক্ত কোরাএশগণ মক্কার মধ্যে আরবগণের শিরোমণি, সৎকার্য্যে তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। কাজেই তোমরা ওমার কিম্বা আবু ওবায়দা বেনেল জাররাহের নিকট বয়য়ত কর। তখন ওমার বলিলেন, বরং আমরা আপনার নিকট বয়য়ত করিব, আপনি আমাদের ছৈয়দ (অগ্রণী), শ্রেষ্টতম ও রাছুল (ছাঃ) এর সমধিক প্রিয়পাত্র। তৎপরে ওমার তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহার নিকট বয়য়ত করিলেন এবং লোকেরা তাঁহার নিকট বয়য়ত করিলেন।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে—

হজরত ওমার বলিলেন, এই বাক্যে কেহ যেন প্রতারিত না হয় যে, আবুবকরের বয়য়ত একটি আকস্মিক ব্যাপার, সত্যই উহা আকস্মিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু খোদা উহার অনিষ্টতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আবুবকরের নিকট যেরূপ বড় বড় লোক নত হইয়াছে, বর্ত্তমানে তোমাদের মধ্যে এরূপ কোন লোক নাই। হজরতের এন্তেকালের সময় তিনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। নিশ্চয় আলি, জোবাএর ও

তাঁহাদের সঙ্গিরা হজরত ফাতেমার গৃহে ছিলেন, আনছারেরা আমাদের দল হইতে পৃথক হইয়া বনি ছাএদার গুপ্ত বারামদায় সমবেত হইলেন, মোহাজেরগণ আবুবকরের নিকট সমবেত হইলেন, আমি আবুবকরকে বলিলাম, আমাদিগকে আমাদের ভ্রাতা আনছারদিগের নিকট লইয়া চলুন, আমরা সেই দিকে চলিলাম, পথিমধ্যে দুইজন নেককার লোক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনছারদিগের সভার কথা উল্লেখ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, হে মোহাজের সম্প্রদায়, আপনারা কোথায় যাইতেছেন? আমরা বলিলাম, আমাদের আনছার ভ্রাতাদিগের নিকট যাইতেছি। তাহারা বলিলেন, আপনারা তাঁহাদের নিকট না গেলেও আপনাদের কোন ক্ষতি হইবে না, আপনারা নিজেদের কার্য্য সম্পাদন করুন। আমি বলিলাম, খোদার কছম, আমরা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইব। আমরা বনি-ছায়েদার গুপ্ত বারামদায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে একত্রিত দেখিলাম, তাঁহাদের সম্মুখে ছাদ বেনে ওবায়দাকে চাদর আবৃত অবস্থায় দেখিয়া বলিলাম, তাঁহার কি হইয়াছে? তাঁহারা বলিলেন, তিনি পীড়িত। আমরা উপবেশন করিলে, তাঁহাদের খতিব আল্লাহতায়ালার উপযুক্ত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, আমরা আল্লাহতায়ালার সহায়তাকারী ও ইছলামের সৈন্য, আর হে মোহাজেরগণ তোমরা আমাদের একদল, তোমাদের একদল আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহিতেছেন, তোমরা ইচ্ছা করিতেছ, আমাদিগকে অপসারিত করিয়া তোমরা একা স্বাধীন ভাবে খেলাফত কার্য্য পরিচালিত করিবে। তিনি চুপ করিলে, আমি বক্তৃতা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলাম, আমি একটি কথা পছন্দ করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, আবুবকরের সম্মুখে উহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, আমি কিয়ৎ পরিমাণ তাঁহার নিকট সৌজন্যতা প্রকাশ করিতাম, তিনি আমা অপেক্ষা সমধিক ধীর ও গম্ভীর ছিলেন। আবুবকর বলিলেন, তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর। আমি তাঁহাকে রাগান্বিত করা না পছন্দ করিলাম, তিনি আমা অপেক্ষা সমধিক বিজ্ঞ ছিলেন। খোদার কছম, আমি

গবেষণা করিয়া যে কথা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, তিনি বিনাগবেষণা তৎসমুদয় বলিলেন, বরং তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন, হে আনছার দল, তোমরা যে গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছ, তোমরা উহার উপযুক্ত, আরবেরা এই খেলাফত এই কোরাএশ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কাহারও অধিকৃত বলিয়া জানে না, তাহারা বংশে ও গৃহে আরবদের শিরোমণি। আমি তোমাদের জন্য এই দুই জনকে মনোনীত করিলাম, এতদুভয়ের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা কর, পছন্দ করিয়া লও এবং তিনি আমার ও আবু ওবায়দার হস্ত ধরিলেন। আমি তাঁহার এই কথা ব্যতীত কোন কথা অপছন্দ করি নাই, যদি আমি অগ্রসর হই এবং তুমি বিনা অপরাধে আমার গলদেশ কাটিয়া ফেল, তাহা ও ইহা হইতে উত্তম যে, আমি এরূপ দলের নেতৃত্ব করিব—যাহাদের মধ্যে আবুবকর থাকেন। তখন আনছার সম্প্রাদায়ভুক্ত হোবাব বেনেল মোঞ্জের বলিলেন, আমার মত ও কৌশলে লোদিগের শান্তি হইয়া থাকে এবং আমি বীরত্ব সহকারে তাহাদের বিপদ বিমোচন করিয়া থাকি। আমাদের মধ্য হইতে একজন আমির হইবে, আর আপনাদের মধ্য হইতে একজন আমির হইবে। যখন জনতার শব্দ অধিক হইতে অধিকতর ও উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল, এমন কি মতভেদের আশঙ্কা করিলাম, তখন আমি বলিলাম, হে আবুবকর, আপনি হস্ত প্রসারিত করুন। তিনি হস্ত প্রসারিত করিলে, আমি তাহার নিকট বয়য়ত করিলাম। মোহাজেরগণ বয়য়ত করিলেন। তৎপরে আনছারগণ বয়য়ত করিলেন। খোদার কছম, আমরা যে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলাম, উহাতে আবুবকরের নিকট বয়য়ত করা অপেক্ষা কোন সুপন্থা দেখিতে পাই নাই। আমাদের আশঙ্কা হইল, যদি স্বজাতিরা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান এবং বয়য়ত কার্য্য সম্পাদিত না হয়, তবে আমাদের পরে কাহারও নিকট বয়য়ত করিতে পারেন। একেত্রে হয়ত আমরা যাহাকে পছন্দ করি না, তাঁহার নিকট আমাদের বয়য়ত করিতে হইবে, না হয় তাহাদের বিরুদ্ধাচারণ করিতে হইবে, ইহাতে ফাছাদের সৃষ্টি হইবে।

অন্য রেওয়াএতে আছে—

আবুবকর আনছারদিগের বিরুদ্ধে এই হাদিছ প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছিলেন। "খলিফাগণ কোরাএশ বংশধর হইবেন।" ইহা ছহিহ হাদিছ, প্রায় ৪০ জন ছাহাবা এই হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন।

নাছায়ি, আবু ইয়ালি ও হাকেম ছহিহ ছনদে উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত এবনো মছউদ বলিয়াছেন, হজরতের এন্তেকাল হইয়া গেলে, আনছার দল বলিলেন, আমাদের মধ্য হইতে একজন আমির হইবেন, আর আপনাদের মধ্য হইতে একজ আমির হইবেন। তাঁহাদের নিকট ওমার বেনেল খাত্তাব উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আনছার সম্প্রদায়, আপনারা কি অবগত নহেন যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকরকে লোকদিগের এমামত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন ? কাহার অন্তর সুখী হইবে যে, সে আবুবকরের অগ্রগামী হইবে? ইহাতে আনছার সম্প্রদায় বলিলেন, আমরা আবুবকরের অগ্রগামী হইতে নাউজো বিল্লাহ পড়িতেছি।

এবনো-ছা'দ হাকেম ও বয়হকির রেওয়াএত—

আবু ছইদ খুদরি বলিয়াছেন, যখন আনছারগণ ছা'দ বেনে ওবায়দার গৃহে গুপ্ত বারাম্দাতে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আবুবকর ও ওমার ছিলেন, আনছার দলের খতিবগণ দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহাদের একজন বলিলেন, হে মোহাজেরগণ যখন নবি (সাঃ) তোমাদের কোন একজনকে কর্মচারী নিয়োগ করিতেন, তাঁহার সঙ্গে আমাদের একজনকে সহকারী করিতেন। এই হেতু আমরা ধারণা করিতেছি যে, এই কার্য্যের নেতা দুইজন হউক- এক জন আমাদের মধ্য হইতে, অপর একজন তোমাদের মধ্য হইতে, তাহাদের খতিবগণ এই মত অনুমোদন করিলেন। তখন জয়েদ বেনে ছাবেত দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, তোমরা কি জান না যে, রাছুলুল্লাহ মোহাজের সম্প্রদায় হইতে ছিলেন, তাঁহার খলিফা ঐ সম্প্রদায় হইতে হইবেন? আমরা রাছুলের সহায়তাকারী ছিলাম, কাজেই আমরা

তাঁহার খলিফার সহায়তাকারী হইব। তৎপরে তিনি আবুবকরের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, ইনিই তোমাদের নেতা, তখন ওমার তাঁহার নিকট বয়য়ত করিলেন। তৎপরে মোহাজের ও আনছারগণ তাঁহার নিকট বয়য়ত করিলেন। আবুবকর মিম্বরের উপর আরোহণ করিয়া দলের লোকদিগের চেহরার দিকে নজর করিয়া জোবাএরকে না দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন, তিনি আগমন করিলে, আবুবকর বলিলেন, হে রাছুলের ফুফির পুত্র ও তাঁহার সহকারী, তুমি কি মুছলমানদিগের একতা ভঙ্গ করিতে চাহ? ইহাতে তিনি বলিলেন, হে রাছুলের খলিফা, কোন চিন্তা নাই, এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিকট বয়য়ত করিলেন। তৎপরে তিনি দলের মধ্যে আলিকে না দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন, তিনি উপস্থিত হইলে, আবুবকর বলিলেন, হে রাছুলের চাচাত ভাই ও জামাতা, তুমি কি মুছলমানদিগের একতা নষ্ট করিতে চাহ? তিনি বলিলেন, না, হে রাছুলের খলিফা তৎপরে তিনি তাঁহার নিকট বয়য়ত করিলেন।

এবনো এছহাকের রেওয়াএত—

যে সময় গুপ্ত বারামদাতে হজরত আবুবকর খলিফা পদে বরিত হইলেন, পর দিবস তিনি মেম্বরের উপর বসিলেন। তৎপরে ওমার দণ্ডায়মান হইয়া খোদার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্য্যকে তোমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির উপর ন্যাস্ত করিয়াছেন, যিনি রাছুলের সহচর ও ছওর নামক গর্ত্তে তাঁহার সঙ্গী তোমরা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিকট বয়য়ত কর। তখন সর্ব্বসাধারণ তাঁহার নিকট বয়য়ত করেন। তৎপরে আবুবকর আল্লাহর প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে লোক সকল, আমি তোমাদের খলিফা নিয়োজিত হইয়াছি, আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নহি। (ইহা তাঁহার নম্রতা) যদি আমি হিতজনক কার্য্য করি, তবে তোমরা আমার সহায়তা করিও। আর যদি অহিত কার্য্যকরি, তবে তোমরা আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিও। সত্য কথা বিশ্বাস পরায়ণতা ও অসত্য বিশ্বাস

ঘাতকতা তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুর্বল সে আমার নিকট সবল, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে আমি তাহার হক বজায় করিয়া দিব। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলবান, সে আমার নিকট দুর্ব্বল, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে আমি তাহার নিকট হইতে অন্যের হক আদায় করিয়া দিব। যে কোন সম্প্রদায় খোদার পথে জেহাদ করা ত্যাগ করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কুকার্য্য প্রচারিত হইবে, আল্লাহ তাহাদিগকে বিপদপন্ন করিবেন। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও রাছুলের তাবেদারি করি, তোমরা আমার তাবেদারি করিও। আর যদি আমি আল্লাহ ও রাছুলের অবাধ্যতা করি, তবে তোমাদের পক্ষে আমার তাবেদারি করা ওয়াজেব হইবে না। তোমরা নামাজে দণ্ডায়মান হও, খোদা তোমাদের উপর রহম করুন।"

মুছা বেনে আকাবা ও হাকেমের ছহিহ রেওয়াএত—

আবুবকর খোৎবা প্রসঙ্গে বলিলেন, আমি রাত্রে কিম্বা দিবসে কখন খেলাফতের লোভ করি নাই, উহার জন্য আগ্রহান্বিত হই নাই, গোপনে বা প্রাকাশ্যে আল্লাহর নিকট তজ্জন্য দোয়া করি নাই, কিন্তু আমি ফাছাদের আশঙ্কা করিয়াছিলাম, খেলাফত কার্য্যে আমার কোন সুখ শান্তি নাই, আমি এরূপ বৃহৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি—যাহা বহন করার শক্তি আমার নাই, আল্লাহতায়ালার শক্তি প্রদান ব্যতীত আমার কোন শক্তি নাই। ইহাতে আলি ও জোবাএর বলিলেন, পরামর্শ সভায় আমাদিগকে আহ্বান করা হয় নাই, এই জন্য আমরা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু আমরা এই খেলাফত কার্য্যে লোকদিগের মধ্যে তাঁহাকে সমধিক উপযুক্ত মনে করি, নিশ্চয় তিনি রাছুলের ছওর গর্ত্তের সহচর, নিশ্চয় আমরা তাঁহার বোজর্গী ও হিতের কথা জানি। হজরত (ছাঃ) জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে নামাজের এমাম করিয়াছিলেন।

এবনো-ছা'দের রেওয়াএত—

ওমার প্রথমে আবু ওবায়দার নিকট বয়য়ত করিতে যান এবং

বলেন, আপনি রাছুলের রসনায় এই উম্মতের বিশ্বাসভাজন। ইহাতে তিনি বলেন, হে ওমার তোমার মুছলমান হওয়ার পরে ইতিপূর্ব্বে তোমার মতের দুর্ব্বলতা দেখি নাই, তোমাদের মধ্যে ছিদ্দিক ও রাছুলের সহচর থাকিতে আমার নিকট বয়য়ত করিবে?

অন্য রেওয়াএতে আছে—

আবুবকর ওমারকে বলিলেন, তুমি হাত লম্বা কর, আমি তোমার নিকট বয়য়ত করি। ইহাতে তিনি বলিলেন, আপনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। আবুবকর

বলিলেন, তুমি আমা অপেক্ষা শক্তিশালী তিনি বারংবার বলিতেছিলেন, তখন ওমার বলিলেন, আমার শক্তি আপনার শ্রেষ্টত্বের সহিত মিলিত হইবে, পরে ওমার তাঁহার নিকট বয়য়ত করেন।

আহমদের রেওয়াএত—

আবুবকর বনি-ছায়েদার বারামদাতে খোৎবা পাঠ কালে আনছারদিগের সম্বন্ধে যে আয়তগুলি নাজেল হইয়াছিল এবং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লেখ করিয়াছিলেন তৎসমস্তই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা অবগত আছ, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, যদি লোকেরা এক ময়দানে যায় এবং আনছারেরা অন্য ময়দানে যান, তবে আমি আনছারদের ময়দানে যাইব। হে ছা'দ। তুমি বসিয়াছিলে, এমতাবস্থায় রাছুল (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, কোরাএশগণ এ কার্য্যের খলিফা হইবেন। ছা'দ বলিলেন, আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন, আমরা উজির, আপনারা খলিফা।"

এই রেওয়াএতে বুঝা যায় যে, যে রেওয়াএতে আছে যে, ছা'দ তাঁহার নিকট বয়য়ত করেন নাই, উহা জইফ রেওয়াএত।

বয়হকি বলিয়াছেন, আবু ছইদের উল্লিখিত রেওয়াএতে বুঝা যায় যে, হজরত আলি ও জোবাএর প্রথমাবস্থায় বয়য়ত করিয়াছিলেন, এই

রেওয়াএততি মওছুল, ইহাই সমধিক ছহিহ, আর মোছলেমে যে আবু ছইদের রেওয়াএত ইহার বিপরীত উল্লিখিত হইয়াছে, উহা মওছুল নহে, কাজেই জইফ।

আর আএশার রেওয়াএতে যে তাঁহার বিলম্বে বয়য়ত করার কথা আছে, উহা দ্বিতীয় বয়য়ত করার কথা, হজরত আলি প্রথম বার বয়য়ত করার পরে হজরত ফাতেমার মনোমালিন্যের জন্য তাঁহার খেলাফত কার্যে সহায়তা করেন নাই, পরে তাঁহার এন্তেকালের পরে দ্বিতীয়বার বয়য়ত করিয়াছিলেন, হজরত আবু ছইদ প্রথম বয়য়তের কথা জানিতেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে হজরত আএশা উহা অবগত ছিলেন না বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন।

হজরত আবুবকর যদি স্বার্থপরতার জন্য ইহা করিতেন, তবে তিনি আবু ওবায়দা ও ওমারের নিকট বয়য়ত করিতে আগ্রহ প্রকাস করিতেন না। স্বার্থপরতা-বাঞ্ছিত হইলে, তিনি এন্তেকালের সময়ে নিজ পুত্রকে খলিফা করিয়া যাইতেন। তিনি যে নিজকে অনুপযুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা খোদাভীরু লোকদের চিহ্ন আল্লাহ ও রাছুল প্রত্যেককে নম্রতা করিতে আদেশ দিয়াছেন, স্বয়ং আলি নিজ পুত্র মোহাম্মদ বেনে হানিফাকে বলিয়া ছিলেন, তোমার পিতা একজন সামান্য মুছলমানের তুল্য। হজরত আবুবকর নিজেকে নিষ্পাপ বলিয়া দাবি করেন নাই, নবিগণ ব্যতীত কেহ নিষ্পাপ বলিয়া দাবি করিতে পারে না।

শিয়াদের নহজোল-বালাগাতে আছে—

لا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانى لست بفوق

ان اخطئ و لا آمن ذلك من فعلى ☆

"হজরত আলি বলিয়াছেন, তোমরা সত্য কথা বলিতে কিম্বা ন্যায় বিচারের পরামর্শ নিতে কুণ্ঠিত হইওনা, কেননা-আমি ইহা হইতে উচ্চ নহি যে, দোষ করি এবং নির্ভীক নহি যে, উহা আমার কার্য্য হইয়া পড়ে।"

উপরোক্ত প্রমাণে বুঝা গেল যে, সমস্ত মোহাজের ও আনছার হজরত আবুবকরের নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন, যদি হজরত নবি (ছাঃ) হজরত আলির জন্য অছিএত করিয়া যাইতেন, তবে হজরত আলি কেন উহা প্রকাশ করিলেন না।?

শিয়াদের তোহফাতোল আহবারের ১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, আলির আবুবকরের নিকট বয়য়ত করার কথা মিথ্যা, কিন্তু দুনইয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছহিহ্ কেতাব বোখারি শরিফের ২।৬০৯ পৃষ্ঠায় ও মোছলেম শরিফের ২।৯১।৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হজরত আলি হজরত আবুবকরের নিকট বয়য়ত করিয়াছেন, শিয়ারা এই সত্য ঘটনা ঢাকিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি জবরদস্তিতে পড়িয়া বয়য়ত করিয়াছিলেন।

শিয়াদের ইরানে মুদ্রিত এহতেজাজে-তাবরাছির ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

ثم نادى قبل ان يبايع يا ابن ام ان القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى ثم تناول يد ابى بكر فبايعه ☆

"তৎপরে আলি বয়য়ত করার পূর্ব্বে উচ্চশব্দে বলিয়াছিলেন, হে আমার ভ্রাতা, নিশ্চয় সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে দুর্ব্বল ধারণা করিয়াছেন এবং প্রায় আমাকে হত্যা করিতেছিলেন, তৎপরে তিনি আবুবকরের হস্ত ধরিয়া বয়য়ত করিলেন।"

তাঁহাদের রওজায় কাফির ১১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

قال هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا ابوا ان يبايعوا حتى جاؤا بامير المؤمنين عليه السلام مكرها فبايع ☆

এমাম "বাকের বলিয়াছেন, এই তিন ব্যক্তির উপর শিয়ামত নির্ভর করিতেছে, তাহারা বয়য়ত করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, এমনকি তাহারা আমির (আঃ) কে জবরদস্তি ভাবে লইয়া গেলেন, তৎপরে তিনি বয়য়ত করিলেন।"

উক্ত রওজা কাফি, ১৩৯ পৃষ্ঠা—

فلذلك كتم على عليه السلام امره و بايع مكرها حيث لم يجد اعوانا ☆

এই হেতু আলি (আঃ) নিজের খেলাফতের কথা গোপন করিয়াছিলেন এবং জবরদস্তি ভাবে বয়য়ত করিয়াছিলেন যেহেতু তিনি সহকারী পান নাই।"

শিয়াদের এইরূপ আপত্তি একেবারে বাতীল, তারিখে তাবাবির ৩।২০২।২০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

قال ابو سفيان لعلى ما بال هذا الامر فى اقل حى من قريش و الله لئن شئت لا ملاء نها عليه خيلا و رجالا فقال على يا ابا سفيان طال ما عاديت الاسلام و اهله فلم تضره بذلك شيأ انا وجدنا ابا بكر لها اهلا ☆

আবু ছুফইয়ান আলিকে বলিয়াছিলেন, এই খেলাফতের কি অবস্থা যে কোরাএশদিগের সামান্য সংখ্যক দলের মধ্যে ন্যস্ত হইবে। খোদার কছম, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে সত্যই আমি উক্ত খেলাফতের জন্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদ্বারা মদিনা পুর্ণ করিয়া দিব। ইহাতে আলি বলিলেন, হে আবু ছুফইয়ান, অনেক দিবস তুমি ইছলাম ও ইছলাম অবলম্বিদিগের শত্রুতা সাধন করিয়াছ, কিন্তু তদ্বারা কোন বিষয়ের ক্ষতি করিতে পার নাই। নিশ্চয় আমরা আবুবকরকে উহার উপযুক্ত প্রাপ্ত হইয়াছি।"

আরও লিখিত আছে—

لما اجتمع الناس على بيعة ابى بكر اقبل ابو سفيان و هو يقول و الله انى لارى عجاجة لا يطفئها الا دم يا ال عبد مناف فيما ابو بكر من اموركم و قال ابا حسن ابسط يدك حتى ابايعك فابى على فجعل يتمثل بشعر الملتمس فزجره على و قال انك و الله ما اردت بهذا الا الفتنة و انك و الله طال ما بغيت الاسلام شرا لا حاجة لنا فى نصيحتك ☆

"যখন লোকেরা আবুবকরের বয়য়তের উপর একত্রিত হইলেন আবু ছুফইয়ান অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন, খোদার শফথ, নিশ্চয় আমি এরূপ ধুম দেখিতেছি যে, রক্তপাত ব্যতীত উহা নির্ব্বাচিত হইবে না। হে আব্দে মানাফের বংশধরগণ! আবুবকর তোমাদের কার্য্যে কি জন্য নিযুক্ত হইলেন এবং তিনি বলিলেন, হে আলি, তুমি নিজের হস্ত প্রসারিত কর, আমি তোমার নিকট বয়য়ত করিব, আলি ইহা অস্বীকার করিলেন। তখন আবু ছুফইয়ান কবি মোলতামোছের কবিতা পড়িয়া দৃষ্টান্ত দিলেন, ইহাতে আলি তাঁহাকে ধমকাইয়া বলিলেন, খোদার কছম, তুমি ইহা দ্বারা ফাছাদ ব্যতীত আর কিছু কামনা কর নাই, খোদার কছম, অনেক সময় তুমি ইছলামের অহিতের চেষ্টা করিয়াছ, তোমাদের উপদেশের আমার আবশ্যক নাই।"

শিয়াদের নহজোল-বালাগাত, ৪৬ পৃষ্ঠা—

من خطبة له عليه السلام لما قبض رسول الله صلعم و

خاطبه العباس و ابوسفيان بن حرب في ان يبايعوا له با لخلافة ☆

"আমির (আঃ) এর খোৎবা যে সময় রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এন্তেকাল করেন এবং আব্বাছ ও আবু ছুফইয়ান বেনে হারব তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা উভয়ে তাঁহার নিকট খেলাফত সম্বন্ধে বয়য়ত করিবেন।"

খোৎবাটি এই—

ايها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة و عرجوا عن

طريق المنافرة وضعوا تيجان المفاخرة افلح من نهض بجناح او

استسلم فاراح هذا ماء واجن و لقمة يغص بها اكلها و مجتن

الثمرة بغير وقت ايناعها كالزارع بغير ارضه ☆

"হে লোকেরা, অশান্তির ঢেউগুলি মুক্তির নৌকাগুলি দ্বারা অতিক্রম কর, কলহ-বিরোধের পথ হইতে সরিয়া পড়, গৌরবের টুপিগুলি (জমিতে) রাখ। যে ব্যক্তি বাহুবলে দণ্ডায়মান হইয়াছে, সে ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিয়াছে, কিম্বা যে ব্যক্তি পরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, সে শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা যন্ত্রণাদায়ক পানি ও এরূপ খাদ্য মুষ্টি যে ভক্ষণকারির গলায় আবদ্ধ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্ব্বে পাড়িতে যায়, সে যেন অপরের জমিতে কর্ষণ করিতে থাকে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত আলি তাহাদিগকে অশান্তি করিতে নিষেধ করিতেছেন, আর তিনি বলিতেছেন, ইহা তাঁহার খেলাফতের সময় নহে, এখন খেলাফত লাভ করার চেষ্টা অনধিকারে যাওয়ার তুল্য।

শিয়াদের এবনো-আবিল হাদিদ লিখিত নহজোল বালা-গাতের টীকা, ১৫১ পৃষ্ঠা—

وروى احمد بن عبد العزيز قال جاء ابو سفيان الى على عم فقال غلبكم على هذا الامر اذل بيت فى قريش اما و الله ان شئت لا ملاء نها على ابى فصيل خيلا ورجلا فقال على عم طالما غششت الاسلام و اهله فما ضررتهم شيأ لا حاجة لنا الى خيلك و رجلك لو لا انا راينا ابا بكر لها اهلا لما تركناه ☆

আহমদ বেনে আবদুল আজিজ বলিয়াছেন, আবু ছুফইয়ান আলি (আঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, কোরাএশদিগের সমধিক হীন বংশ এই খেলাফত কার্য্যে তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হইয়া গেল। খোদার কছম, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমি আবুবকরের বিরুদ্ধে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা এই ময়দান পূর্ণ করিয়া দিতে পারি। ইহাতে আলি (আঃ) বলিলেন, তুমি অনেক সময় ইছলাম ও মুছলমানদিগের বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ, কিন্তু তুমি তাঁহাদের কোন ক্ষতি করিতে পার নাই, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সামন্তের আমার আবশ্যক নাই। যদি আমরা আবুবকরকে খেলাফতের যোগ্য না দেখিতাম, তবে আমরা তাঁহাকে ছাড়িতাম না।

আরও উহার ১৫২ পৃষ্ঠা—

لما قبض رسول الله صلعم اتانا ابو سفيان بن حرب تلك الساعة فدعوناك الى ان نبايعك و قلت لك ابسط يدك

ابايعک و يبايعک هذا الشيخ فانا ان بايعناک لم يخلف عليک احد من بنی عبد مناف واذا بايعک بنو عبد مناف لم يخلف عليک قريش واذا بايعک قريش لم يخلف عليک احد من العرب ☆

হজরত আব্বাছ বলিয়াছেন, যে সময়ে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এন্তেকাল করেন, আবু ছুফইয়ান বেনে হরব সেই সময়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হন, তখন আমরা তোমাকে এই উদ্দেশ্যে ডাকিলাম যে আমরা তোমার নিকট বয়য়ত করিব এবং আমি ভাবিলাম তুমি হস্ত লম্বা করিয়া দাও, আমি তোমার নিকট বয়য়ত করিব এবং এই বৃদ্ধ তোমার নিকট বয়য়ত করিবেন। যদি আমরা তোমার নিকট বয়য়ত করিতাম, তবে তোমার বিরুদ্ধে আব্দেমান্নাফের বংশধরগণের মধ্যে কেহ যাইত না, আর যখন আব্দে মান্নাফের বংশধরগণ তোমার নিকট বয়য়ত করিতেন, কোন কোরাএশ তোমার বিরুদ্ধে যাইত না। আর যখন কোরাএশগণ তোমার নিকট বয়য়ত করিতেন, তখন আরবদিগের কেহ তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিত না। (তখন তুমি হজরতের গোছল কাফনের ওজোর করিলে)।

উপরোক্ত ছুন্নি ও শিয়াদের কেতাব হইতে প্রমাণিত হইল যে, হজরত আলির দল সব চেয়ে বড় ছিল, হজরত আবুবকরের দল অতি ক্ষুদ্র ছিল, হজরত আলি প্রকৃত নবির অছি হইলে, নিশ্চয় তিনি জেহাদ করিয়া উহা রক্ষা করিতেন। যে সময় হজরত মোয়াবিয়ার শাম ও ইরাকবাসি সৈন্যদিগের সংখ্যা খুব বেশি ছিল, আর হজরত আলির দল অতি নগন্য ছিল, কুফার শিয়ারা তাঁহার দলভুক্ত হওয়ার দাবি করিত, কিন্তু জেহাদ কালে তাহাদের একজনকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, এজন্য তিনি বদ দোওয়া পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ শিয়াদের নহজোল বালাগাতের ৯৬।৭৫।৮৫।৮৬।৭৯।৮২।১০৫-১০৬-১০৬।১৩৮।২২৬-

২৩০।২৮০।২৮৩।৩০৪ পৃষ্ঠায় আছে। হজরত আলি (রাঃ) নিজের খেলাফত প্রতিষ্ঠা করিতে বিক্রমশীল দলের সহিত জেহাদ করিয়াছিলেন, যদি তিনি প্রথম খলিফা হইতেন, তবে তিনি শক্তিশালী হইয়াও কেন যুদ্ধ করিলেন না? ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, হজরত নবি (ছাঃ) হজরত আলিকে অছি ও প্রথম খলিফা বলিয়া নির্ব্বাচন করেন নাই।

দুনইয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছহিহ হাদিছ গ্রন্থ বোখারি শরিফের ২।৬৩৯।৬৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

ان علی بن ابی طالب خرج من عند رسول اللّٰہ صلعم فی رجعة الذی توفی فیہ فقال الناس یاابا حسن کیف اصبح رسول اللّٰہ صلعم۔ فقال اصبح بحمد اللّٰہ باریا۔ فاخذہ بیدہ عباس بن عبد المطلب فقال لہ انت و اللّٰہ بعد ثلث عبد العصا و انی و اللّٰہ لاری رسول اللّٰہ صلعم سوف یتوفی من وجعہ ھذا انی لا عرف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت اذھب بنا الی رسول اللّٰہ صلعم فلنسا لہ فیمن ھذہ الامر ان وان کان فینا علمنا ذلک وان کان فی غیرنا علمناہ فاوصی بنا فقال علی و اللّٰہ لئن سا لنا ھا رسول اللّٰہ صلعم فمنعنا ھا لا یعطینھا الناس بعدہ و انی و اللّٰہ لا اسا لھا رسول اللّٰہ صلعم ☆

"নিশ্চয় আলি বেনে আবি তালেব উক্ত পীড়ার সময় যাহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এন্তেকাল করিয়াছিলেন তাঁহার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, ইহাতে লোকেরা বলিলেন, হে আবু হাছান (আলি), রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কি অবস্থায় ফজর করিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে তিনি সুস্থ শরীরে ফজর করিয়াছেন। তখন আব্বাছ বেনে আবদুল মোত্তালেব তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে বলিলেন, খোদার কছম, তুমি তিন দিবসের পরে যষ্টির দাস (অন্যের অনুগত হইবে)। খোদার কছম, নিশ্চয় আমি ধারণা করি যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সত্বর তাঁহার এই পীড়াতে এন্তেকাল করিবেন। নিশ্চয় আমি আব্দুল মোত্তালেবের বংশধরগণের মৃত্যুকালীন চেহারা লক্ষণ বুঝিতে পারি। তুমি আমাদিগকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট লইয়া চল, তৎপরে আমাদের তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, এই খেলাফত কাহাদের মধ্যে থাকিবে? যদি উহা আমাদের মধ্যে হয়, তবে আমরা উহা জানিয়া লইব। আর যদি উহা আমাদের ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়, তবে তাহাও আমরা জানিয়া লইব। ইহাতে তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য অছিএত করিয়া যাইবেন। তৎশ্রবণে আলি বলিলেন, খোদার শফথ, যদি আমরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট উক্ত খেলাফতের কথা জিজ্ঞাসা করি, তৎপরে তিনি আমাদিগকে উহা দিতে অস্বীকার করেন, তবে কখনও লোকেরা ইহার পরে উহা আমাদিগকে প্রদান করিবেন না। খোদার কছম, আমি উহা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব না।

এইরূপ ছিরাতে-হালাবির ৩।৩৮২ পৃষ্ঠায়, তারিখে এবনোল-আছিরের ২।১৫৪।১৫৫ পৃষ্ঠায় তারিখে-তাবারির ৩।১৯৩।১৯৪ পৃষ্ঠায় তারিখোল খামিছের ২।১৬৪ পৃষ্ঠায়, ও জাদোল মায়াদের হাশিয়ায় মুদ্রিত ছিরাতে এবনো হেশামের ২।৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

শিয়াদের নহজোল বালাগাতের উল্লিখিত টীকান্দ ১৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

قال اشرت عليك في مرض رسول الله ان تساله فان كان الامر فينا اعطاناه و ان كان في غيرنا اوصى بنا فقلت اخشى ان منعنا لا يعطيناه احد بعده ☆

"আব্বাছ (রাঃ) (আলিকে) বলিলেন, রাছুলুল্লাহর পীড়া কালে আমি তোমাকে ইশারা করিয়াছিলাম যে, তুমি তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। যদি খেলাফত আমাদের মধ্যে হয়, তবে তিনি উহা আমাদিগকে দিবেন আর যদি উহা আমাদের ব্যতীত অন্যদের মধ্যে হয়, তবে তিনি অছিএত করিয়া যাইবেন। তখন তুমি বলিলে যে, আশঙ্কা করি যে, যদি তিনি উহা আমাদিগকে না দেন, তবে ইহার পরে কেহ উহা আমাদিগকে দিবেন না।"

ছহিহ বোখারি, ২।৬৪১ পৃষ্ঠা—

ذكر عند عايشة ان النبى صلعم اوصى الى على فقالت من قاله لقد رأيت النبى صلعم و انى لمسندته الى صدرى فدعا بالطست فانخنث فمات وما شعرت فكيف اوصى على ☆

"আএশা বিবির নিকট আলোচনা করা হইয়াছিল যে, নিশ্চয় নবি (ছাঃ) আলির জন্য অছিএত করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, কোন ব্যক্তি উহা বলিয়াছে? নিশ্চয় আমি নবি (ছাঃ) কে দেখিলাম যে, তিনি আমার বক্ষের উপর ভর দিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি তস্তরি চাহিলেন তৎপরে তিনি ঝুকিয়া পড়িয়া এন্তেকাল করিলেন, অথচ আমি টের পাইলাম না। এমতাবস্থায় তিনি কিরূপে আলির জন্য অছিএত করিলেন?

আরও উক্ত পৃষ্ঠা—

عن طلحة قال سالت عبد الله بن ابی او فی اوصی النبی صلعم فقال لا فقلت کتب علی الناس الوصیة او امروا بها قال قال اوصی بکتاب الله ☆

তালহা বলিয়াছেন আমি আবদুল্লাহ বেনে আওফাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবি (ছাঃ) অছিএত করিয়াছিলেন কি? তিনি বলিলেন, না। ইহাতে আমি বলিলাম, কিরূপে লোকদিগের উপর অছিএতের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, কিম্বা উহার জন্য তাহারা আদিষ্ট হইয়াছে। তিনি বলিলেন, কোরআনের প্রতি আমল করিতে অছিএত করিয়াছিলেন।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোরা আন শরিফের কোন আয়তে নির্দ্দিষ্টভাবে হজরত আলির খেলাফতের কথা উল্লিখিত হয় নাই, কিম্বা নবি (ছঃ) বিশিষ্টভাবে হজরত আলির খেলাফতের জন্য কোন হাদিছে অছিএত করেন নাই। নচেৎ হজরত আব্বাছ তাহা জানিতে পারিতেন, স্বয়ং হজরত আলি তাহা জানিতে পারিতেন এবং হজরত আব্বাছ ও আবু ছুফইয়ানকে উক্ত আয়ত ও হাদিছের সন্ধান বলিয়া দিতেন। যদি এরূপ কোন অছিএত থাকিত, তবে তিন ছাহাবার খেলাফত কালে সেই অছিএতের কথা কেন উল্লেখ করিলেন না? ইহাতে বুঝা যায় যে, শিয়ারা তাঁহার খেলাফত ও অছিএত সম্বন্ধে যে হাদিছগুলি পেশ করিয়া থাকেন, সমস্তই জাল। শিয়া রাবিগণ যে কত সহস্র হাদিছ জাল করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ পরে জানাইব।

শিয়াদের নহজোল বালাগাতের টীকায় ১৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

قال علی و الزبیر ما غضبنا الا فی المشورة وانا لزی ابابکر احق الناس بها انه لصاحب الغار و انا لتعرف له سنة و لقد امره رسول الله صلعم بالصلوة بالناس و هو حی ☆

"আলি ও জোবাএর বলিয়াছিলেন, আমাদিগকে পরামর্শ সভাতে আহ্বান করা হয় নাই, এজন্য আমরা রাগান্বিত হইয়াছিলাম। আমরা নিশ্চয় আবুকরকে উক্ত খেলাফতের সমধিক উপযুক্ত ধারণা করি, নিশ্চয় তিনি হজরতের ছওর গর্ত্তে সহচর, নিশ্চয় আমরা তাঁহার তরিকার কথা জানি। নিশ্চয় হজরত নিজের জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে লোকদিগের নামাজ পড়াইতে আদেশ করিয়াছিলেন।

শিয়াদের নহজোল বালাগাত, ১।৫৬১।৫৬২ পৃষ্ঠা—

لله بلاد فلان فقد قوم الاود و داوی العمد خلف الفتنة و اقام السنة ذهب نقی الثوب قلیل العیب اصاب خیر ها وسبق شر ها اوی الی لله طاعته و اتقاه بحقه رحل و ترکهم فی طرق متشعبة لا یهتدی فیها الضال و لا یستیضن المهدی ☆

" খোদার কছম, অমুকের শহরগুলি কি উত্তম! নিশ্চয় তিনি বক্রতাকে সোজা করিয়াছেন, পীড়ার ঔষধ করিয়াছেন, ফাছাদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, ছুন্নত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, পরিচ্ছন্ন বস্ত্র (নিষ্কালঙ্ক করিতে) দোষহীন অবস্থায় এন্তেকাল করিয়াছেন, খেলাফতের উৎকৃষ্ট

অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, উহার মন্দ অংশ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে এন্তেকাল করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার আদেশ পালন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শাস্তির ভয়ে তাঁহার হক আদায় করিয়াছেন, তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন, অথচ তিনি লোকদিগকে বিভিন্ন পথে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ভ্রান্ত ব্যক্তি উহাতে পথ পাইবে না ও পথ প্রাপ্ত ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে না।"

উহার টীকা দোরান্নাজাফিয়া কেতাবের ২৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, এবনো আবিল-হাদিল বলেন, ইহা ওমারের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। টীকাকার বলেন, ইহা আবুবকরের সম্বন্ধে কথিত হওয়া সমধিক ঠিক।

এইরূপ এবনো ময়ছমে-বাহারানি লিখিয়াছেন আবুবকরের প্রসঙ্গ হওয়াই সমধিক যুক্তিযুক্ত।

সে যাহা হউক, যদি হজরত আবুবকর, কিম্বা ওমার হজরত আলির খেলাফত ও হজরত ফাতেমার বাগে-ফাদাক অন্যায়ভাবে কাড়িয়া লইয়া থাকেন, তবে হজরত আলি তাঁহাদের এরূপ সুখ্যাতি করিবেন কেন?

নহজোল-বালাগাতের টীকায় হজরত আলির পত্রখানা বর্ণিত হইয়াছে-

لعمری ان مکانهما من الاسلام لعظیم و ان المصاب بهما لجرح فی الاسلام شدید رحمهما الله و جزا هما باحسن ما عملا ☆

" খোদার কছম, আবুবকর ও ওমারের দরজা ইছলাম ধর্ম্মে নিশ্চয় উচ্চ, নিশ্চয় তাঁহাদের মৃত্যু ইসলামে কঠিন ক্ষতি। আল্লাহ তাঁহাদের উপর রহম করুন। তাঁহাদের উৎকৃষ্ট কার্য্যের বিনিময়ে আল্লাহ তাহাদিগকে দিন।"

হাফেজ আবু ছা'দ বেনে ছাম্মান প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ রেওয়াএত করিয়াছেন—

"মোহাম্মদ বেনে আকিল বেনে আবি তালেব বলিয়াছেন, যে সময় আবুবকর এন্তেকাল করিলেন এবং তাঁহাকে চাদরাবৃত করা হইল, তখন মদিনা ক্রন্দনের শব্দে কম্পিত হইল, উক্ত দিবসের ন্যায় যে দিবস রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তৎপরে আলি ক্রন্দন করিতে করিতে ইন্না-লিল্লাহ বলিতে বলিতে আগমন করিয়া বলিলেন, অদ্য নবুয়তের খেলাফত রহিত হইয়া গেল এবং যে গৃহে আবুবকর চাদরাবৃত অবস্থায় ছিলেন উহার দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হে আবুবকর, খোদা আপনার উপর রহম করুন, আপনি রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) এর প্রিয় পাত্র, ভালবাসার জিনিস, শান্তিস্থল, বিশ্বাস ভাজন, গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশস্থল, পরামর্শ করার যোগ্য পাত্র ছিলেন, রাছুলের সম্প্রদায়ের মধ্যে ইছলাম গ্রহণে প্রথম, ইমান সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে সমধিক খাস, পরহেজগারিতে তাহাদের অগ্রগামী, তাহাদের মধ্যে সমধিক খোদাভীরু, খোদার দ্বীনের সহায়তা কল্পে শ্রেষ্ঠতম, রাছুলের সমধিক রক্ষক, তাঁহার প্রতি সমধিক দয়াশীল, ইছলামের সমধিক দ্রুতগামি, তাঁহার ছাহাবাগণের উপর সমধিক অভয়দাতা সঙ্গলাভে সমধিক প্রীতি ভাজন, গুণবলীতে সর্ব্বাগ্রগণ্য, অগ্রাগামীদলের শ্রেষ্ঠতম, দরজাতে উন্নততম, চালচলন, দয়ামমতা, মাহাত্ম, সৎস্বভাবে রাছুলের সমধিক সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন, দরজাতে নবির নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার নিকট সমধিক গৌরবান্বিত, তাঁহার নিকট সমধিক বিশ্বাস ভাজন। খোদা আপনাকে ইছলামের পক্ষ হইতে, রাছুলের পক্ষ হইতে এবং সমস্ত মুছলমানের পক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট বিনিময় প্রদান করুন। আপনি রাছুলের কর্ণ ও চক্ষের তুল্য ছিলেন, যে সময় লোকেরা হজরত (ছাঃ) এর উপর অসত্যারোপ করিয়াছিল সেই সময় আপনি তাঁহার কথা সত্য বলিয়াছিলেন, এই হেতু খোদা নিজের কেতাবে আপনার নাম ছিদ্দিক করিয়াছেন, যথা তিনি বলিয়াছেন,—"যিনি সত্য আনয়ন করিয়াছেন, আর যিনি তাঁহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই পরহেজগার।" যিনি সত্য কথা আনিয়াছেন, তিনি মোহাম্মদ (ছাঃ)

, আর যিনি তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনি আবুবকর। যে সময় লোকেরা কৃপণতা করিয়াছিল, সেই সময় আপনি তত্ত্বধান করিয়াছিলেন, বিপদকালে যে সময় লোকেরা বসিয়াছিল সেই সময় আপনি তাঁহার সহিত দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, কষ্টে তাঁহার উৎকৃষ্ট সহচর ছিলেন, ছওর গর্ত্তে তাঁহার সহচর ও দ্বিতীয় ছিলেন, হেজরত কালে তাঁহার সহচর ছিলেন, খোদার দ্বীন ও তাঁহার উম্মতের সম্বন্ধে তাঁহার খলিফা, যে সময় লোকেরা মোরতাদ্দ হইয়া যায়, সেই সময় আপনি উৎকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন, আপনি এই কার্য্যে এরূপভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, যে কোন নবীর খলিফা দণ্ডায়মান হয় নাই। যে সময় আপনার সহকারিগণ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিলেন, আপনি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে সময় অক্ষম হইয়াছিলেন, আপনি সেই সময় অগ্রগামী হইয়াছিলেন। তাঁহার যে সময় শক্তিহীন হইয়াছিলেন, আপনি সেইসময় শক্তিশালী হইয়াছিলেন, হজরতের ছাহাবাগণের মধ্যে আপনি তাঁহার পথ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছিলেন, কেননা আপনি সত্য খলিফা ছিলেন। বিরুদ্ধবাদিদিগের অনিচ্ছা, কাফেরদের লাঞ্ছনা, হিংসুকদের অসন্তো পাপিষ্ঠদের অপমান ও বিদ্রোহিদের বিপথগমন সত্ত্বেও কেহ আপনার বিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দী থাকিতে পারে নাই। অন্যেরা সে সময় কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়াছিল, আপনি সেই সময় কার্য্য পরিচালনা করিতে তৎপর হইয়াছিলেন, যখন লোকদের বাক্শক্তি রোধ হইয়াছিল, আপনি সেই সময় বাক্শক্তি সম্পন্ন হইয়াছিলেন, লোকেরা সেই সময় গমন করা রহিত করিয়াছিলেন, আপনি সেই সময় গমনশীল ছিলেন। অবশেষে তাঁহারা আপনার অনুসরণকারি হইয়া সত্য পথ প্রাপ্ত হইলেন। আপনার শব্দ লোকদের মধ্যে সমধিক নত, আপনি অগ্রগমনে, তাহাদের মধ্য শ্রেষ্ঠতম, তাহাদের মধ্যে সমধিক স্বল্পভাষী, সমধিক ন্যায়বাদী, সমধিক মৌনি, কথা দ্বারা লোকের সমধিক মনাকর্ষণকারী, সুব্যবস্থা প্রদানে শ্রেষ্ঠতম, সমধিক সাহসী, কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে সমধিক সুবিজ্ঞ, আমলে, সর্ব্বাগ্রগণ্য,

খোদার কছম, আপনি প্রথম অবস্থায় দ্বীনের অগ্রণী ছিলেন- যখন লোকেরা দীনের প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছিল, এবং সেষ অবস্থায় যখন তাহারা কাপুরুষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, আপনি ইমানদারদিগের দয়াশীল পিতার তুল্য ছিলেন-যখন আপনার গলগ্রহ হইয়াছিলেন, আপনি ভার বহন করিলেন যাহা-তাহারা বহন করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। যাহা তাহারা অরক্ষিত অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিলেন। তাহারা যাহার ক্ষতি করিতে ছিলেন, আপনি তাহার তত্ত্বাধান করিলে, যাহাতে তাঁহারা অস্থির হইতে ছিলেন, আপনি উক্ত কার্য্যে পরাক্রান্ত হইলেন, যখন তাঁহারা বিব্রত হইয়াছিলেন, তখন আপনি দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া ছিলেন। তাহারা যে কামনা করিয়াছিলেন, আপনি তাহা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা আপনার নিকট রুজু করায় আপনি নিজ মতে তাঁহাদিগকে সুপথ প্রদর্শন করিলেন, ইহাতে তাহারা সফল মনোরথ হইলেন। আপনার দ্বারা তাঁহারা এরূপ বিষয় প্রাপ্ত হইলেন—যাহা তাঁহাদের ধারণার বহির্ভূত ছিল। আপনি তাঁহাদিগকে উজ্জ্বল পথ দেখাইলেন, ইহাতে তাঁহারা দর্শনকারি হইলেন। আপনি কাফেরদের জন্য আপতিত শাস্তি ও ইমানদারদিগের জন্য শান্তি, ভালবাসা ও মনস্কাম সিদ্ধির পাত্র ছিলেন। খোদার কছম, আপনি সমধিক উন্নত পদগুলির উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। তৎসমুদয়ের গুণাবলী নৈকট্যলাভে সফল মনোরথ হইয়াছেন। তৎসমুদয়ের গুণাবলী আয়ত্ত করিয়াছেন। আপনার দলীল ক্ষতিতে পরিণত হয় নাই, আপনার সহায়তা দুর্ব্বল প্রতিপন্ন হয় নাই, আপনার মন ভীরু হয় নাই। আপনার অন্তর বক্রপথে ধাবিত হয় নাই। উহা এরূপ পর্ব্বতের ন্যায় যাহাকে প্রবল ঝঞ্জাবাত কম্পিত করিতে পারে না এবং ভীষণ যন্ত্রণা স্থানচ্যুত করিতে পারে না। রাছুল (ছাঃ) বলিয়াছেন, আপনি তাহার সম্বন্ধে সহকারিতা ও দান খয়রাতে লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হিতৈষী ছিলেন। আরও হজরত বলিয়াছেন আপনি শরীরে দুর্ব্বল ও খোদার কার্য্যে শক্তিশালী ছিলেন।

নিজের নিকট নম্র, আল্লাহর নিকট মহৎ, ইমানদারদিগের চক্ষে সম্মানিত এবং তাহাদের অন্তরে গৌরবান্বিত ছিলেন। আপনার সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির দোষারোপ করার স্থান ছিল না, কোন বক্তার নিন্দাবাদ করার সুযোগ ছিল না, কেহ আপনাকে নিজের পক্ষপাতি করিয়া লওয়ার আশা করিত না। দুর্ব্বল লাঞ্ছিত ব্যক্তি আপনার নিকট সবল, এমনকি তাহার হক আদায় করিয়া লইয়া থাকেন। শক্তিশালী পরাক্রান্ত আপনার নিকট দুর্ব্বল লাঞ্ছিত, এমনকি আপনি তাহা হইতে অন্যের হক দেওয়াইয়া দেন। আত্মীয় ও পর ব্যক্তি আপনার নিকট সমান। লোকদিগের মধ্যে যাহারা আল্লাহতায়ালার সমধিক তাবেদার ও পরহেজগার তাহারাই আপনার নিকট সমধিক নৈকট্য প্রাপ্ত। আপনার কার্য্য সত্য-পরায়ণতা, সত্য কথা ও কোমলতা। আপনার আদেশ ও নিশ্চিত বিষয়, আপনার আদেশ সহিষ্ণুতা ও অভিজ্ঞতা, আপনার মত এলম ও সুদৃঢ়। খোদার কছম, আপনি তাহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিয়াছেন, জটিল বিষয় সহজ করিয়াছেন, ফাছাদের অগ্নিগুলি নির্ব্বাপিত করিয়াছেন, আপনার দ্বারা দ্বীন দৃঢ় হইয়াছে, ইমান শক্তিশালী হইয়াছে, ইছলাম ও মুছলমানগণ শক্তিশালী হইয়াছে। খোদার হুকুম, প্রকাশিত— যদিও কাফেরেরা উহা না পছন্দ করিয়াছিল। খোদার কছম আপনি বহু দূর অগ্রগামী হইয়াছেন, নিজের পরবর্ত্তী লোকদিগকে কঠিন দুঃখে নিক্ষেপ করিয়াছেন, স্পষ্ট কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোকেরা ক্রন্দন করে, আপনি ইহা অপেক্ষা মহান, আপনার এন্তেকালে মহা বিপদ উপস্থিত হইল। ইন্না-লিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেয়ুন।"

ইহার আরবি এবারত তোহফা-এছনা আশারারিয়ার ২২৩।২২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

ইহাতে বুঝা গেল, হজরত আবুবকর প্রকৃত প্রথম খলিফা ছিলেন, তিনি হজরত আলির খেলাফত ও হজরত ফাতেমার প্রাপ্য সম্পত্তি কাড়িয়া লন নাই, এই সম্পর্কে যাহা কিছু শিয়ারা বলিয়া থাকেন, সমস্তই অমূলক নাই।

হজরত ওমারের খেলাফত

ওয়াকেদীর রেওয়াএত—

"নিশ্চয় আবুবকর পীড়িত হইয়া আবুদর রহমান বেনে আও-ফকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনি আমার নিকট ওমারের অবস্থা বলুন। তদুত্তরে তিনি বলেন, আপনি যে বিষয় আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে আপনি আমা অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ। ইহাতে আবুবকর বলিলেন, যদি তিনি খলিফা হন? তদুত্তরে আবদুর রহমান বলিলেন, খোদার কছম, আপনি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু ধারণা করেন, তিনি তদপেক্ষা উত্তম।

তৎপরে তিনি ওছমান বেনে আফ্যানকে ডাকিয়া বলেন, আপনি ওমারের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করুন। ইহাতে তিনি বলেন, আপনি তাঁহার সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা সমধিকঅভিজ্ঞ। তৎপরে ওছমান বলিলেন, হে খোদা, আমি তাঁহার সম্বন্ধে ইহা জানি যে, তাঁহার প্রকাশ্য ভাব অপেক্ষা তাঁহার অপ্রকাশ্য ভাব (অন্তর) আরও ভাল। আমাদের মধ্যে তাঁহার তুল্য লোক নাই। তাহাদের সহিত ছইদ বেনে জয়েদ, ওছাএদ বেনেল হোজাএর প্রভৃতি মোহাজের ও আনছারগণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ওছাএদ খোদাকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, আমি আপনার পরে তাঁহাকে উত্তম মনে করি, আল্লাহর সন্তোষ স্থলে তিনি রাজি হইবেন, আল্লাহর নারাজি স্থলে তিনি নারাজ হইবেন। তাঁহার গোপণীয় অবস্থা প্রকাশ্য অবস্থা অপেক্ষা সমধিক উত্তম। এই কার্য্যে তাঁহা অপেক্ষা সমধিক শক্তিশালী অন্য কোন নেতা হইবেন না। তৎপরে তালহা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি ওমারকে লোকদিগের খলিফা করিলেন, আপনি তাঁহার কঠোরতা সম্বন্ধে অবগত আছেন, আল্লাহ যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, ওমারকে কেন খলিফা করিয়াছিলেন, তখন আপনি কি উত্তর দিবেন? হজরত আবুবকর বলিলেন, আমি বলিব, হে আল্লাহ তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে তাহাদের খলিফা নির্দ্দেশ করিয়াছি। তৎপরে তিনি ওছমানকে

ডাকিয়া বলিলেন, তুমি লিখ—"আল্লাহ দয়াময় দয়াশীলের নামে আরম্ভ করিতেছি, ইহা আবুবকর বেনে আবি কোহফার দুনইয়া হইতে বাহির হওয়ার শেষ সময়ের ও আখেরাতে দাখিল হওয়ার প্রথম সময়ের অছিএত নামা, আখেরাতে কাফের, বদকার ও অসত্যারোপকারি বিশ্বাস করিবে। নিশ্চয় আমি আমার পরে ওমার বেনেল খাত্তাবকে খলিফা করিলাম, তোমরা তাঁহার কথা শুন ও তাঁহার তাবেদারী কর। নিশ্চয় আমি আল্লাহ, তাঁহার রাছুল, তাঁহার দ্বীন, আমার জীবণ ও তোমাদের সম্বন্ধে কল্যাণ করিতে ত্রুটি করি নাই। যদি তিনি ন্যায় বিচার করেন, তবে উহা তাঁহার সম্বন্ধে আমার ধারণা ও বিশ্বাস। আর যদি তিনি উহার পরিবর্ত্তন করেন, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যাহা সে অর্জন করিয়াছে। আমি কল্যাণ কামনা করিয়াছি, আমি গায়েব জানি না, যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, তাহারা অচিরে জানিবে, কোন দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তোমাদের উপর আমার ছালাম। তিনি এই অছিএতনামা লিখিয়া লোকদিগকে শুনাইতে বলিলেন, লোকেরা উহা শুনিয়া তাহার আদেশ পালন করিলেন।

তৎপরে হজরত আবুবকর জানালা দিয়া লোকের দিকে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, আমি যাহাকে তোমাদের উপর খলিফা করিয়াছি, তোমরা তাঁহার উপর রাজি হইতেছ কি? আমি তোমাদের উপর আত্মীয়কে খলিফা করি নাই, আমি তোমাদের উপর ওমারকে খলিফা করিয়াছি, তোমরা তাঁহার আদেশ পালন কর, খোদার কছম, আমি এই নির্ব্বাচনে সত্য উদ্ধার করিতে ত্রুটি করি নাই।

ছাহাবাগণ বলিলেন, আমরা শুনিলাম ও আদেশ মান্য করিয়া লইলাম।

এবনো-আছাকেরের রেওয়াএত—

لما ثقل ابو بكر اشرف على الناس من كوة فقال ايها

الناس انى قد عهدت عهدا فترضون به فقال الناس رضينا يا

خليفة رسول الله فقام على لا نرضى الا ان يكون عمر قال فانه عمر ☆

"(হজরত) আবুবকর পীড়িত হইয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া লোকদিগকে বলিলেন, হে লোকেরা, নিশ্চয় আমি একটি অছিএত নামা লিখিলাম, তোমরা উহার উপর রাজি হইতেছ কি না? ইহাতে লোকেরা বলিল, হে রাছুলের খলিফা, আমরা রাজি হইলাম। তৎপরে (হজরত) আলি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমরা ওমার ব্যতীত কাহারও জন্য রাজি হইব না। আবুবকর বলিলেন, তিনিই ওমার।

তৎপরে তিনি ওমারকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কতকগুলি উপদেশ দিলেন, হজরত ওমার তথা হইতে চলিয়া গেলে, আবুবকর হস্ত উত্তোলন করতঃ এই দোয়া করিলেন, খোদা, আমি লোকদিগের হিত কামনা করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে ফাছাদের আশঙ্কায় আমি যে ব্যবস্থা করিলাম, তুমি তৎসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ। আমি তাহাদের জন্য গাঢ় চিন্তা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, সমধিক বলবান, যে দ্বীনের পথ তাহাদিগকে দেখান হইয়াছে, তৎপ্রতি সমধিক আগ্রশীল ব্যক্তিকে তাঁহাদের খলিফা করিলাম। তাঁহাদের খলিফাকে সৎ করিও, তাঁহাকে সত্যপ্রাপ্ত খলিফাগণের অন্তর্গত করিও, তাঁহার পক্ষে প্রজাগণকে হিতৈষী করিও।"

তিন ব্যক্তি সমধিক পরিণামদর্শী—প্রথম আবুবকর যেহেতু তিনি ওমারকে খলিফা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় হজরত শোয়ায়বের কন্যা, যেহেতু তিনি হজরত মুছাকে শ্রমিক নিয়োজিত করিতে তাঁহার পিতার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

তৃতীয়— মিশরের আজিজ, যেহেতু তিনি তাঁহার স্ত্রীকে হজরত ইউছুফের যত্ন করিতে বলিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ছোলায়মান বেনে আবদুল মালেকও এই দলভুক্ত হইয়াছেন, যেহেতু তিনি ওমার বেনে আবদুল আজিজকে খলিফা করিয়াছিলেন।

এবনো-ছা'দের রেওয়াএত—

হজরত, ওমার প্রথমে মিম্বারের উপরে আরোহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ, আমি কঠোর প্রকৃতির লোক, তুমি আমাকে নরম করিয়া দাও, আমি দুর্ব্বল, তুমি আমাকে শক্তিশালী করিয়া দাও, আমি কৃপণ, তুমি আমাকে দানশীল করিয়া দাও।

জুহরি বলিয়াছেন,—হজরত ওমার খলিফা হইয়া খেলাফত কার্য্য এরূপ সুচারুরূপে পরিচালনা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার জামানায় বহু দেশ অধিকৃত ও বহু জেহাদে জয়লাভ হইতে লাগিল। তাঁহার পরে অন্য কোন খলিফার জামানায় এত অধিক দেশ জয় হয় নাই, তাঁহার জামানায় শ্যাম, ইরাক, পারস্য, রুম, মিশর, আলেকজেন্ড্রিয়া প্রভৃতি সমগ্র মগরেব দেশ অধিকৃত হয়। হজরত নবি (ছাঃ) ইহার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, আমি সপ্নযোগে এক কূপের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, উহার উপর একটি বাল্‌তি রহিয়াছে। আমি কিছু পরিমাণ পানি উত্তোলন করিলাম, তৎপরে আবুবকর আসিয়া উহা লইয়া দুই কিম্বা কয়েক বাল্‌তি পানি উঠাইলেন, তৎপরে ওমার আসিলেন, সেই ছোট বাল্‌তি বড় আকারে পরিণত হইল, তিনি এরূপ বীর বিক্রমে পানি উত্তোলন করিলেন যে, তাঁহার তুল্য কোন শক্তিশালী ব্যক্তিকে কার্য্য করিতে দেখি নাই।

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে, হজরতের পরে আবুবকর খলিফা হইবেন, তৎপরে ওমার খলিফা হইবেন হজরত আবুবকর অল্পকাল খেলাফত করিবেন, হজরত ওমার দীর্ঘকাল খেলাফত করিবেন, তাঁহার জামানায় ইছলামের এত বেশি উন্নতি হইবে যে তাঁহার পরে অন্য কোন লোকের দ্বারা এরূপ কার্য্য সাধিত হইবে না।

হজরত আবুবকর (রাঃ) নবি (ছাঃ)এর শ্বশুর ছিলেন যেহেতু তিনি নিজ কন্যা আএশা (রাঃ) কে তাঁহার সহিত নেকাহ্ দিয়াছিলেন।

তেরমেজির রেওয়াএত—

عن علی رض ان رسول الله صلعم قال رحم الله ابا بکر

زوجنی بنته و حملنی الی دار الهجرة و اعتق بلالا ۔ و ما نفعنی

مال فی الاسلام ما نفعنی مال ابی بکر ☆

হজরত আলি (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ আবুবকের উপর রহম করুন, তিনি নিজের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন, আমাকে মদিনাতে লইয়া গিয়াছিলেন, বেলালকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, যেরূপ আবুবকরের অর্থ আমার উপকার করিয়াছে, ইছলামে কাহারও অর্থ আমার সেইরূপ উপকার করে নাই।

দুনইয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছহিহ হাদিছ গ্রন্থ বোখারী শরিফ ১।৫১৭ পৃষ্ঠায়—

فقلت ای الناس احب الیک قال عایشة فقلت من

الرجال قال ابوها قال فقلت ثم من قال ثم عمو بن الخطاب

فعد رجالا ☆

"আমর বেনেল আছ বলিয়াছেন, আমি নবি (ছাঃ) কে বলিলাম, কোন্ ব্যক্তি আপনার নিকট সমধিক প্রিয় পাত্র? হজরত বলিলেন, আএশা বিবি। তৎপরে আমি বলিলাম, পুরুষদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপনার সমধিক প্রিয় পাত্র? হজরত বলিলেন, তাঁহার পিতা (আবুবকর) তৎ পরে আমি বলিলাম, তৎপরে কোন ব্যক্তি? হজরত বলিলেন, তৎপরে ওমার বেনেল-খাত্তাব।

হজরত ওমার (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর শ্বশুর ছিলেন, ইনি তাঁহার কন্যা হাফছার সহিত হজরত রাছুলুল্লাহর নেকাহ দিয়াছিলেন।

ছহিহ বোখারির ১।৫২০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত ওমার কোরাএশি ছিলেন।

তারিখোল-খোলাফার ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ইনি কোরএশদিগের মধ্যে শরিফ ছিলেন, কিন্তু শিয়াদের তোহফাতোল আহবারের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, তিনি কোরাএশী ছিলেন না।

শিয়ারা এইরূপ মিথ্যা কথা লিখিয়া লোকদিগের ধোকা দিয়া থাকেন। হজরত ওমার হজরত আলির জামাতা ছিলেন, হজরত আলির উম্মে কুলছুম নাম্নী কন্যার সহিত হজরত ওমারের বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।

শিয়াদের আবুল কাছেম কুম্মি শারায়েরের টীকায় লিখিয়াছেন,

زوج علی بنته ام کلثوم من عمر ☆

"হজরত আলি নিজের কন্যা উম্মে কুলছুমকে ওমারের সহিত নেকাহ দিয়াছিলেন।"

শিয়াদের তহজিব কেতাবের ১৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

مات ام کلثوم بنت علی عم و ابنها زید بن عمر بن الخطاب فی ساعة واحدة ☆

"হজরত আলির কন্যা উম্মো-কুলছুম এবং তাহার গর্ভজাত ও ওমার বেনেল খাত্তবাবের ঔরসজাত পুত্র জায়েদ একই সময়ে এন্তেকাল করেন।"

শিয়াদের ফরুয়ে কাফি, ২।৩১১ পৃষ্ঠা—

عن سليمان بن خالد قال سألت ابا عبد الله عن امراة توفى عنها زوجها اين تعتد فی بيت زوجها او حيث شاءت قال

بل حيث شاء ت ثم قال ان عليا صلواة الله عليه لما مات عمر

اتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها الى بيته ☆

"ছোলায়মান বেনে খালেদ বলিয়াছেন, আমি আবু আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করিলাম, একটি স্ত্রীলোকের স্বামী মরিয়া গিয়াছে, সে স্বামীর গৃহে এদ্দত পালন করিবে, কিম্বা যে স্থানে সে ইচ্ছা করে। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, সে যে স্থানে ইচ্ছা করে। তৎপরে তিনি বলিলেন, নিশ্চয় যে সময় ওমার এন্তেকাল করিয়াছিলেন, আলি উম্মো-কুলছুমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া নিজের গৃহে লইয়া গেলেন।"

হজরত ওমার হজরত আমিরের জামাতা ছিলেন, হজরত আলি তাঁহার পশ্চাতে নামাজ পড়িতেন, তাঁহার হস্তে বয়য়ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সৎপরামর্শ দিতেন এবং মুছলমানদিগের খলিফা স্বীকার করিতেন।

শিয়াদের নহজোল-বালাগাতের ১।৩২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

و من كلام له عليه السلام لعمر بن الخطاب و قد

استشاره غزوة الفرس بنفسه ☆

"হজরত ওমার নিজে পারস্যের যুদ্ধে যোগদান করা সম্বন্ধে হজরত আলির নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাতে হজরত আলি (আঃ) ওমার বেনেল খাত্তাবকে বলিয়াছিলেন—

ان هذا الامر لم يكن نصره و لا خذلاله بكثرة و لا قلة

وهو دين الله الذى اظهره و جنده الذى اعده و امده حتى بلغ

ما بلغ و طلع حيثما طلع و نحن على موعود من الله و الله

منجز وعده و ناصر جنده و مكان القيم بالامر مكان النظام من

الخرز يجمعه و يضمه فاذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم يجتمع بحذافيره ابدا والعرب اليوم و ان كانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام عزيزان بالاجتماع فكن قطبا و استدر الرحى بالعرب و اصلهم دونک نار الحرب فانک ان شخصت من هذه الارض انتقضت عليک العرب اطرافها و اقطارها حتى يكون ما تدع و راءک من العورات اهم اليک مما بين يديک ☆

"নিশ্চয় এই দীনের জয় ও পরাজয় লোক সংখ্যার গরিষ্ঠতা ও লঘিষ্ঠতার জন্য নহে। ইহা এরূপ দ্বীন যে, খোদা উহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার এরূপ সৈন্য যে, তিনি উহা প্রস্তুত করিয়াছেন ও উহার সহায়তা করিয়াছেন, এমন কি উহা এরূপ স্থানে উপস্থিত হইয়াছে যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছে এবং এরূপ স্থানে উন্নত হইয়াছে যে স্থানে উন্নত হইয়াছে। আর আমরা খোদার প্রতিশ্রুত সম্প্রদায়, আল্লাহ্ নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারি, নিজের সৈন্যের সহায়তাকারি। খলিফার দৃষ্টান্ত হারের দানাগুলির সুতার ন্যায় উক্ত দানাগুলিকে একত্রিত করিয়া রাখে। যদি সুতা ছিন্ন হইয়া যায়, তবে হারের দানাগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, পুনরায় কখন সম্পূর্ণভাবে একত্রিত হইবে না। আরবেরা বর্ত্তমানে সংখ্যা লঘিষ্ঠ হইলেও ইছলামের শক্তিতে অধিক ও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে পরাকান্ত। আপনি যাঁতার খুঁটা স্বরূপ হইয়া আরবদিগকে ঘুরাইতে থাকুন, স্বয়ং যুদ্ধে উপস্থিত না হইয়া তাহাদের দ্বারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করুন। কেননা যদি আপনি এই জমি হইতে

রওনা হইয়া যান, তবে আরবগণ চারিদিক হইতে আপনার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে, এমন কি মদিনা খালি হইয়া যাইবে, তখন আপনার সম্মুখের চিন্তা অপেক্ষা পশ্চাতের চিন্তা সমধিক প্রবল হইয়া পড়িবে।

ان الاعاجم ان ينظروا اليک غدا يقولوا هذا اصل العرب فاذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلک اشد لكلبهم عليک و طمعهم فيک فاما ما ذكرت من مسير القوم الى قتال المسلمين فان الله سبحانه هو اكره لمسيرهم منک وهو اقدر على تغيير ما يكره و اما ما ذكرت من عدد هم فانا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة و انما كنا نقاتل بالنصر و المعونة ☆

"নিশ্চয় আজমবাসিগণ যখন কল্য আপনাকে দেখিবে, তখন বলিবে, ইনিই আরবের মূল, যদি তোমরা এই মূল উচ্ছেদ করিতে পার, তবে শান্তি লাভ করিতে পারিবে। ইহাতে তাহারা আপনার হত্যা সাধনে সমধিক চেষ্টাবান হইবে। আর আপনি বলিয়াছেন, যে পারসি লোকেরা মুছলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে রওয়ানা হইয়াছে, তাহাদের রওয়ানা হওয়া আল্লাহর নিকট আপনা অপেক্ষা সমধিক ঘৃণাজনক, আল্লাহ নিজের অপছন্দনীয় বিষয় পরিবর্ত্তন করিতে সমধিক সক্ষম। আর আপনি যে বলিয়াছেন, যে ইরাণীদিগের সৈন্য সংখ্যা অধিকতর, আমরা বিগত সময়ে সংখ্যাধিক্যের ভরসায় যুদ্ধ করিতাম না, বরং খোদার সহায়তার ভরসায় যুদ্ধ করিতাম।"

ইহাতে বুঝা গেল হজরত আলি হজরত ওমারের মিত্র, হজরত ওমার হজরত আলির মিত্র ছিলেন, হজরত ওমারের দ্বীন খোদার দ্বীন, হজরত ওমারের সৈন্য খোদার সৈন্য ছিল। আরও হজরত ওমার কোরআন উল্লিখিত খলিফা ছিলেন। শিয়ারা হজরত ওমারের উপর যে সমস্ত দোষারোপ করিয়া থাকেন, সমস্তই মিথ্যাবাদীদিগের বানান জাল কথা।

আরও নহজোল বালাগাত, ১।৩১০ পৃষ্ঠা—

হজরত ওমার রুমের জেহাদে স্বয়ং যোগদান করিতে মনস্থ করিয়া হজরত আলির নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন।

ইহাতে তিনি বলেন—

و قد توكل الله لاهل هذا الدين باعزاز الحوزة و ستر العورة و الذى نصرهم و هم قليل لا ينتصرون و منعهم و هم قليل لا يمتنعون حى لا يموت ـ انك متى تسير الى هذا العدو بنفسك فلقهم فتنكب لا تكن للمسلمين كانفة دون اقصى بلادهم ـ ليس بعدك مرجع يرجعون اليه فابعث اليهم رجلا مجوبا و احفز معه اهل البلاء و النصيحة فان اظهر الله فذلك ما تحب و ان تكن الاخرى كنت رداء للناس و مثابة للمسلمين☆

"নিশ্চয় আল্লাহ এই দ্বীনাবলম্বীগণের দলকে সম্মানিত করার এবং তাহাদের দুর্ব্বলতা, ঢাকিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যে খোদা-তাহাদিগকে

এরূপ অবস্থায় সহায়তা করিয়াছেন যে, তাহারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন, সহায়তা পাইতেছিলেন না, আর তাহাদিগকে এরূপ অবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন যে, তাহারা অতিঅল্প ছিলেন, রক্ষা পাইতেছিলেন না, তিনিই অমর জীবিত। নিশ্চয় যখন আপনি এই শত্রুদলের দিকে নিজেই রওয়ানা হইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হন (নিহত হন) তখন মুছলমানদিগের জন্য শহরগুলির দূর সীমা পর্য্যন্ত কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না, আপনার পরে এরূপ প্রত্যাবর্ত্তনস্থল থাকিবে না যে, তাহারা সেই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কাজেই আপনি তাহাদের দিকে একজন কার্য্যদক্ষ লোককে প্রেরণ করুন এবং তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে পারদর্শী ও হিতাকাঙ্খী লোকদিগকে প্রেরণ করুন। যদি আল্লাহ জয়যুক্ত করেন, তবে আপনি সফল মনোরথ হইবেন, আর যদি অবস্থা বিপরীত হয়, তবে আপনি লোকদের আশ্রয়স্থল ও মুছলমানদিগের প্রত্যাবর্ত্তনস্থল হইবেন।"

ইহাতে বুঝা যায়, হজরত আলি হজরত ওমারকে মুছলমানদিগের একমাত্র আশ্রয়স্থল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

দুনইয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছহিহ হাদিছ গ্রন্থ ছহিহ বোখারি, ১।৫২০ পৃষ্ঠা—

ابن عباس يقول وضع عمر على فالسريره فتكفه الناس يدعومو يصلون قبل ان يرفع و انا فيهم فلم يرعنى الا رجل اخذ منكبى فاذا على فترحم على عمر و قال ما خلفت احدا احب الى ان يلقى اللّٰه بمثل منک وايم اللّٰه ان كنت لا ظن ان يجعلک اللّٰه مع صاحبيک و حسبت انى كنت كثيرا اسمع

النبی صلعم يقول ذهبت انا و ابو بكر و عمر و دخلت انا و ابو بكر و عمر خرجت انا و ابو بكر و عمر ☆

এবনো-আব্বাছ বলিতেন, (হজরত) ওমারকে খাটিয়ার উপর রাখা হইল, লোকেরা উহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া দোয়া ও নামাজ করিতেছিলেন, খাটিয়া উত্তোলন করা হয় নাই, আমি তাঁহাদের মধ্যে ছিলাম, এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক আমি ভীত হইলাম, তিনি আমার স্কন্দদেশ ধরিলেন, তিনি (হজরত) আলি, তিনি বলিলেন, খোদা ওমারের উপর রহম করুন। তুমি এরূপ কোন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ কর নাই যে, আপনার নিকট তোমা অপেক্ষা সমধিক প্রীতিজনক হয় এবং তোমার তুল্য আমল লইয়া খোদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে। খোদার কছম, আমি ধারণা করি যে, আল্লাহ তোমাকে তোমার দুই সহচরের (রাছুল ও আবুবকরের) সহিত করিবেন। আমি ধারণা করি, আমি অনেক সময় নবি (ছাঃ) কে বলিতে শুনিতাম যে, আমি আবুকর ও ওমার গমন করিলাম, আমি আবুবকর ওমার প্রবেশ করিরলাম এবং আমি, আবুবকর এবং ওমার বাহির হইলাম। ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত ওমার হজরত আলির অতি ভালবাসা ছিলেন, হজরত আলি তাঁহাকে হজরত রাছুল ও আবুবকরের পরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্বীনদার জানিতাম। শিয়ারা যে বলিয়া থাকেন যে, তিনি হজরত আলির খেলাফত এবং ফাতেমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এবং আহলে বয়েতের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তিনি বেঈমান মোনাফেক ছিলেন। ইহা কতকগুলি জালছাজ লোকের রচিত কথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

হজরত ওছমানের খেলাফত

ছহিহ বোখারি, ১।৫২৪।৫২৫ পৃষ্ঠা—

(হজরত ওমারের আহত হওয়ার পরে) লোকেরা বলিল, আপনি কিছু অছিএত করুন, খলিফা নির্দ্দেশ করুন। ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি

এই খেলাফত কার্য্যে এই দল অপেক্ষা কাহাকেও সমধিক উপযুক্ত মনে করি না—যাহাদের উপর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এন্তেকালের সময় রাজি ছিলেন। তৎপরে তিনি আলি, ওছমান, জোবাএর তালহা, ছা'দ ও আবদুর রহমান বেনে আওফের নাম করিলেন। আরও বলিলেন, (আমার পুত্র) আবদুর রহমান তোমাদের পরামর্শ কালে উপস্থিত থাকিবে, কিন্তু সে খেলাফতের হকদার হইবেন না। ইহা তিনি তাহার শান্তনা প্রদান স্বরূপ বলিয়াছিলেন। যদি ছা'দ খেলাফত পদে বরিত হন তবে তিনিই উপযুক্ত, আর যদি তিনি না হন, যিনিই খেলাফত পদে নিয়োজিত হন, তিনি যেন তাহার সহায়তা গ্রহণ করেন, কেননা আমি অযোগ্যতা কিম্বা বিশ্বাস ঘাতকতা হেতু তাঁহাকে পদচ্যুত করি নাই। তিনি বলিলেন, আমার পরে যিনি খলিফা হইবেন, তাঁহাকে প্রথম মোহাজের দল সম্বন্ধে অছিএত করিতেছি, তিনি যেন তাঁহাদের হক জানিতে পারেন এবং তাঁহাদের সম্মান রক্ষা করেন। তাঁহাকে আনছারদিগের সম্বন্ধে অছিএত করিতেছি, যেন তাঁহাদের ন্যায় আবদার গ্রহণ করা হয় এবং অসততার দোষ মার্জ্জনা করা হয়। তাঁহাকে শহরবাসিদিগেরহিতের অছিএত করিতেছি, তাঁহারা ইছলামের সহায়তাকারী অর্থ সংগ্রহকারী এবং শত্রুদিগের ক্রোধ, তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহাদের অবশিষ্ট অংশ তাঁহাদের অনুমতিতে গ্রহণ করা হইবে। তাঁহাকে যাযাবরদিগের হিতের অছিএত করিতেছি, তাঁহারা আরবের মূল, ইছলামের ভিত্তি, তাহাদের নিকট হইতে মামুলি অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহাদের দরিদ্রদিগকে দান করা হইবে। যে বিধর্ম্মীগণের সহিত সন্ধি হইয়াছে, তাহাদের ওয়াদা অঙ্গীকার যেন পূর্ণ করা হয়, তাহাদের ব্যতীত অন্য কাফেরদের সহিত যেন জেহাদ করা হয়, তাহাদের সাধ্যাতীত কর যেন আদায় করা না হয়। তাঁহার দফনের পরে উক্ত দল একত্রিত হইলেন, (হজরত) আবদুর রহমান বলিলেন, তোমরা নিজেদের দায়িত্ব তিন জনের উপর অর্পণ কর। জোবাএর বলিলেন, আমি আমার দায়িত্ব আলির উপর অর্পণ করিলাম। তালহা বলিলেন, আমি

আমার দায়িত্ব ওছমানের উপর অর্পণ করিলাম। ছা'দ বলিলেন, আমি আমার দায়িত্ব আবদুর রহমান বেনে আওফের উপর অর্পণ করিলাম। ইহাতে আবদুর রহমান (আলি ও ওছমানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে কেহ এই খেলাফতের দাবী ত্যাগ করিবে আমি তাহাকে খলিফা নির্দ্দেশ করিব। আল্লাহ ও ইছলাম তাঁহার রক্ষক। ইহাতে তাঁহারা উভয়ে চুপ করিয়া থাকিলেন। তখন আবদুর রহমান বলিলেন, তোমরা উভয়ে উহা আমার ন্যাস্ত করিবে কি?" খোদার কছম আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিতে ক্রটি করিব না। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, হাঁ তখন তিনি আলির হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, আপনি রাছুলের আত্মীয় ও ইছলামের পুরাতন ইহা আপনি অবগত আছেন। খোদার কছম দিয়া বলিতেছি, যদি আমি আপনাকে খলিফা নির্দ্দেশ করি, তবে আপনি ন্যায়বিচার করিবেন কি? যদি আমি ওছমানকে খলিফা নির্দ্দেশ করি, তবে আপনি তাঁহার কথা শুনিবেন কি? তাঁহার আদেশ পালন করিবেন কি? তিনি বলিলেন হাঁ। তৎপরে তিনি ওছমানকে নির্জ্জনে লইয়া বলিলেন। তিনি উভয়ের নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়া ঐরূপ বলিলেন, হে ওছমান, তুমি হস্ত উত্তোলন কর। তৎপরে তিনি তাঁহার নিকট বয়যত করিলেন, তৎপরে আলি তাঁহার হস্তে বয়য়ত করিলেন, তৎপরে মদিনাবাসিগণ দাখিল হইয়া তাঁহার নিকট বয়য়ত করিলেন। এমাম বোখারী লিখিয়াছেন, সমস্ত মোহাজের ও আনছার তাঁহার বয়য়তে একমত হইয়াছিলেন।

এবনো আছাকেরের রেওয়াএত—

روی ان الناس كانوا يجتمعون فی تلک الايام الی عبد الرحمن يشاورونه و يناجونه فلا يخلو ذو رأی فيعدل بعثمان

احدا و لما جلس عبد الرحمن للمبايعة حمد الله و اثنى عليه و

قال فى كلامه انى رأيت الناس يابون الا عثمان ☆

রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই লোকেরা সেই সমস্ত দিবসে আবদুর রহমানের নিকট সমবেত হইতেন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন, গোপন ভাবে যুক্তি করিতেন, যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নির্জ্জনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, ওছমানের তুল্য কাহাকেও বলিতেন না। যে সময় আবদুর রহমান বয়য়ত করার জন্য বসিলেন, আল্লাহতায়ালার প্রশংসা ও সুখ্যাতি করিয়া কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, আমি লোকদিগকে দেখিলাম, ওছমান ব্যতীত কাহাকেও স্বীকার করিতেছে না।

অন্য রেওয়াএতে আছে—

তিনি আল্লাহতায়ালার প্রশংসার পরে বলিয়াছিলেন, হে আলী, আমি লোকদের মত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, তাঁহাদিগকে দেখিলাম, তাহারা ওছমানের তুল্য কাহাকেও জানেন না, কাজেই আপনি অন্তরে দুঃখ স্থান দিবেন না। তৎপরে তিনি ওছমানের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, আমরা আল্লাহতায়ালার তরিকা তাঁহার রাছুলের তরিকা ও তৎপরবর্ত্তী খলিফা দ্বয়ের তরিকা অনুযায়ী তোমার নিকট বয়য়ত করিলাম তৎপরে মোহাজের ও আনছারগণ তাঁহার নিকট বয়য়ত করিলেন।

এবনো-ছা'দের রেওয়াএত—

এবনো ওমার আবু তালহা আনছারির নিকট এন্তেকাল করার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে লোক পাঠাইয়া বলিলেন, তুমি ৫০ জন আনছার সহ এই পরামর্শকারী দলের সহিত থাক, কেননা আমি ধারণা করি অচিরে তাঁহারা এক গৃহে সমবেত হইবে। তুমি তোমার সহচরগণসহ দরওয়াজার উপর দণ্ডায়মান থাক, কাহাকেও তাহাদের নিকট প্রবেশ করিতে দিওনা, আর

পরমর্শ কারীগণকে তিন দিবস অতীত হইতে দিওনা, যেন তাঁহারা ইহার মধ্যে তাঁহাদের একজন কে খলিফা স্থির করিয়া লন।

মছনদে-আহমদের রেওয়াএত—

আবু ওয়াএনা আবদুর রহমান বেনে আওফকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কিরূপে আলিকে ত্যাগ করিয়া ওছমানের নিকট বয়য়ত করিলে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমার কি অপরাধ, প্রথমে আলিকে বলিলাম, আমি আল্লাহর কেতাব, রাছুলের ছুন্নত, ও আবুবকর এবং ওমারের ছুন্নত অনুসারে বয়য়ত করিতেছি। ইহাতে তিনি বলিলেন, যতটুকু পারি করিব।

তৎপরে আমি উহা ওছমানের নিকট প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন হাঁ করিব।

এক রেওয়াএতে আছে আবুদর রহমান (হজরত) ওছমান কে নির্জ্জনে বলিয়াছিলেন, যদি আমি আপনার নিকট বয়য়ত না করি, তবে কাহার নিকট বয়য়ত করিতে ইশারা করেন? তদুত্তরে তিনি বলেন, আলি। তৎপরে তিনি আলিকে বলেন, যদি আমি আপনার নিকট বয়য়ত না করি, তবে আপনি কাহার নিকট বয়য়ত করিতে ইশারা করেন? তিনি বলিলেন, ওছমান। তৎপরে তিনি জোবাএরকে ডাকিয়া বলিলেন, যদি আমি আপনার নিকট বয়য়ত না করি, তবে কাহার নিকট বয়য়ত করিতে আমাকে বলেন? তদুত্তরে তিনি বলেন, আলি কিম্বা ওছমান। তৎপরে তিনি ছা'দকে ডাকিয়া বলেন, আপনি কাহার প্রতি ইশারা করেন? আপনি এবং আমি উহা চাহিনা। ইহাতে তিনি বলিলেন, ওছমান তৎপরে তিনি নেতৃ স্থানীয় লোকদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন, ইহাতে তিনি দেখিলেন, অধিকাংশ লোকের মত (হজরত) ওছমানের উপর আকৃষ্ট হইতেছে।

এবনো-ছা'দ ও হাকেমের রেওয়াএত—

এবনো মছউদ ওছমানের নিকট বয়য়ত করা হইল, বলিয়াছিলেন, অবশিষ্ট লোকদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে আমরা খলিফা করিয়াছি। এই নির্ব্বাচনে আমরা ত্রুটি করি নাই।

তারিখে-এবনো-জরির তাবারি, ৫।৩৪ পৃষ্ঠা—

হজরত ওমারকে একজন লোক বলিয়াছিল, আপনি আপনার পুত্র আবদুল্লাহকে খলিফা করুন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, খোদা তোমাকে হত্যা করুন, তুমি ইহা খোদার উদ্দেশ্যে বল নাই, তোমার উপরাধিক, আমি কিরূপে এরূপ ব্যক্তিকে খলিফা করিব-যে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিতে ভালরূপ জানে না। তোমাদের খেলাফত কার্য্যে আমার কোন স্বার্থ নাই, আমি উহা প্রশংসনীয় জানি না, যে আমার আহলে-বয়েতের এক জনের জন্য উহা পছন্দ করিব। যদি উহা কল্যাণ হয়, তবে আমরা উহা প্রাপ্ত হইয়াছি, আর যদি উহা অকল্যাণ হয়, তবে আমাদের বংশের মধ্য হইতে ওমার পর্য্যন্ত শেষ হইয়া গেল।

ওমারের বংশধরগণের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহাদের মধ্যে একজনের হিসাব লওয়া হইবে এবং (হজরত) মোহাম্মদের উম্মতের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইবে। আমি নিজের জীবনকে কষ্টে নিক্ষেপ করিয়াছি, আমার আহলে-বয়েতকে উহা হইতে রক্ষা করিয়াছি। যদি আমি মুক্তি পাই ও উহার ভাল মন্দের দায়ী না হই, তবে নিশ্চয় আমি সৌভাগ্যবান।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হজরত ওমার খেলাফতের আকাঙ্খী ছিলেন না, আবুবকর মহাজের ও আনছারগণের অনুরোধে উহা স্বীকার করিয়াছিলেন। এইরূপ হজরত আবুবকর বলিয়াছিলেন, আমি খেলাফতের প্রত্যাশী ছিলাম না, আল্লাহর নিকট উহার জন্য দোয়া করি নাই, তোমরা আমাদের স্কন্ধদেশে এইভাবে স্থাপন করিয়াছ। এইহেতু তিনি ওমার ও আবুওবায়দার নিকট বয়য়ত করিতে চাহিয়াছিলেন।

এইরূপ হজরত ওছমান হজরত আলির হস্তে ও হজরত আলি হজরত ওছমানের হস্তে বয়য়ত করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

ছহিহ বোখারি, ২।১০৫৮ পৃষ্ঠা—

انكم ستحرصون على الامارة و ستكون ندامة يوم

القيمة☆

হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমরা আমিরির উপর আগ্রহ করিবে, অচিরে উহা কেয়ামতের দিবস শোক-তাপের কারণ হইবে।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা—

لا تسال الامارة فان اعطيتها عن مسالة و كلت اليها و ان

اعطيتها من غير مسالة اعنت عليها ☆

হজরত বলিয়াছেন, তুমি আমিরি প্রার্থী হইওনা, কেননা যদি তুমি উহা প্রার্থনার পরে প্রদত্ত হও, তবে উহার সম্পাদনের ভার তোমার দায়িত্বে অর্পিত হইবে আর যদি বিনা প্রার্থনায় উহা প্রদত্ত হও, তবে উহা সম্পাদনে সহায়তা প্রাপ্ত হইবে।

শিয়াদের নাহজোল-বালাগাতের টীকা হইতে আমি উদ্ধৃত করিয়াছি যে, হজরত আব্বাছ হজরত আলিকে নবি (ছাঃ) এর এন্তেকালের সময় তাঁহার খেলাফতের কথা জিজ্ঞাসা করিতে বলেন কিন্তু তিনি উহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। হজতের এন্তেকালের পরে হজরত আব্বাছ ও আবু ছুফইয়ান তাঁহার নিকট বয়য়ত করিতে চাহেন, তিনি উহা অস্বীকার করেন। তৎপরে হজরত ওমার খেলাফত মীমাংসায় যে কমিটি স্থাপন করিয়া যান, হজরত আব্বাছ হজরত আলিকে উহাতে যোগদান করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার না করিয়া কমিটিতে যোগাদান করেন।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, হজরত আলি প্রথম তিন খলিফার ন্যায় খেলাফতের জন্য লালায়িত ছিলেন না। শিয়াদের নহজোল বালাগাত, ১।২১৯ পৃষ্ঠা—

যে সময় হজরত ওছমানের শহীদ হওয়ার পরে লোকেরা হজরত আলির নিকট বয়য়ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন—

دعونی و التمسوا غیری و ان ترکتمونی فانا کاحد کم و لعلی اسمعکم و اطوعکم لمن و لیتموه امر کم و انا لکم و یزا خیر لکم منی امیرا ☆

"তোমরা আমাকে ত্যাগ কর এবং আমা ব্যতীত অন্যকে চেষ্টা কর। যদি তোমরা আমাকে ত্যাগ কর, তবে আমি তোমাদের একজনের ন্যায় থাকিব। সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের কার্য্যের জন্য যাহাকে খলিফা নিযুক্ত করিবে, আমি তোমাদের মধ্যে সমধিক অনুগত ও আদেশ পালনকারী হইব। আমী তোমাদের খলিফা হইব, ইহা অপেক্ষা তোমাদের মন্ত্রী হইব, ইহাই তোমাদের পক্ষে সমধিক কল্যাণজনক।

আরও উহার ৩১৪ পৃষ্ঠা—

فاقبلتم الی اقبال العوذ المطافیل علی اولادها تقولون البیعة قبضت یدی فبسطتموها ونازعتکم یدی فجذبتموها ☆

" তোমরা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, যেরূপ নুতন শাবক প্রসবকারিণী উষ্ট্রিকাগুলির উহাদের শাবকগুলির নিকট উপস্থিত হয়, তোমরা বয়য়ত বলিতেছিলে অথচ আমি আমার হস্ত বন্ধ করিতেছিলাম, তোমরা উহা খুলিতেছিলে, কিন্তু আমি উহা তোমাদের নিকট হইতে টানিয়া লইতে ছিলাম।

আরও উহার ৫১৯ পৃষ্ঠা—

و اللّٰه ما کانت لی فی الخلافة رغبة ولا فی الولایة اربة لکنکم دعوتمونی الیها و حملتمونی علیها ☆

" খোদার কছম, আমার খেলাফত সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল না এবং আমিরির দরকার ছিল না, কিন্তু তোমরা আমাকে উহার দিকে আহ্বান করিলে, এবং উহার উপর আরোহণ করাইলে।"

আরও ৫৬২ পৃষ্ঠা—

و بسطتم يدى فكففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداككتم

على تداك الابل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى

انقطعت النعل و سقطت الرداء ☆

এবং তোমরা আমার হস্ত খুলিতেছিলে, আর আমি উহা বন্ধ করিতে ছিলাম, তোমরা উহা টানিতেছিলে, আর আমি উহা নিজের দিকে টানিতে ছিলাম, তৎপরে তোমরা আমার নিকট জনতা করিতে ছিলে, যেরূপ তৃষ্ণার্থ উষ্ট্র সকল পানি পানের দিবস হাওজগুলির নিকট জনতা করিয়া থাকে, এমন কি জুতা ছিন্ন হইয়াছিল এবং চাদর পড়িয়া গিয়াছিল।"

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, শিয়ারা হজরত আলির খেলাফত লইয়া যেরূপ হৈ চৈ করিয়া থাকেন, সবই মিথ্যা কথা। যদি হজরত নবি (ছাঃ) তাঁহাকে 'অছি' করিয়া গিয়া থাকেন, তবে তিনি সেই খেলাফত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইবেন কেন?

তোহফাতোল-আহবারের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত ওছমান কোরায়শী ছিলেন না, ইহা একেবারে মিথ্যা কথা। ছহিহ বোখারির ১।৫২২ পৃষ্ঠায় হজরত ওছমানের কোরায়শী হওয়ার কথা লিখিত আছে। তারিখোল খোলাফার ১০০ পৃষ্ঠায় তাঁহার বংশাবলী—ও কোরায়শী হওয়ার কথা লিখিত আছে।

তেরমেজির রেওয়াএত—

يا عثمان لعل الله يقمصك قميصا فان ارادك المنافقون

على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانى ☆

"হে ওছমান, সম্ভবত আল্লাহ্ তোমাকে একটি পিরহান পরিধান করাইবেন, যদি মোনাফেকগণ উহা খুলিতে ইচ্ছা করে, তবে তুমি যতক্ষণ না আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, উহা খুলিয়া ফেলিবে না।"

ইহাতে হজরত ওছমানের খেলাফতের ইশারা করা হইয়াছে।

শিয়াদের দাবী

শিয়াদের নবুয়ত ও খেলাফত পুস্তকের ২০।২১ পৃষ্ঠা—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক নবীর একজন করিয়া উত্তরাধিকারী বা অছি থাকেন।

নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক নবির একজন অছি নিযুক্ত করিয়াছেন।

আমাদের উত্তর

ইহা শিয়াদের মনগড়া কথা, ইহা জনাব নবি (ছাঃ) এর হাদিছ নহে ইহা যদি ছহিহ হাদিছ হওয়ার দাবি করেন, তবে হাদিছদ্বয়ের ছনদ উল্লেখ করুন।

এই মর্ম্মের একটি হাদিছ আমালিয়ে শেখ তুছির ২৮২।২৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, উহার একজন রাবির নাম মোকাতেল বেনে ছোলায়মান, এমাম অকিও নাছায়ি বলিয়াছেন, মোকাতেল মিথ্যাবাদী।

এহইয়া বলিয়াছেন, তাহার হাদিছ বাতীল। জওজানি বলিয়াছেন, সে দাজ্জাল ছিল।

এইরূপ মিথ্যাবাদীর উল্লিখিত হাদিছ ছহিহ হইতে পারে না। নবুয়ত ও খেলাফতের ৪২।৪৩ পৃষ্ঠায় ও শরিয়তল ইছলামের ৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত বলিয়াছেন, আমার উম্মতগণের মধ্যে আলি আমার আছি। সেই আমার খলিফা, আমার মন্ত্রী।

আমাদের উত্তর

ছওয়ায়েকে মোহরাকা, ২৯ পৃষ্ঠা—

এই হাদিছগুলি মিথ্যা বাতীল, জাল হজরত নবি (ছাঃ) এর উপর অসত্যারোপ করা হইয়াছে। কোন হাদিছের এমাম ইহা বলেন নাই যে, এইরূপ মিথ্যা কথাগুলির একটি ছনদও আছে, বরং সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, উহা খাঁটি মিথ্যা ও জাল কথা। যদি শিয়ারা ইহা ছহিহ বলিয়া দাবী করেন, তবে বলিব, তোমরা হাদিছ রেওয়াএত ও মোহাদ্দেছের সঙ্গলাভে প্রসিদ্ধলাভ করিতে পার নাই, আর তোমরা কেবল উহা ছহিহ হওয়ার কথা জানিলে পক্ষান্তরে হাদিছের পারদর্শী ও অগ্রগামী দল যাহারা হাদিছ সংগ্রহ করিতে দূরদেশ ভ্রমন করিতে করিতে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং যাহার নিকট একটি মাত্র হাদিছ থাকার ধারণা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উহা অবগত হইতে সাধ্য সাধনা করিয়াছেন, এমন কি হাদিছগুলি সংগ্রহ ও তত্ত্বানুসন্ধান করতঃ ছহিহ, জইফ পৃথক করিয়াছেন এবং পূর্ণভাবে কেতাব সমুহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা উহা অবগত ইহতে পারিলেন না, ইহা কি সম্ভব? জাল হাদিছগুলির সংখ্যা-লক্ষ্যাধিক হইয়াছে, ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা প্রত্যেক হাদিছের রচয়িতাকে ও এইরূপ মিথ্যা রচনার কারণ কি? তাহা জানিতে পারিয়াছেন। খোদা তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট বিনিময় প্রদান করুন। যদি তাঁহারা এই উৎকৃষ্ট কার্য্য না করিতেন, তবে বাতীল মতাবলম্বিগণ ও দ্বীনের বিভ্রাট কারিগণ পরাক্রান্ত হইত, উহার নিদর্শন গুলি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিত, সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিত, এমন কি সত্য মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ করা সম্ভব হইত না, নিজেরা ভ্রান্ত হইত, অন্যদিগকে ভ্রান্ত করিয়া ফেলিত, কিন্তু যখন আল্লাহ নবির শরিয়তের বক্রতা ও পরিবর্ত্তন হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং উম্মতের একদলকে প্রত্যেক জামানায় সত্যের উপর রাখিয়াছেন, বিপদগামীদের অবাধ্যতা তাহাদের ক্ষতিকর হইবে না, এই নিরক্ষর মিথ্যুক বাতীল মতাবলম্বিগণের দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি হইতে পারে না।

শিরাতে হালাবিয়া, ৩/৩০৯ পৃষ্ঠা—

শিয়ারা এইরূপ মিথ্যা বাতীল হাদিছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করিয়া থাকে, যাহা জইফের দরজায় পৌঁছতে পারে নাই, যথা এই হাদিছ, "হে আলি, তুমি আমার ভ্রাতা অছি ও দ্বীনের খলিফা এইরূপ হাদিছগুলি সমস্তই জাল, মিথ্যা, হজরতের নামে জাল করা হইয়াছে।

শিয়াদের আছ-ছোল-অছুল কেতাবের ১১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"জাল হাদিছ সকল নবি ও এমামগণের জামানায় প্রস্তুত করা হইয়াছিল, রাছুলগণের ছৈয়দ (মোহাম্মদ) (ছাঃ) এর জামানা হইতে এমামগণের গায়েব হওয়ার জামানা পর্য্যন্ত হাদিছ জালকারিগণের সংখ্যা অধিক হইয়া ছিল, যেরূপ হাদিছ সকল ও চরিত পুস্তকগুলি দেখিলে, বুঝা যায়। তুমি ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছ যে, হাদিছ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণ যেরূপ একাধিক, সেইরূপ উহাদের মধ্যে প্রভেদ করা কষ্টকর। হাদিছ বিভিন্ন প্রকার হওয়ার কারণ গুলির মধ্যে হাদিছ জাল করাও একটি। বুদ্ধিমান পারদর্শী এই স্থান হইতে বিশ্বাস করিতে পারে যে, দুনইয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ও দুরবর্ত্তী শহর সমুহে হাদিছ গ্রন্থগুলিতে লিখিত যে বিভিন্ন হাদিছগুলি ছড়াইয়া রহিয়াছে, তৎসমস্ত রেওয়াএতের সত্য হওয়ার বিশ্বাস অর্জ্জন করা তিন এমামের সাধ্যাতীত, আমাদের কথা'ত দূরে থাক। আমি কতক হাদিছের আলোচনা করিতেছি—যাহা হাদিছ জাল করার এবং জালকারিদের দ্বারা উহা প্রচার করার প্রমাণ করিয়া দিবে। যেন কতক জাহেরিয়া আমাদের কথা অসত্ত ধারণা না করে। খোদা তাহাদের উপর এই প্রচার কার্য্যের জন্য লা'নত করুন। কশি নিজ ছনদে ইউনোছ বেনে আবদুর রহমান হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, নিশ্চয় আমাদের কতক শিষ্য আবু মোহাম্মদকে আমার উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি, হাদিছ সম্বন্ধে অতি কঠোর, আমাদের সহচরগণ যে হাদিছ রেওয়াএত করেন, আপনি উহার উপর

অতিরিক্ত এনকার করিয়া থাকেন, কোন বিষয় আপনাকে হাদিছগুলি রদ করিতে উত্তেজিত করিয়া থাকে। ইহাতে ইউনোছ বলিলেন, আমার নিকট হেশাম বেনেল হাকাম বর্ণনা করিয়াছেন তিনি এমাম জাফর ছাদেককে বলিতে শুনিয়াছেন, আমাদের সম্বন্ধে উক্ত হাদিছকে কবুল কর-যাহা কোরআন ও হাদিছের মোয়াফেক হয় কিম্বা আমাদের পূর্ব্বতন হাদিছ গুলির কোনটির সহিত উহার সামঞ্জস্য হয়, কেননা মোগিরা বেনে ছইদ (খোদা তাহার উপর লা'নত করুন) আমার পিতার আছহাবের কেতাবগুলিতে এরূপ হাদিছগুলি যোগ করিয়া দিয়াছে যাহা আমার পিতা বর্ণনা করেন নাই। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাদের সম্বন্ধে এরূপ হাদিছ কবুল করিও না যাহা আমাদের মহিমান্বিত প্রতি পালকের কথার (কোরআনের) এবং আমাদের নবি মোহাম্মদ (ছাঃ) এর হাদিছের বিপরীত হয়। আমরা যখন হাদিছ বর্ণনা করি, তখন বলিয়া থাকি, আল্লাহ বলিয়াছেন, এবং রাছুলুল্লাহ বলিয়াছেন। ইউনোছ বলিয়াছেন, আমি ইরাকে উপস্থিত হইলাম, তথায় এমাম বাকেরের শিষ্যগণকে অল্প ও এমাম জা'ফর ছাদেকের শিষ্যগণকে অধিক দেখিলাম। আমি তাঁহার নিকট হাদিছ শ্রবণ করিলাম এবং তাঁহার কেতাবগুলি লইলাম। তৎপরে উক্ত কেতাব গুলি এমাম রেজার নিকট পেশ করিলাম, তিনি উক্ত কেতাবগুলির অনেক হাদিছ এনকার করিয়া বলিলেন, এই সমস্ত এমাম জা'ফর ছাদেকের হাদিছ নহে এবং বলিলেন, আবুল খাত্তাব এমাম জা'ফর ছাদেকের নামে অনেক জাল হাদিছ প্রস্তুত করিয়াছে। আল্লাহ আবুল খাত্তাবের উপর লা'নত করুন। ইহারা অদ্যবধি এমাম জা'ফর ছাদেকের আছহাবের কেতাবগুলিতে জাল হাদিছ সকল দাখিল করিয়া থাকে। এতএব আমাদের সম্বন্ধে কোর-আনের খেলাফ কথা গ্রহণ করিও না। কেননা যখন আমরা হাদিছ বর্ণনা করি, কোর-আন ও হাদিছের মোয়াফেক বর্ণনা করি, আমরা আল্লাহর কালাম ও রাছুলের কথা উদ্ধৃত করিয়া থাকি অমুক অমুকের কথা বর্ণনা করিনা যে, উহাতে আমাদের

কথা গুলিতে বৈষম্য ভাব সৃষ্টি হইতে পারে। আমাদের পরবর্ত্তী লোকের কথা প্রাচীন লোকের কথার তুল্য হইয়া থাকে। যখন কোন ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসিয়া ইহার খেলাফ হাদিছ বর্ণনা করে, উহা তাহার উপর রদ কর এবং বল, তুমি জান, তোমার হাদিছ জানে, আমাদের প্রত্যেক হাদিছের সহিত হকিকত এবং উহার উপর নূর আছে। যে হাদিছের সহিত হকিকতও নূর না থাকে, উহা শয়তানের কথা।

কশি ছনদসহ ইউনোছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, হেশাম বেনেল হাকাম বলেন, তিনি আবু জা'ফর ছাদেককে বলিতে শুনিয়াছেন, মোগিরা বেনে ছইদ আমার পিতার নামে মিথ্যা হাদিছ প্রচার করিত এবং তাহার শিষ্যগণের কেতাবগুলি লইত, তাহার শিষ্যগণ আমার পিতার শিষ্যগণের সহিত মিলিত থাকিয়া আমার পিতার শিষ্যগণের কেতাবগুলি লইত, তৎপরে তাহারা তৎসমস্ত মোগিরার নিকট দিত, মোগিরা উহার মধ্যে কোফর ও ধর্ম্মদ্রোহিতার কথা যোগ করিয়া আমার পিতার নামে লিখিয়া রাখিত। তৎপরে উক্ত কেতাবগুলি তাহার শিষ্যগণের নিকট দিয়া তাহাদিগকে আদেশ দিত যে, তাহারা যেন উক্ত কেতাবগুলি শিয়াদিগের মধ্যে প্রচার করে। আমার পিতার শিষ্যগণের কেতাবগুলিতে যে সমস্ত ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করার কথা আছে, তৎসমস্ত মোগিরা বেনে ছইদ তাহাদের কেতাবগুলিতে যোগ করিয়া দিয়াছে।

আরও এমাম জা'ফর ছাদেক বলিয়াছেন, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত জালছাজ লোক থাকে, তাঁহার উপর মিথ্যা কথা আরোপ করিয়া থাকে। মোহাক্কেক মো'তাবার কেতাবে ও অন্যান্য বিদ্বান্‌গণ অন্যান্য কেতাবে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হে জ্ঞানিগণ, শিক্ষা লাভ কর, এইরূপ হাদিছগুলি বর্ত্তমান থাকিতে কেহ কি দাবী করিতে পারে যে তাহার কেতাবের হাদিছগুলি উহাতে বহু বিপরীত বিপরীত হাদিছ থাকিতে এমামগণের নিশ্চিত রেওয়াএত?

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, এমামগণের হাদিছের চিহ্ন এই যে, উহাতে আল্লাহ বলিয়াছেন এবং রাছুল বলিয়াছেন এরূপ কথা আছে, আর শিয়াদের হাদিছগুলির মধ্যে ইহা নাই। শিয়ারা যে হাদিছগুলি বর্ণনা করিয়াছে, তৎসমস্তে রাছুলের নাম পর্য্যন্ত নাই, বরং তাহাদের এমামগণের কথা, উহা এরূপ ভাবে যে, তাঁহারা নিজেরাই যেন শরিয়ত প্রস্তুতকারী। শিয়াদের হাদিছগুলির শতকরা ৫ টি অতি কষ্টে পাওয়া যাইবে— যাহার ছনদ রাছুল পর্য্যন্ত পৌছান হইয়াছে। এইহেতু বুঝা যায় যে, তাহাদের এই সমস্ত জাল হাদিছ, অন্যায়ভাবে এমামগণের কথা বলিয়া প্রকাশ হইয়াছে।

(২) এমাম বাকের ও জা'ফর ছাদেকের শিষ্যগণ এইরূপ ছিলেন যে, তাহাদের কেতাবগুলিতে আবুল খাত্তাব জাল হাদিছ লিখিয়া দিয়াছিলেন, আর তাহারা ইহা অবগত হইতে পারেন নাই। তাহারা এই জাল হাদিছগুলি এমামের কথা বুঝিয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, মজার কথা, এই জাল হাদিছ দুই চারিটি নহে, বরং কেতাবের অধিকাংশ জাল হাদিছে পূর্ণ ছিল, ইহা সত্ত্বেও তাহারা ইহা প্রভেদ করিতে পারিলেন না, তৎপরে ইউনোছ উক্ত কেতাবগুলি এমাম রেজাকে দেখাইলে, তিনি বলেন এই কেতাবগুলির অধিকাংশ হাদিছ জাল। আবুল খাত্তাব এমামের নামে এই হাদিছগুলি জাল করিয়াছে। যখন এমামগণের শিষ্যগণ সত্য মিথ্যা প্রভেদ করিতে অক্ষম, এই সংবাদ পর্য্যন্ত জানেন না, তখন তাহাদের হাদিছগুলি কিরূপে বিশ্বাস যোগ্য হইবে?

এমাম রেজা যে হাদিছগুলি জাল বলিয়াছিলেন, শিয়া মোহাদ্দেছগণ কিরূপে জানিবেন যে, তাহারা এই হাদিছগুলি বাদ দিয়াছিলেন? ইহা কোন স্থানে উল্লিখিত হয় নাই যে, ইউনোছ ফিরিয়া গিয়া এমাম বাকের ও জা'ফর ছাদেকের শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের কেতাবগুলির অধিকাংশ হাদিছ জাল এবং তাহারা নিজেদের শিষ্য ও রাবিগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

শিয়াদের তওজিহোল-মাকালে আছে—

فنقول اخراج الموضوعة عما فى ايدينا من الاخبار غير معلوم وادعاءه كما يأتى غير مسموع ☆

আমরা বলি আমাদের নিকট যে হাদিছগুলি আছে, তৎসমস্ত হইতে জাল হাদিছগুলি বাহির করিয়া দেওয়ার কথা অজ্ঞাত এবং ইহার দাবী গ্রহণের যোগ্য নহে।

(৩) মোগিরা এমাম বাকেরের আছহাবগণের কেতাবগুলিতে কাফেরী মূলক মর্ম্ম যোগ করিয়াছিল, সেই কেতাবগুলি শিয়াদের মধ্যে প্রচার করিয়াছিল, তাহাদের কেহ ইহা বুঝিতে পারিলনা যে ইহা কাফেরীমূলক কথা এমাম এরূপ কথা প্রকাশ করিতে পারেন না।

(৪) ন্যায়ের সীমা অতিক্রমকারী মর্মগুলি এমামগণের কথা নহে, উহা জাল হাদিছ, ইহার কয়েক শ্রেণী আছে, উচ্চ শ্রেণী এই যে, হজরত আলিকে খোদা বলা হইয়াছে, নিম্ন শ্রেণী এই যে, তাঁহাকে নিষ্পাপ এমাম বলা ও তাঁহার তাবেদারী ফরজ বলা। এই সমস্ত জাল হাদিছ।

আরও তওজিহোল মাকালে আছে—

ان احتمال الوضع قائم فى اكثر الاخبار او جميعها و ان ضعف فى بعض لقرائن خارجية ☆

"অধিকাংশ কিম্বা সমস্ত হাদিছের জাল হওয়ার সন্দেহ আছে, যদিও বাহ্যিক লক্ষণাবলী দ্বারা কতক হাদিছে এই সন্দেহ কমিয়া যায়।

শিয়াদের শেখ মোরতজা 'ফারাএদোল -অছুল' কেতাবের ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

এমামগণের একাধিক শাগরেদ তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের শাগরেদগণের মতানৈক্যের সম্বন্ধে অনুযোগ উপস্থিত করেন, ইহাতে তাহারা

উত্তর দিয়াছিলেন যে, এই মত বিরোধ মিথ্যাবাদীদিগের দিক হইতে সংঘটিত হইয়াছে, যেরূপ ফয়েজ বেনেল-মোখতারের রেওয়াএতে আছে।

তিনি বলিয়াছেন, আমি এমাম জা'ফর ছাদেককে বলিলাম, খোদা আপনার উপর আমাকে কোরবান করুন। আপনাদের শিয়াদের মধ্যে এই মত বিরোধ কিরূপ? তিনি বলিলেন, হে ফয়েজ কিরূপ বিরোধ? আমি বলিলাম, আমি কুফাতে শিয়াদের হালকায়ে বসিয়া থাকি এবং তাহাদের হাদিছের বৈশম্যভাবের জন্য সন্দেহে পড়িয়া থাকি, এমন কি আমি ফজল বেনে ওমারের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করি, তিনি আমাকে এরূপ কথা বলেন, যাহাতে আমার মনে শান্তি ইইয়া থাকে। ইহাতে এমাম বলিলেন, হে ফয়েজ, তুমি যাহা উল্লেখ করিয়াছ, তাহাই সত্য, শিচয়ই লোকেরা (শিয়ারা) আমাদের উপর মিথ্যা কথার আরোপ করিতে এত উৎসুক যে, যেন খোদা উহা তাহাদের উপর ফরজ করিয়াছেন, এহং তাহাদের নিকট হইতে যেন অন্য কিছু চাহেন না, আমি তাহাদের নিকট একজনরে হাদিছ বর্ণনা করি, সে আমার নিকট হইতে বাহির হইয়া গিয়া উহার অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রচার করে। এই লোকগুলি আমাদের হাদিছ ও আমাদের হাদিছ দ্বারা খোদার সন্তোষ লাভ কামনা করে না। প্রত্যেকেই কামনা করে যে নেতৃরূপে অভিহিত হয় দাউদ বেনে ছারহানের রেওয়াএত ইহার নিকট নিকট। কুমবাসীদিগের নওয়াদোরোল-হেকমত হইতে অনেক রাবিকে বাদ দেওয়া বিখ্যাত কথা। এবনো-আবিল-আওজার ঘটনা চরিত পুস্তক সমূহে আছে যে, যখন তাহাকে হত্যা করা হয়, তখন সে বলিয়াছিল যে, আমি তোমাদের কেতাবে চারি সহস্র মিথ্যা হাদিছ সংগোপনে যোগ করিয়া দিয়াছি। এইরূপ ইউনোছ বেনে আবদুর রহমান বলিয়াছেন, তিনি এমামগণের শাগরেদদিগের বহু হাদিছ লইয়া এমাম রেজার নিকট পেশ করিয়া ছিলেন, ইহাতে তিনি বহু হাদিছ অস্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, এমামগণের শিষ্যগণ অছুলও ফরুয়াত সংক্রান্ত হাদিছগুলি তাঁহাদের নিকট হইতে নিশ্চিত রূপে শিক্ষা

করিতে পারেন নাই।

শিয়াদের রেজালে-কশির ৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

ذكر بعض اهل العلم ان عبد الله بن سبا كان يهوديا فاسلم و والى عليا عليه السلام و كان يقول هو على يهودية فى يوسع بن نون وصى موسى بالغلو فقال فى اسلامه بعد وفات رسول الله صلعم فى على عم مثل ذلك و كان اول من اشهر القول بفرض امامة على واظهر البرأة من اعدائه و كاشف مخالفيه و اكفرهم فمن ههنا قال من خالف الشيعة اصل التشيع ماخوذ من اليهودية ☆

"কতক বিদ্বান বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ বেনে ছাবা য়িহুদী ছিল, তৎপরে সে ইছলাম গ্রহণ করিয়া (হজরত) আলির সহিত প্রীতি স্থাপন করিল। যখন সে য়িহুদী ছিল, তখন (হজরত) মুছার অছি ইউশা বেনে নুনের সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি (ন্যায়ের সীমা অতিক্রম) করিয়া ছিল, তৎপরে ইসলাম গ্রহণের পরে রাছুল (ছাঃ) এর এন্তেকালের পরে (হজরত) আলি (আঃ) এর সম্বন্ধে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। প্রথমে করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি আলির মতামত স্বীকার করা ফরজ হওয়ার মত প্রচার তাঁহার শত্রুদের প্রতি তাহারা প্রকাশ করিল এবং তাঁহার বিপক্ষ দিগকে কাফের বলিয়া প্রচার করিল। এই হেতু শিয়াদের বিপক্ষদল বলেন, শিয়া মজহাব য়িহুদী মত হইতে গৃহীত হইয়াছে।"

কখন কখন শত্রুদের মুখ হইতে সত্য কথা বাহির হইয়া থাকে হজরত আলির হজরতের অছি হওয়ার কথা যে খোদা ও রাছুলের কথা নহে, বরং একজন য়িহুদীর কথা, অন্যান্য ছাহাবাগণকে কাফের বলা ও তাহাদের তাবার্রা করা য়িহুদী এবনো-ছাবার কথা, ইহা শিয়াদের মস্ত বিদ্বান কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল।

শিয়াদের অছুলে-কাফির ১১০।১১১ পৃষ্ঠায় আছে যে, আল্লাহ হজরত আলি ও অন্যান্য এমামগণের তাবেদারী করা ফরজ করিয়া দিয়াছেন, ইহা উক্ত য়িহুদী এবনো-ছাবার মত।

উক্ত অছুলে-কাফির ১৪৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

হজরত আলির নিকট ৭০ হস্ত লম্বা একখানা ছহিফা ছিল ও হজরত ফাতেমার নিকট কোর-আনের তিনগুণ একখানা মোছহাফ ছিল।

এই সমস্ত জালছাজ লোকদিগের বানানো কথা। শিয়াদের রওজায়-কাফির ১১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

كان الناس اهل ردة بعد النبى صلعم الا ثلثة فقلت و من الثلاثة فقال المقداد بن الاسود و ابو ذر الغفارى و سلمان الفارسى و ان الشيخين فاروق الدنيا و لم يتوبا و لم يتذكرا ما صنعا بامير المؤمنين عليه السلام فعليهما لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين ☆

নবি (ছাঃ) এর পরে তিনজন ব্যতীত সমস্ত লোক মোরতাদ্দ হইয়া গিয়াছিল। আমি বলিলাম, তিনজন কে কে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, মেকদাদ বেনেল আছওয়াদ, আবুজার গেফারী ও ছালমান ফার্সি। দুইজন শেখ (আবুবকর ও ওমার) দুনইয়া ত্যাগ করিয়া গেলেন, তওবা করিলেন

না এবং আলির সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার অনশোচনা করিলেন না, তাহাদের উভয়ের উপর আল্লাহ ও সমস্ত মনুষ্যের লা'নত হউক।

পাঠক, আপনি জানিতে পারিয়াছেন, ইহা য়িহুদী এবনোছাবার অভিনব মত, জালছাজ লোকেরা ইহা এমামগণের কথা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে।

সমাপ্ত